আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ০২ || সোমবার || আশ্বিন ২৬ || ১৪২৮ || রবিউল আউয়াল ৫ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 02 || 11 October || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ইসলামোফোবিয়ার শিকার যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ মুসলমান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বেশিরভাগ মুসলমানই ইসলামোফোবিয়ার (ইসলামবিদ্বেষী) **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

বিদেশে অপ্রপ্রচারকারীদের আইনের আওতায় আনা হবে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ- বিদেশে অবস্থানরত যে কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর পরিবার, সরকার, বিচার বিভাগ ও দেশের বিরুদ্ধে অপ্রপচার চালানোয় জড়িত হলে তাকে সাইবার অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। রবিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত ‘মিট দ্য রিপোর্টার্স’ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। আইনমন্ত্রী বলেন, বিদেশে বসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর পরিবার, সরকার, বিচার বিভাগ ও দেশের বিরুদ্ধে অপ্রপচার চালানোয় জড়িত সাইবার অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে। এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। বিদেশে অবস্থানরত সাইবার অপরাধীদের কীভাবে আইনের আওতায় আনবেন- এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, অপরাধ যদি বাংলাদেশের বাইরেও করা হয়, তাহলেও তারা বাংলাদেশে অপরাধ করেছেন বলে ধরা হবে। **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

হাল ধরে রাখতে পারবেন না অসুস্থ এরদোয়ান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দুই বছর ধরেই তুরস্কের বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও জরিপকারীরা ২০২৩ **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

জরুরী পণ্য ঘাটতির শঙ্কা গ্রোসারিতে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ- যুক্তরাষ্ট্রে আসছে হলিডে সীজন। এর আগে গ্রোসারিগুলোতে বেশ কয়েকটি পণ্যের সরবরাগে ঘাটতির আশংকা ব্যাক্ত করেছে দেশের সর্ববৃহৎ খাদ্য উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। সরবরাহে ঘাটতির কারণে এমন আশঙ্কা করছে তারা। বহু কোম্পানি গ্রোসারিগুলোকে জানিয়েছে, শ্রমিক, পণ্য এবং যানবাহন ঘাটতির কারণে তাদের সরবরাহ চেইনে সংকট তৈরি হয়েছে। পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে চাল, ক্রিসপির ট্রিটস, সউর প্যাচ কিডস, বেন অ্যান্ড জেরি আইসক্রিমের কয়েকটি ফ্লেভার, **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসব



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- নীল-সাদা আকাশ, ভোরের আবছা কুয়াশা, শ্বেতশুভ্র কাশফুলের **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

ফেসবুকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা যে কারণে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ফেসবুকের ইতিহাসে এটাই কোনো বড় দুর্ঘটনা বা সমস্যা, যা বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬ ঘণ্টা ফেসবুকসহ এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান- হয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামের সেবা বন্ধ ছিল। বাংলাদেশ সময় সোমবার **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

পাকিস্তানী পরমাণু বোমার জনক ড. কাদের খানর নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র বিষয়ক কর্মসূচির জনক (ফাদার অব পাকিস্তানস **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানের নতুন অধ্যায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর তালেবান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই প্রথম সরাসরি বৈঠক করল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তালেবানের সিনিয়র নেতারা কাতারের রাজধানী দোহায় বৈঠক করেছেন। গত ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের যুক্তরাষ্ট্র-তালেবানের এটা **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 809152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email: apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

নোবেলজয়ী মারিয়া রেসা বললেনঃ ফেসবুক গণতন্ত্রের জন্য হুমকি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ফেসবুককে ‘গণতন্ত্রের জন্য হুমকি’ বললেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া রেসা। তিনি বলেন, ‘সোশ্যাল **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

লন্ডনে বাংলাদেশিসহ ৩ কিশোরী নিখোঁজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সপ্তাহের ব্যবধানে এক বাংলাদেশিসহ লন্ডনের বিভিন্ন স্থান থেকে তিন কিশোরী নিখোঁজ হয়েছে। বাংলাদেশি-অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনের স্ট্রাটফোর্ডের সারা বোনেল গার্লস স্কুলের ইয়ার টেনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ছাত্রী নিখোঁজ হয় গত বৃহস্পতিবার। এর আগে গত ১ অক্টোবর শুক্রবার নিজ বাড়ি ক্যান্টাবেরি এলাকা **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930 NY (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com



সৌদিতে ফ্যাশন শো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আগামী ডিসেম্বরে একটি ফ্যাশন শোর আয়োজন করা হবে সৌদি আরবে। গতকাল শুক্রবার (৮ অক্টোবর) দেশটির ফ্যাশন কমিশনের **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা IATA অন্তর্ভুক্ত
আমরা ARC অন্তর্ভুক্ত
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
সুপার সেল $৬৪৯+
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA Emirates ETIHAD KUWAIT QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



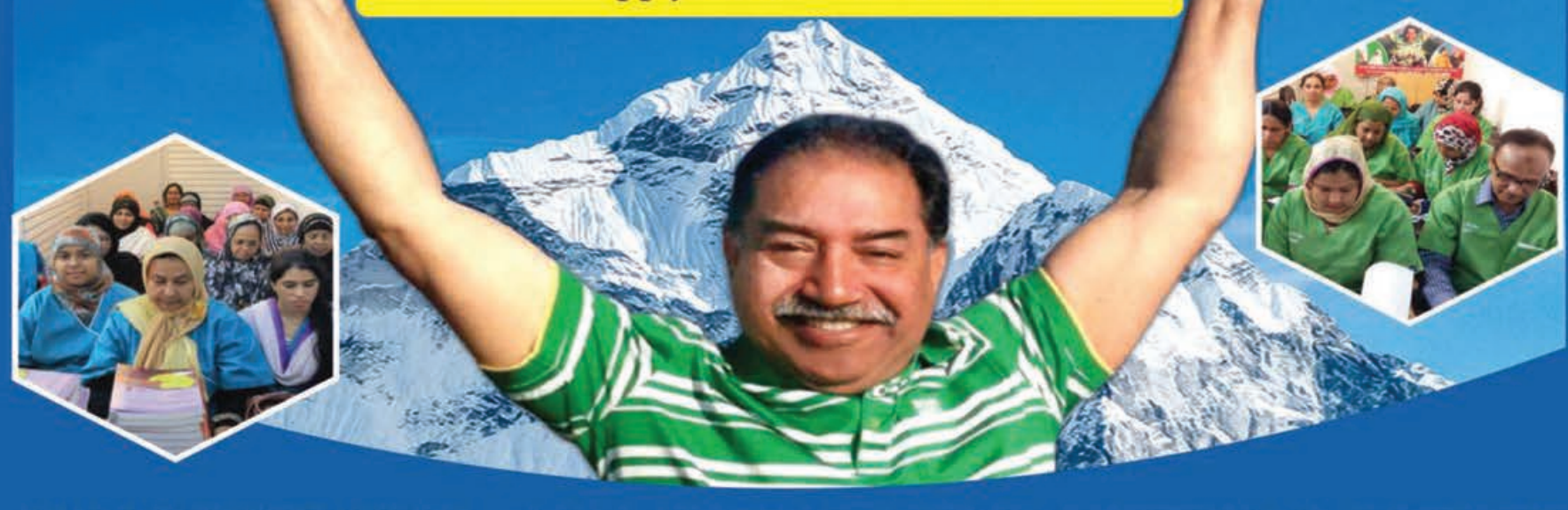
Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // October 11 // 2021

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ নিতে আহবান রাবাব ফাতিমা



নিউইয়র্ক: 'রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক দেশসমূহকে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ অব্যাহত রাখতে হবে। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং রোহিঙ্গাদের উপর সৃষ্ট নৃশংসতম অপরাধের দায়বদ্ধতা নিরূপন করা এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুনী'। গত ৪ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটির সাধারণ বিতর্কে বক্তব্য প্রদানকালে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা ক্রমশ: বেড়েই চলছে মর্মে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, "রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এমনকি **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**



যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র উদ্যোগে মহাসচিব বাবলু স্মরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টির মহাসচিব, সাবেক ডাকসুর জিএস, সাবেক মন্ত্রী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলুর মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এবং স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ অক্টোবর বুধবার বিকাল ৫ টায় জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্ট মিলনাতনে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা মাহাবুব রহমান চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ ও ডা. সেলিম উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল ও মোঃ লুৎফুর রহমান, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, প্রচার সম্পাদক শাহাজাহান সাজু, দপ্তর সম্পাদক জিএম ইলিয়াছ, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, নি-উইয়র্ক স্টেট সভাপতি এডভোকেট মোঃ হানিফ, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হাসান মিলন, আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ নাজিম উদ্দিন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এর কার্যকরি কমিটির সভাপতি হেলাল মাহমুদ সহ মোঃ নাদের, মোঃ দিদারুল আলম, আকতার হোসেন, মোঃ নবী, চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি মনির আহমেদ, বাফেলো জাপার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল হক, খোকন আশরাফ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় পার্টির মহাসচিব জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলুর অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি। জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু ছিলেন একজন গণ মানুষের নেতা, তিনি ছাত্র জীবন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গণ মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলনে জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু সব সময় ছিলেন আপোষহীন নেতা, তিনি সব সময় অন্যায় ও অধিকার অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন শেষ আজীবন। ছিলেন গণ মানুষের কণ্ঠস্বর, তার অকাল মৃত্যুতে দেশে রাজনীতিতে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তা সহসাই পূরণ হবার মত নয়।

বক্তারা প্রবাসী সকল বাংলাদেশীর কাছ থেকে প্রয়াত নেতার জন্য দোয়া কামনা করেন। আল্লাহ্ তাহাকে জন্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। সাথে সাথে প্রয়াত নেতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর ও সমাবেদনা জানান। দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন এডভোকেট মোহাম্মদ হানিফ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সানশাইন টিউটোরিং এবার ব্রুকলীনে





নিউইয়র্ক: কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যানোটেকনোলজি'তে প্রশিক্ষিত, কুইন্স কলেজ টিএ এবং বাংলাদেশে লিটল জুয়েলস ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ গবেষক-অধ্যাপক সুদীপ্ত দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সানশাইন টিউটোরিং এবার ব্রুকলীনে তার তৃতীয় ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতিমধ্যে জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইটসে তার অন্য দুটি ক্যাম্পাসেও ইন পার্সন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২ অক্টোবর ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার ১৮৮ দাহিল রোডের দ্বিতীয় তলায় সুপরিসর ক্লাশ রুমে অনুষ্ঠিত 'ইন পার্সন ক্লাশ ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক সেমিনার প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট ও সিইও অধ্যাপক সুদীপ্ত দেব।

সেমিনারে স্বাগতিক বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানটির সমন্বয়ক মইনুল আলম বাপ্পী সানশাইনের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং ইন পার্সন ক্লাশ উদ্বোধন উপলক্ষে টিউশন ফিতে ৫০% ছাড় বা স্কলারশীপ ঘোষণা করেন। নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের যৌথ উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেব স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের করোনাকালীন অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার নানা অসুবিধাসমূহ আলোচনা করেন এবং ইন পার্সন শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে এসে তা কাটিয়ে উঠা যাবে বলে অভিমত রাখেন।

নাওয়ার আহমেদ, ওহি সিফাত ও কাব্যের মত শিক্ষার্থীদের আলোচনায় উঠে আসে কিভাবে সানশাইন টিউটোরিং অতিরিক্ত সময় দিয়ে ক্লাশ, নিয়মিত অভিভাবক-শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচনা ও বিষয় ভিত্তিক ওয়ার্কশিট সলিউশন ও মডেল টেস্ট আয়োজন করে তার লক্ষ্য উপযুক্ত শিক্ষা, উন্নত ভবিষ্যত ও সমৃদ্ধ জীবন অর্জনের কাঙ্খিত লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. আকাশ ফেরদৌস, শায়লা জামান বিথি, হাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, সামছুদ্দীন আযাদ, লুৎফুল করিম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আশরাফউদ্দিন, মামুনুর রশীদ মামুন, মোহাম্মদ সিরাজদ্দৌলা ফারজিন রাকিবা, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মার্শাল খান প্রমুখ।

অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সানশাইন টিউটোরিং এর সফলতা কামনা করে চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় ভাল টিউটোরিং প্রতিষ্ঠানের অভাব পূরণ হবে বলে মন্তব্য করেন।

সানশাইন টিউটোরিং থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী এখন ভাল ভাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নিচ্ছে এবং প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষা যেমন- স্পেশালাইজড হাই স্কুল এডমিশন টেস্ট বা এসএইচএসএটি, এসএটি বা স্যাট, টিএএসসি, রিজেন্ট, নিউইয়র্ক স্টেট টেস্ট প্রভৃতিতে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। সানসাইনে দক্ষতার সাথে ক্যালকুলাস, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ রিজেন্ট ও কলেজ ক্রেডিট এর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর পেছনে শিক্ষকদের কর্মনিষ্ঠা ছাড়াও নানা স্পেশালিটি জড়িত আছে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক সুদীপ্ত দেব। এই স্পেশালিটি যেমন গণিতে তেমনি ইএলএ-তে। আর তা হল সংক্ষিপ্ত ও সহজ সমাধান করার পদ্ধতি। কারণ প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষার সময় দেয়া হয় মেপে। নির্দিষ্ট সময়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলে অনেকের উত্তর জানা থাকলেও সময়ের মধ্যে সবগুলো উত্তর দেয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। একইভাবে সহজ পদ্ধতিতে ইএলএ প্রশিক্ষণ দেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।

অধ্যাপক দেব বলেন স্কুলের হোমওয়ার্ক হেল্পের পাশাপাশি ইনোভেটিভ সায়েন্স প্রজেক্টও শেখানো হয় এই প্রতিষ্ঠানে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মরহুম বিজ্ঞানী, যিনি গণিতের জাদুকর হিসেবে পরিচিত সেই ড. জামাল নজরুল ইসলামের সরাসরি ছাত্র অধ্যাপক সুদীপ্ত দেব। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত







WE ARE OPEN
We have missed you



Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বই আমার শক্তি || বই আমার মুক্তি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও নিউ ইয়র্ক বইমেলার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে

Muktadhara Foundation

৫ দিনব্যাপী
নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২১

উদ্বোধকঃ **আসাদ চৌধুরী**, কবি

প্রধান অতিথিঃ **কেএম খালিদ, প্রতিমন্ত্রী,** সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি

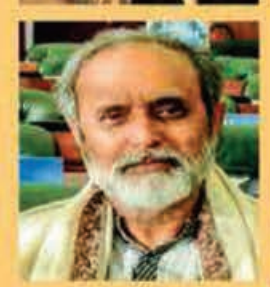
আব্দুল গাফফার চৌধুরী, একুশের গানের রচয়িতা (ভার্চুয়াল)
শহীদুল ইসলাম, রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন
মুহম্মদ নূরুল হুদা, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী
হারুন হাবীব, লেখক, সাংবাদিক
মিনার মনসুর, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

কোন প্রবেশমূল্য লাগবে না




সম্মানিত অতিথি

মনিরুল হক, নির্বাহী, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতি
আলমগীর শিকদার লোটন, প্রাক্তণ সভাপতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতি
জসিম উদ্দন, প্রকাশক-কথাপ্রকাশ
হুমায়ূন কবির ঢালী, লেখক- প্রকাশক
জাফর আহমেদ রাশেদ, কবি-প্রকাশক




উদ্বোধন: ২৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা
LaGuardia Airport Marriott, 102-05 Ditmars Blvd
East Elmhurst, NY 11369





বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার অংশগ্রহণে বইমেলা
২৯ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২১
প্রতিদিন: বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা
Jewish Center, 37-06 77th St, Jackson Heights, NY 11372

নৃত্য-গীতি আলেখ্য: বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস
বাংলাদেশ থেকে আসছেন প্রখ্যাত শিল্পী নবনীতা চৌধুরী
টেলিভিশনের খ্যাতনামা উপস্থাপক পুনম প্রিয়াম
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান এবং অন্যান্য




প্রিয় মহোদয়/মহোদয়া
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও নিউইয়র্কে বইমেলায় ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আপনাদের সকলকে নিউইয়র্কে বাংলা বইমেলায় সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ড. নূরন নবী
আহ্বায়ক, ৩০তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য যোগাযোগ:
মুক্তিযুদ্ধের কবিতা ও স্বরচিত কবিতা: মঞ্জুর কাদের: 646-575-9589, নতুন বই: আদনান সৈয়দ: 646-379-8672
যোগাযোগ: 609-529-5065, 516-754-7097, 610-203-9695, 917-655-9311, 347-656-5106, 646-270-0676

বইমেলায় সরাসরি যারা যোগ দিতে পারবেন না তাদের জন্য থাকছে
৫০টি প্রকাশনার সংস্থার হ্রাসকৃত মূল্যের বই : nyboimela.org

Principal Patrons: Syed Zaki & Rahat Hossain | Principal Hosne Ara Ahmad Foundation | Media Partner: বাঙ্গালী আজকাল IB TV USA

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ই-কমার্সের নামে প্রতারণা দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে

সারা পৃথিবীতেই অনলাইন কেনাকাটা জমে উঠেছে। একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও অনলাইন বাণিজ্য বা ই-কমার্সের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু অনলাইন প্রতিষ্ঠানের প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের কারণে অনলাইন বাণিজ্যে গ্রাহকরা আস্থা হারাচ্ছে। প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এর আগে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি ও ই-অরেঞ্জের কয়েকজন কর্তাব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা যায়, এসব প্রতিষ্ঠান গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করেছে। গত বুধবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধামাকা শপিং নামের আরেকটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) সিরাজুল ইসলাম রানাসহ তিনজনকে। জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির না আছে কোনো অনুমোদন, না আছে কোনো ট্রেড লাইসেন্স। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক হিসাবও নেই। তার পরও প্রতিষ্ঠানটিতে সাড়ে ৭০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। গ্রাহকদের টাকা চলে গেছে অন্যান্য ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, গ্রাহকরা এসব টাকা আদৌ ফেরত পাবে কি?

বাংলাদেশে ই-কমার্সের যাত্রা খুব বেশিদিনের নয়। শুরুতে ই-কমার্সের আলাদা কোনো নীতিমালা ছিল না। এখন নীতিমালা হলেও তার যথাযথ প্রয়োগ নেই। আর এর সুযোগ নিচ্ছে এক শ্রেণির প্রতারকচক্র। স্বল্প সময়ে অনেক লাভ, ফাটাফাটি অফার, অযৌক্তিক কমিশনের কথা বলে গ্রাহকদের লোভের ফাঁদে ফেলে। এরপর তারা গ্রাহকদের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। সেসব টাকা দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে কোনো টাকা থাকে না বললেই চলে। অনেকে বিদেশে অর্থ পাচার করেছে বলেও অভিযোগ আছে। নীতিমালা লঙ্ঘন করে অনেক প্রতিষ্ঠান এমএলএম ধরনের ব্যবসা করছে। এমনি আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। কিছু প্রতিষ্ঠানের এমন অনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে সামগ্রিকভাবে ই-কমার্সের ওপর থেকেই মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। এটি দেশের নতুন এই ব্যাবসায়িক প্ল্যাটফর্মের জন্যও বড় ধরনের আঘাত। জানা যায়, ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ ও ধামাকা শপিং ছাড়াও আরো ৯টি প্রতিষ্ঠানকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। এগুলো হলো : আলেশা মার্ট, সিরাজগঞ্জ শপিং, আলাদিনের প্রদীপ, বুম বুম, কিউকম, আদিয়ান মার্ট ও নিডসডটকম।

প্রতারণা শুধু ই-কমার্সে হচ্ছে এমন নয়, প্রতারকরা যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই প্রতারণা করে। কিছুদিন আগে দক্ষিণাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে আরেকটি প্রতারকচক্র। সেখানে 'এহসান গ্রুপ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর আগে যুবক, ডেসটিনি, ইউনিপের মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছিল। সমবায়ের নামে এমন প্রতারণা অনেক আগে থেকেই ঘটে আসছে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরও সচেতন হতে হবে। বড় লাভের টোপ দিলেই সেখানে বিনিয়োগ করা যাবে না। ই-কমার্সের সুনাম রক্ষায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে গ্রাহকরা যাতে তাদের বিনিয়োগের টাকা ফেরত পায়, তারও ব্যবস্থা করতে হবে।



দেশ বনাম রাষ্ট্র

ড. আবু এন এম ওয়াহিদ

দেশ ও রাষ্ট্র এ দুটো শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা যায়, আবার তাদের মধ্যে একটি তফাৎ নির্ণয় করাও সম্ভব। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে উভয়ই এক ও অভিন্ন; কারণ দেশ গঠন করতে দরকার হয় ভূখন্ড, মানুষ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের বেলাও তাই, তবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী জনকল্যাণমুখী নীতিমালা, কর্মতৎপরতা ও কার্যকারিতার দিক থেকে আমার মতে এ দুটো ধারণা এক নয়, বরং সুস্পষ্টভাবেই আলাদা।

যে দেশের সরকার স্বাধীনভাবে তার সার্বভৌমত্বের চর্চা ও প্রয়োগ করে দেশ ও জনগণের স্বার্থ হাসিল করতে পারে না অথবা ন্যূনতমপক্ষে নাগরিকদের দুয়ারে দুয়ারে ইনসাফ পৌঁছে দিতে পারে না অথবা এ দুয়ের মাঝে কোনোটারই বিহিত করতে অপারগ-সেটি দেশ হতে পারে, কিন্তু তাকে আমি রাষ্ট্র বলতে নারাজ।

আর সম্ভবত এ অর্থেই একবার ঢাকার এক টিভি টকশোতে জনৈক প্রবীণ সাংবাদিক একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন-'একাত্তরে আমরা একটি দেশ পেয়েছি, রাষ্ট্র পাইনি'। আমার প্রশ্ন, আজও কি পেয়েছি? কেবল আমরাই নই, এ জমিনে বসবাসকারী অনেক জাতি আছে, যারা নিজ নিজ দেশকে যুগ যুগ ধরেও রাষ্ট্র বানাতে পারেনি। বলা বাহুল্য, দেশ পাওয়া যত সহজ, তাকে তিলে তিলে রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা তার চেয়ে অনেক কঠিন।

এবার আসুন দেখি সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও ইতোমধ্যে আমি 'ইনসাফে'র বিষয়টি যেভাবে রাষ্ট্র-সংজ্ঞার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি, তা ওই শাস্ত্রের কোনো কিতাবে আছে কিনা আমার জানা নেই। ধারণাটি আমি কোনো পন্ডিতের বয়ান কিংবা গবেষণা প্রবন্ধ থেকেও নেইনি। কথাটি আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। এর সঙ্গে কেউ একমত হতে পারেন, না-ও পারেন। তবে যে কথার সঙ্গে কারও দ্বিমত পোষণের কোনো অবকাশ নেই তা হলো, রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার 'সার্বভৌমত্ব'। আমার আজকের আলোচনা শুরু করতে চাই এখান থেকেই।

বর্তমান পৃথিবীতে দু'শর অধিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বাধীন দেশ আছে, যাদের সবাই তথাকথিত 'সার্বভৌমত্বের' দাবিদার। সাধারণ পরিষদে পূর্ণ ভোটাধিকারসহ তারা জাতিসংঘের সদস্যও বটে। হলে কী হবে, তাদের মধ্যে কতটা রাষ্ট্রপদবাচ্য, কতটা সত্যিকার অর্থে আপন আপন আজাদী ও সার্বভৌম ক্ষমতা এস্তেমাল করতে পারে? এ প্রশ্নগুলো বারবার ঘুরেফিরে আসে। 'আম' দেশগুলোর কথায় আবার ফিরে আসব; এখন একটু দেখতে চাই মুরব্বিদের কী অবস্থা।

আমরা জানি, দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের মাথার ওপর বসে আছে পাঁচ মুরব্বি ('ক্লাব অফ ফাইভ')-যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। এ 'ক্লাব অফ ফাইভ' বিশ্বসংস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে শক্তিশালী 'ভেটো' পাওয়ার। এ অভাবনীয় ও অভিনব ক্ষমতাবলে তারা কী না করতে পারে! ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের পর ১৫ সদস্যবিশিষ্ট 'নিরাপত্তা পরিষদে' ভোটাভুটি হয়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পাঁচ মুরব্বির যে কোনো একজনের পছন্দ না হলে সে একাই তুড়ি মেরে নিমেষে তা উড়িয়ে দিতে পারে।

এ ছাড়া 'ক্লাব অফ ফাইভে'র সবাই অর্থেবিত্তে, প্রযুক্তিতে, কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে দরকষাকষি করে, মারামারি করে না। তারা পারস্পরিক মর্যাদা, দেওয়া-নেওয়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সযত্নে আপন আপন সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে, কোনো রকম সংঘাত ছাড়াই নিজেদের স্বার্থ কৌশলে উদ্ধার করতে পারে। যখন পারে না, তখন প্রতিপক্ষের ওপর ক্রমাগত কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক চাপ বাড়াতে থাকে।

কোনো এক পর্যায়ে এক বা একাধিক বন্ধুরাষ্ট্রকেও এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে। আখেরে কোনো সময় সফল হয়, কখনো আবার ব্যর্থও হয়। তবে প্রতিপক্ষের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে চাপিয়ে দেয় না, দিতে পারে না এবং আক্রান্ত না হলে যুদ্ধও করে না,

আবার আত্মসমর্পণও করে না। আর তাই, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সবার উপরে সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় তাদের অবস্থান। এই তারাই যখন অন্যান্য ছোটখাটো রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক মোয়ামেলাত করে, তখন কোনো কোনো সময় নিজেদের একক ও অন্যায্য সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যেমন ইংল্যান্ড করল 'ফকলান্ড' যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্র করল 'ইরাক' যুদ্ধ।

ইতিহাসে এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। তবে এ কাজটি সব সময় সবার সঙ্গে একইভাবে করা যায় না। যখন স্রেফ গায়ের জোরে কোনো কিছু কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না, তখন তারা বোঝাপড়া ও দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের হেফাজত করে থাকে।

এখানে ২০১৯ সালের দুটো উদাহরণই যথেষ্ট- ১. ইরান যখন উড়ন্ত মার্কিন গোয়েন্দা ড্রোন গুলি করে ফেলে দিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র পালটা হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েও পিছু হটল, সামনে এগোতে পারল না; ২. এককালের পরাশক্তি ইংল্যান্ড ইরানের তেলবাহী জাহাজ জিব্রাল্টারে আটকাল বটে, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। প্রতিপক্ষের পালটা অ্যাকশনে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

এ ঘটনাগুলো আরেকটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। দেখার বিষয়, এখানে কোনো পক্ষই সীমা লঙ্ঘন করেনি। যেমন-যুক্তরাষ্ট্র ইরানের আকাশসীমা ঘেঁষে ওড়াউড়ি করে ইরানকে একটু বাজিয়ে দেখল প্রতিপক্ষের সক্ষমতা কতখানি, কী-ই বা তার আত্মপ্রত্যয়, কিন্তু বোমা ফেলল না, মানুষ মারল না, বাড়াবাড়ি করল না।

একইভাবে ইরান মানুষবিহীন ড্রোন ফেলে আমেরিকাকে সঙ্গে সঙ্গে কড়া ও কঠিন বার্তাটি দিয়ে দিল বটে, কিন্তু সেও সীমা লঙ্ঘন করল না, ভূপাতিত করা ওই ড্রোনের পাশেই মানুষ বহনকারী আমেরিকার অন্য বিমানের দিকে কামান দাগাল না।

এভাবে উভয়ের জন্য সমস্যার একটি সমঝোতামূলক সম্মানজনক সমাধান হয়ে গেল। সাবধানে কেউই পরিস্থিতিকে আর বাড়তে দেয়নি, উত্তপ্ত হতে দেয়নি। কাসেম সুলেমানি হত্যার পর খেলাটা একই তরিকায় শেষ হয়-যত গর্জন তত বর্ষণ হয়নি। তবে এক্ষেত্রে আরেকটা বাড়তি উপাদান ছিল।

কেউ আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়েছে, মুচকি মুচকি হেসেছে। যাদের বোঝার তারা বুঝেছে ঠিকই, কিন্তু কোনো অ্যাকশনে যায়নি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এসব খেলায় হারজিৎ ও মান-অপমানের কোনো বালাই থাকে না। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ইরানের তেলবাহী জাহাজ নিয়ে যা ঘটেছিল, তা-ও চরিত্রগত দিক থেকে একই কিসিমের।

আমার বিবেচনায়, কূটনৈতিক ও সামরিক দক্ষতার বলে পাঁচ মুরব্বির সঙ্গে ইরানকেও 'রাষ্ট্র' বলা যায়। এদের সঙ্গে হাতেগোনা আরও কয়েকটি দেশকে এ কাতারে ফেলাও যায়-তার মধ্যে সবার আগে যে নামটি আসে সেটি হলো ভারত, তারপর আসবে তুরস্কের নাম।

কৌশলগত অবস্থান, সামরিক শক্তি ও কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দেনদরবার অব্যাহত রাখার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ বলতে পারেন পাকিস্তানও এদের দলে পড়ে, আবার কেউ এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলতেই পারেন, সেদেশের সার্বভৌমত্ব তো চীনের কাছে বন্ধক দেওয়া।

অন্যদের কথা যদি বলি-প্রযুক্তিতে উন্নত ও অর্থনীতির ভিত্তি এত মজবুত হওয়া সত্ত্বেও জার্মানি, জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য উন্নত দেশকে আমি এসব শক্তিমান সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমকক্ষ মনে করি না, কারণ তাদের দেখভাল, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা যুগ যুগ ধরে 'ন্যাটো' তথা আমেরিকার জিম্মায় রয়েছে। তাহলে সার্বভৌমত্বের মাপকাঠিতে দেখা যায়, দুনিয়ার অতি অল্পসংখ্যক দেশই রাষ্ট্রপদবাচ্য।

এবার দেখতে চাই দেশ কিংবা রাষ্ট্র হিসাবে ছোটরা কেন এত বড় ও মহৎ একটি জাতীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। পারে না-কারণ তারা ছোট, তারা গরিব, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে তারা দুর্বল। এর চেয়েও বড় কথা, তারা সব সময় পরাধীনতা ও হীমন্যতার মানসিকতায়ও ভুগে থাকে।

তাদের কাজকারবারে নিজেদের প্রতি আস্থা এবং আপন জনগণের প্রতি যথাযথ সম্মান ও অঙ্গীকারে বিশাল ঘাটতি প্রতিনিয়ত প্রতীয়মান হয়। তারা হামেশা বড় কিংবা পরাশক্তিগুলোর কাছ থেকে একদিকে নানা ধরনের সুবিধা নিয়ে থাকে, আবার অন্যদিকে ওই বড়দের চাপে নিষ্পেষিতও হতে থাকে।

এর মাঝে যেসব দেশ যত বড়, যত সবল, যত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যত বুদ্ধিমান ও কৌশলী-তারা তাদের সার্বভৌমত্বকে ততটাই স্বাধীনভাবে অনুশীলন ও ব্যবহার করতে পারে অথবা অন্তত করার চেষ্টা করতে পারে। এভাবে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে যে দেশ যত দৃঢ়তার সঙ্গে যত বেশি এ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেদেশ ততটাই স্বাধীন, ততটাই সার্বভৌম, ততটাই রাষ্ট্র নামের যোগ্য। বোধগম্য কারণেই ইরান যা পারে, বাংলাদেশ তা পারে না, প্রতিবেশী দেশ ভারত যা পারে, বাংলাদেশ তা পারে না। তাই অন্যসব ছোট দেশের মতো বাংলাদেশকেও তার সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের আগে তার মুরব্বিদের অর্থাৎ ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া, জাপান, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশের স্বার্থের দিকে হামেশা যত্নবান থাকতে হয়।

লেখক: অধ্যাপক, টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

> যে দেশের সরকার স্বাধীনভাবে তার সার্বভৌমত্বের চর্চা ও প্রয়োগ করে দেশ ও জনগণের স্বার্থ হাসিল করতে পারে না অথবা ন্যূনতমপক্ষে নাগরিকদের দুয়ারে দুয়ারে ইনসাফ পৌঁছে দিতে পারে না অথবা এ দুয়ের মাঝে কোনোটারই বিহিত করতে অপারগ-সেটি দেশ হতে পারে, কিন্তু তাকে আমি রাষ্ট্র বলতে নারাজ।

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ফজর	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫৩
সূর্যোদয়	৭.০১	৭.০২	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭
জোহর	১২.৪৩	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪১	১২.৪১
আসর	৪.৩৯	৪.৩৭	৪.৩৬	৪.৩৪	৪.৩৩	৪.৩২	৪.৩০
মাগরিব	৬.২৪	৬.২২	৬.২১	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৬	৬.১৫
এশা	৭.৩৭	৭.৩৬	৭.৩৪	৭.৩৩	৭.৩১	৭.৩০	৭.২৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

মহামারী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ–সবই মানব সৃষ্ট

ডা. মোঃ তৌহিদ হোসাইন

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী পরস্পরের সাথে পরিবেশে টিকে থাকার অনিঃশেষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ। মানব সভ্যতার শুরু থেকে প্রধানত তিন ধরনের বৈরী শক্তির মোকাবেলা করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে। প্রথমত, নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। দ্বিতীয়ত, অন্য প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার লড়াই। তৃতীয়ত, মানুষে মানুষে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। যুগে যুগে পৃথিবীর দিকে দিকে আধিপত্য বিস্তারে মানুষের সাথে মানুষের লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী লড়াই বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথম শক্তি প্রকৃতির বৈরিতার কারণ মূলত দু'টি– প্রথমত, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় জরুরি। কিন্তু তা হতে হবে প্রকৃতির তার নিজের মতো করে। দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রকৃতি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী-উদ্ভিদের সহাবস্থান জরুরি। কিন্তু সেটি আমরাই মানছি না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে– পৃথিবীর যত হানাহানি আর মৃত্যু কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় তার বেশির ভাগই মানবসৃষ্ট। প্রকৃতিকে তার নিজের মতো চলতে দিলে এ অবস্থা হতো না। প্রকৃতির শিক্ষা হলো প্রকৃতি, অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের সহাবস্থান। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের শরীরে যত কোষ আছে তার ১০ গুণ বেশি অণুজীব যাদের ওজন হলো সব মিলিয়ে মাত্র সাড়ে সাত গ্রাম, আমাদের চামড়া, নাক, মুখ, ইন্টেস্টাইন ও কোলন ইত্যাদিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অথচ আমাদের কোনো অসুখ হচ্ছে না। এর কারণ হলো আমাদের ইমিউন সিস্টেম এদের সাথে সহাবস্থানের সুযোগ দিচ্ছে এবং এই অণুজীবগুলোকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করছে না; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের উপস্থিতি আমাদের একান্ত প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে, মানুষের শরীরই সবার সাথে মিলেমিশে বসবাসের শিক্ষা দেয়ার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে প্রয়োজন মানুষ, প্রকৃতি (মাটি, পানি, বায়ু) এবং অন্যান্য প্রাণী-উদ্ভিদ মিলে একটি ত্রিভুজ সাইকেল তৈরি করা যেন সবার জন্য বসবাসযোগ্য এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে ওঠে। কিন্তু যুগে যুগে এই সহাবস্থানের ব্যতিক্রম ঘটেছে, যে কারণে পারস্পরিক প্রতিশোধের আগুন পৃথিবীকে করেছে অশান্তিময়। সহাবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা তো করছিই না, উপরন্তু পরিবেশ নষ্ট করার জন্য যা যা দরকার তার সবই করছি। অতএব, ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রকৃতির পক্ষ থেকে মানুষের অসহযোগিতার উত্তম জবাব।

এবার দেখুন, দ্বিতীয় যে বৈরী শক্তি অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীদের আমরা যেভাবে মোকাবেলা করছি, তার মধ্যেও মানুষের কালো হাতের থাবা কত বেশি অপরিণামদর্শী। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী বলতে পশুপাখি থেকে শুরু করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কপিক প্রাণীকে বলা হচ্ছে।

আমাদের বর্তমান বড় লড়াই অতি ক্ষুদ্র অণুজীব করোনার বিরুদ্ধে। এর কারণও এই আমরাই। এর আগে যতগুলো মহামারী মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তার সবই জুনোটিক ডিজিজ অর্থাৎ রোগজীবাণুর উৎপত্তি মানুষ থেকে মানুষে নয়, বরং মানুষের অসংযত আচরণের কারণে অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে আক্রান্ত করেছে। অনেক অণুজীব আছে অন্য প্রাণীর সাথে তাদের আক্রান্ত না করেই সহাবস্থান করছে কিন্তু আমাদের জন্য মারাত্মক। কোন কারণে মানুষের অসতর্কতায়, যখন এই অণুজীব অন্য কোনো প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে চলে আসে, তখন তা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যেমন– ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস নামক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ১৩৪৬-৫২ সাল পর্যন্ত ইউরেশিয়ায় তান্ডব চালিয়ে ২০ কোটি লোকের প্রাণ কেড়ে নেয়। প্লেগ মূলত রডেন্ট জাতীয় প্রাণীর মধ্যকার রোগ। এটি ছড়িয়েছিল মানুষের অসতর্কতার কারণে। যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ১৯১৮-১৯২০ সালে পৃথিবীব্যাপী পাঁচ কোটি লোকের প্রাণ কেড়ে নেয় সেই ভাইরাসের উৎসও পাখি এবং ওই অসতর্কতার কারণেই তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল। যে হর্সশু বাদুর থেকে করোনাভাইরাস মানব সমাজকে আক্রান্ত করে ধরাশায়ী করল সেটির সহাবস্থান তো ওই বাদুরের সাথেই ছিল।

তৃতীয় যে প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে আমরা টিকে আছি সেটি হলো, মানুষের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মানুষের পথচলার শুরু থেকে আজ অবধি যুগে যুগে জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে যে বিপর্যয় হয়েছে তা-ও শতভাগ মানবসৃষ্ট।

পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বছর লোক মারা যায় পাঁচ-ছয় কোটি লোক। বেড়ে যায় আট কোটি ৫০ লাখ লোক। লোকের মৃত্যু ঘটে মূলত ছয়টি প্রধান কারণে। প্রথমত, স্বাভাবিক মৃত্যু; দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ; তৃতীয়ত, মহামারী; চতুর্থত, যুদ্ধবিগ্রহ; পঞ্চমত, মানবসৃষ্ট বৈষম্য; ষষ্ঠত, দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক বিপর্যয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর পরই মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী কিংবা যুদ্ধ-পরবর্তী মানবিক বিপর্যয়।

আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে যুগে যুগে যে ধ্বংসযজ্ঞ মৃত্যু বিভীষিকা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে তার কিঞ্চিৎ তুলে ধরছি। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষে মানুষে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা থেকে আজ অবধি চারটি ধ্রুব সত্যের মতো ঘটনা বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই একই নিয়মে ঘটতে দেখা গেছে। তার প্রথমটি ছিল, তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে শুধু আধিপত্য বিস্তারের জন্য লড়াই করা, দ্বিতীয়টি ছিল জনগণের কল্যাণের কথা বলে ক্ষমতায় এসে অকল্যাণের কাজটিই করা, তৃতীয়টি ছিল যুদ্ধের পরপরই মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষে পতিত হওয়া এবং চতুর্থটি ছিল যুদ্ধে যত লোক মারা গেছে তার চেয়েও অনেক বেশি লোক মারা গেছে যুদ্ধ-পরবর্তী মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষ অথবা উভয়ের কারণে। তবে ইতিহাসে যেসব যুদ্ধ সঙ্গত কারণে হয়েছিল এবং সত্যপন্থীরা জয়লাভ করেছিলেন, সেসব ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল।

আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে যুগে যুগে যে ধ্বংসযজ্ঞ মৃত্যু বিভীষিকা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে তার কিঞ্চিৎ তুলে ধরছি। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষে মানুষে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা থেকে আজ অবধি চারটি ধ্রুব সত্যের মতো ঘটনা বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই একই নিয়মে ঘটতে দেখা গেছে। তার প্রথমটি ছিল, তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে শুধু আধিপত্য বিস্তারের জন্য লড়াই করা, দ্বিতীয়টি ছিল জনগণের কল্যাণের কথা বলে ক্ষমতায় এসে অকল্যাণের কাজটিই করা, তৃতীয়টি ছিল যুদ্ধের পরপরই মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষে পতিত হওয়া এবং চতুর্থটি ছিল যুদ্ধে যত লোক মারা গেছে তার চেয়েও অনেক বেশি লোক মারা গেছে যুদ্ধ-পরবর্তী মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষ অথবা উভয়ের কারণে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৯-৫৩০ (পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা ছিল ৮-১০ কোটি) পার্সিয়ান সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেট এবং আরবদের মধ্যকার যুদ্ধে, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৬-৩২৩ (লোক সংখ্যা ১২-১৪ কোটি) মেসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যকার যুদ্ধে, খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪-১৪৬ (লোকসংখ্যা ১৫ কোটি) রুমান সাম্রাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সাথে যুদ্ধে এবং ২৬২ থেকে ২৬৪ খ্রিষ্টাব্দ (লোকসংখ্যা ১৬ কোটি) পর্যন্ত ভারতের কলিঙ্গের যুদ্ধে যথাক্রমে এক লাখ, এক লাখ ৫০ হাজার, ১২-১৮ লাখ এবং দুই লাখ সেনা নিহত হয়।

তা ছাড়াও ৬৬-১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে (পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১৫-১৫.৫ কোটি) পর্যন্ত ইহুদি ও রোমানদের মধ্যকার যুদ্ধে ১২-২০ লাখ সেনা নিহত হয়েছিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রতিটি যুদ্ধের পরপরই মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষে তার চেয়ে বেশি লোক মারা গিয়েছিল। মধ্যযুগে পুরো ইউরেশিয়ায় মোঙ্গলদের তান্ডব চালানো ১২০৬-১৩৬৮ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালের যুদ্ধে ছয় কোটিরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল। অথচ যুদ্ধের পরপরই ১৩৪৬-১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে ইউরেশিয়ায় কেবল প্লেগে ২০ কোটি লোক মারা যায়। অথচ তখন পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যাই ছিল মোট ৪৪ কোটি।

১৯১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে সামরিক-বেসামরিক মিলিয়ে চার কোটি নিহত হয়। অথচ যুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ সময়কালে কেবল ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতেই পাঁচ কোটি লোকের মৃত্যু হয়। তখন পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ছিল ২০০ কোটি।

একই সময়ে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে ১৫ লাখ লোক এবং ১৯১৭-২২ সময়কার রুশ বিপ্লব-পরবর্তী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনশাসিত রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা- হাঙ্গামা ও দুর্ভিক্ষে মারা যায় আরো ৮০ লাখ লোক। এরপর জোসেফ স্ট্যালিনের সময়কার শাসনকালে অন্তত দুই কোটি লোক দুর্ভিক্ষ, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ও দেশান্তর প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন কারণে মারা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) মিলিটারি-সিভিলিয়ান মিলে মোট সাত কোটি ৫০ লাখ লোক মারা যায়। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে ইউরোপের বাইরেই দুর্ভিক্ষ- মহামারীতে মারা যায় পাঁচ কোটি লোক। তখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ২৩৫-২৪০ কোটি। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ১৯০ বছরে দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গায় মারা যায় ছয় কোটি লোক। এমনকি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির কারণে বাংলা ১১৭৬ সালের মনন্তর (১৭৭০ ইংরেজি সাল) এবং ১৮৭৬-১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের শাসনামলের প্রতিটিতে এক কোটি করে লোক মারা গিয়েছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৫৭ ও ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণের পর এই দু'টি বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অথচ মুঘলদের তিন শতাধিক বছরের ইতিহাসে সম্রাট শাজাহানের আমলে একটি দুর্ভিক্ষে (১৬৩০-৩২) ৫০-৬০ লাখ লোক মারা যাওয়া ছাড়া দুর্ভিক্ষের বড় কোনো ইতিহাস নেই। ১৯৪৫-৪৯ সাল পর্যন্ত চীনা গৃহযুদ্ধে দুই কোটি এবং পরবর্তীতে ১৯৫৯-৬২ সালে চীনকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' কর্মসূচির নামে মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মাও সেতুং কর্তৃক নির্যাতনে পাঁচ কোটি থেকে আট কোটি লোক নিহত হয়েছিল। চীনের এই দুর্ভিক্ষকে বিশ্ব ইতিহাসে অল্প সময়ের ব্যবধানে সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার পুরোটাই মানবসৃষ্ট ও বিপ্লব-পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

সাম্প্রতিককালে ইরান-ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধের প্রতিটিতেই এ পর্যন্ত পাঁচ লাখ করে লোক নিহত হয়েছে। ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে এবং আফগানিস্তানের সরাসরি দুই যুদ্ধে যথাক্রমে দুই লাখ ৩১ হাজার এবং সাড়ে পাঁচ লাখ মতান্তরে ২০ লাখ লোক নিহত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালের মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ কি এ কথা বলে না যে, এসব যুদ্ধ মিথ্যা অজুহাত আর তুচ্ছ ঘটনার জেরে ঘটে চলেছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার আর তা হলো– পরের দেশের সম্পদ লুট আর নিজের আধিপত্য বিস্তার। এভাবেই পশ্চিমারা আমাদেরকে গণতন্ত্রের পাঠ দিয়ে যাচ্ছে।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সংঘটিত ফেতনা-ফ্যাসাদ মানুষের হাতের কামাই: 'জলে স্থলে ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়া মানুষের নিজদেরই কৃতকর্মের কামাই, যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।' (সূরা রুম-৪১)

কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষাই হলো, ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয়া। কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দিই, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে মনে হয় যেন তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে কখনো ডাকেইনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তারা যা আমল করত, তা শোভিত করে দেয়া হয়েছে।' (সূরা ইউনুস-১২)

আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক আইনের দৃষ্টিতে এসব ঘটনার কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে মানুষকে বলে দিয়েছেন।

এখন থেকে খ্রিষ্টপূর্ব (১২৭৯-১৩ সালে) অর্থাৎ আনুমানিক তিন হাজার ৩০০ বছর আগে ফেরাউন রামসেস-২ এর শাসনকালে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি, ঝড়-তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত নিদর্শনাবলি হিসেবে পাঠালাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। তার পরও তারা অহঙ্কার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী কওম।' (সূরা আরাফ-১৩৩)

মানুষে মানুষে এই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব ও রক্তপাত একটি অনিবার্য বিষয়। এভাবে এক দলকে দিয়ে আরেক দলকে থামিয়ে দেয়ার বিধান না থাকলে সারা দুনিয়া ফেতনা-ফ্যাসাদে ভরে যেত। সে হিসাবে এগুলো সাময়িক বিপর্যয় হলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর। তবে আল্লাহও বলেন, 'সঙ্ঘাত-সংঘর্ষের এ বিধান থেকে বেশির ভাগ মানুষ শিক্ষা নেয় না।'

অতএব, ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত হলো: সৃষ্টির সূচনা থেকে মানুষ প্রকৃতি, অন্যান্য জীব এবং নিজেদের বিরুদ্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন আর আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে লিপ্ত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর সব মহামারীর জন্য মানুষ অনেকাংশেই দায়ী আর মানুষে মানুষে যুদ্ধে মানুষ শতভাগ দায়ী। সব অন্যায় ও অন্যায্য যুদ্ধই তুচ্ছ ঘটনার কারণ দেখিয়ে ঘটানো এবং মূলত সম্পদ লুট আর আধিপত্য বিস্তারের জন্য। সব ক্ষেত্রেই অন্যায্য যুদ্ধের পরবর্তীতে মহামারী-দুর্ভিক্ষ আর বর্ধিত অশান্তির দাবানল যদিও ক্ষমতার আগে প্রতিশ্রুতিতে থাকত শান্তির আস্ফালন। প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানে না থাকলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। ইতিহাস থেকে মানুষ শিক্ষা নেয় না। ফলে ইতিহাসে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চক্রাকারে।

আশাব্যঞ্জক কথা হলো, অসুস্থ হয় বলেই মানুষ সুস্থ থাকার লড়াই করে, সমাজে যত খারাপ মানুষের আধিক্য হয়, বিপরীতে তত ভালো মানুষ তৈরি হয়ে যায় এবং খারাপিকে দূর করার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব চিরকালীন।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সাক্ষাৎকার : সত্য উন্মোচনে লড়াইয়ের স্বীকৃতি

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মারিয়া রেসা

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সাহসী লড়াই-এ অবদান রাখার জন্য এ বছর যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফিলিপাইনের সাংবাদিক মারিয়া রেসা ও রাশিয়ার সাংবাদিক দিমিত্রি মুরাতভ। তাদের মধ্যে মারিয়া রেসা যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক এবং অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম র‍্যাপলারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। সম্প্রতি মারিয়া রেসার সঙ্গে কথা বলেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর সুদীপ্ত সাইফুল

এনডিটিভি: মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সাহসী লড়াইয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনি ও দিমিত্রি মুরাতভ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন। আপনাদের নোবেলপ্রাপ্তি বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের উজ্জীবিত করেছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেমন দেখছেন?

মারিয়া রেসা: আমরা এমন একটি সময় পার করছি, যখন অবিশ্বাস্যভাবে মতপ্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সামগ্রিকভাবে গত কয়েক বছরে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আমি আশাবাদী, ভবিষ্যতে মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

এনডিটিভি: মারিয়া, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে আপনার লড়াই বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ করেছেন। নোবেল কমিটি আপনাদের উল্লেখ করেছেন স্বাধীন মতপ্রকাশে সংগ্রামরত সব সাংবাদিকের প্রতিনিধি হিসেবে। এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

মারিয়া রেসা: আমি মনে করি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক সাংবাদিক আমার মতো কিংবা দিমিত্রি মুরাতভের মতো বিচলিত। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা সত্য তথ্য উন্মোচনে সাংবাদিকদের চলমান লড়াইয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে নোবেল কমিটি। এ স্বীকৃতি এটাই প্রমাণ করে- সাংবাদিকদের এ লড়াই চলমান রাখা কতটা কঠিন। সামনের দিনগুলোতে এ স্বীকৃতি সাংবাদিকদের আরও উজ্জীবিত করবে।

এনডিটিভি: কর ফাঁকি, মানহানিকর সংবাদ প্রকাশসহ বিভিন্ন অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়। এমনকি আপনাকে জেলেও যেতে হয়েছিল। সত্য প্রকাশের দায়ে বিভিন্ন উপায়ে সাধারণ মানুষ, সংবাদমাধ্যম ও বিভিন্ন সংগঠনের ওপর আক্রমণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে তো সত্য বলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

মারিয়া রেসা: আমরা দেখেছি, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানেও যারা সত্য বলেন, তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়ে থাকে। সেখানে সাংবাদিকদের জবাবদিহি করার চেষ্টা করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনি আক্রমণ করা হয়, যেমনটা আমার সঙ্গে করা হয়েছে। আমার কথাই ধরুন, ফিলিপাইন সরকার দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে ১০ বার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। আমাকে দীর্ঘ সময় কাটাতে হতো আইনজীবীর সঙ্গে। গত বছর আমাকে সাইবার মানহানি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় ২০১২ সালের একটি গল্পের জন্য। অথচ যে গল্পটির জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, আমি সে গল্পটি লিখিনি, সম্পাদনা করিনি কিংবা তত্ত্বাবধানও করিনি। এটা এমন একটি সময় যখন ক্ষমতাবানরা তাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করেছে; সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে, যা মূলত মানুষের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনছে। সাংবাদিকরা এখন নানা উপায়ে টিকে আছে মাত্র। আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সততা হুমকির মুখে পড়েছে। সুতরাং প্রশ্নটা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার। আমার ধারণা, নোবেল কমিটি এটা বলতে চেয়েছে- যেখানে তথ্য নেই সেখানে সত্য নেই। আর সত্য ছাড়া বিশ্বাস আসতে পারে না। এগুলোর মধ্যে যদি কোনোটির ঘাটতি থাকে তাহলে গণতন্ত্র কার্যকর থাকতে পারে না।

এনডিটিভি: শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বব্যাপী লড়াই চলছে। আপনি ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতির মুখোমুখি হয়েছেন, তা অবশ্যই ব্যক্তিগত কারণে নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন কেউ আপনার মতো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতে এ কথাটি বেশি শোনা যায়...

মারিয়া রেসা: ঠিক বলেছেন। ক্ষমতা ধরে রাখতে এটাকে সাংবাদিকদের ঘায়েল করার উপায় হিসেবে ক্ষমতাবানরা ব্যবহার করে থাকে। আমরা মতপ্রকাশ ও গণতন্ত্রের জন্য কাজ করছি, আর তারা আমাদের রাষ্ট্রবিরোধী বলছে। প্রেসিডেন্ট দুতার্তের কথাই ধরুন। তিনি বললেন, র‍্যাপলারের মালিক একজন আমেরিকান, যা সত্য নয়। কিন্তু যখন এটা রাষ্ট্রপতির মুখ থেকে বের হয়, তখন তো অনেকেই বিশ্বাস করবে। আপনি যখন কোনো বিতর্কিত বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেন, তখন জবাবদিহিতার পরিবর্তে সরকার আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

সাক্ষাৎকার : সত্য উন্মোচনে লড়াইয়ের স্বীকৃতি

(৮ পাতার পর)

এনডিটিভি: আপনার কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানতে চাই, বিশেষ করে গত ৫-৬ বছরে আপনার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাইট পরিচালনার অভিজ্ঞতা। আপনি মৃত্যুর হুমকিও পেয়েছিলেন। ওই সময় কি অন্য কিছু করার চিন্তা করেছিলেন?

মারিয়া রেসা: একেবারেই না। অন্য কোনো চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। র‍্যাপলার যখন সরকারের রোষানলে পড়ে, তখন আমি প্রায় বৃদ্ধ। আমি সাংবাদিকতা করছি প্রায় তিন যুগ ধরে। যখন আমরা সরকারের রোষানলে পড়ি তার আগেই আমি এবং আমার সহ-প্রতিষ্ঠাতা বুঝতে পেরেছি, আমরা কী করছি এবং কেন করছি। আমরা সাংবাদিকতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতাম। সুতরাং এটা খুবই অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় যে, সরকার আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার চেষ্টা করবে; আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার চেষ্টা করবে কিংবা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবে আর আমরা পালিয়ে যাব। আমরা বরং সরকারের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি। আর আমরা এটাই উপলব্ধি করছি যে, সাংবাদিকতার লক্ষ্য অর্জন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গত ২০ জানুয়ারী সরকার লাইসেন্স বাতিলের মাধ্যমে র‍্যাপলার বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমরা তখন আদালতের শরণাপন্ন হই। আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখি। র‍্যাপলার একটি ছোট সংবাদ সংস্থা। আমি এ প্রতিষ্ঠানকে একটি বাস্তব মিশন দিয়েছি, যা এটিকে চলমান রেখেছে। আমরা বাধ্য হয়ে এ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এখন আমরা ২০২২ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা প্রেসিডেন্ট দুতার্তের ছয় বছর শাসনামল সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। আমি মনে করি, আমরা এমন একটি সময়ে উপনীত হয়েছি যখন আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে- আমরা গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখব। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নিতে এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং





আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ডিভি লটারী ২০২৩

২০২৩ অর্থ বছর থেকে ডিভি লটারি আবার চালু হচ্ছে। তার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট ৬ অক্টোবর ২০২১ এর ইডিটি সময় অপরাহ্ন থেকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন শুরু করছে। বিদেশি নাগরিক যারা ডিভি লটারিতে অংশ নিতে চান তারা ৯ নভেম্বর ২০২১ এর অপরাহ্নই-উএসটি পর্যন্ত অনলাইনে আবদেন করতে পারবেন।

২০২৩ অর্থ বছরের জন্য ডিভি লাট-ারিতে ব্যান্ডস বাছাইয়ের মাধ্যমে ৫৫ হাজার গ্রিনকার্ড দেয়া হবে। ২০২৩ অর্থ বচরের ডিভি লটারির ফলাফল ২০২২ এর মে মাসে ঘোষণা করা হবে। বিদেশি নাগরিক যারা ২০২৩ অর্থ বচওে ডিভি লটারিতে নির্বাচিত হবেন তারা ১ অক্টোবর, ২০২২ থেকে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ডিভি লটারি সেইসব দেশের নাগকিরদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যুক্তরাষ্ট্রে যাদেও ইমিগ্রেশনের হার ঐতিহাসিকভাবে কম। আমেরিকান ইমিগ্রেশনে যাদেও উচ্চহার তারা এই ডিভি লটরিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

এ বছর নিম্নে উল্লেখিত দেশগুলোতে জন্মগ্রহণকারীরা ডিভি লটারিতে অংশ নিতে পারবেন না। দেশগুলো হচ্ছেঃ বাংলাদেশ, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, ডেমোনিকান রিপাবলিক, এল সালভেদও, হেইতি, হন্ডুরাস, ভারত, জ্যামাইকা, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র (নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ছাড়া) এবং এর উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলো এবং ভিয়েতনাম।

এ বচর রেজিষ্ট্রেশন থেকে বাদ দেয়ার কারণেই বাংরাদেশ এবং ভারতের নাগরিকরা অংশ নিতে পারবে না। তবে স্বামী বা স্ত্রী মাধ্যমে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে কিংবা পিতামাতা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সন্তানেরা আবেদন করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে গ্রিনকার্ডের আবেদনঃ

এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এমন একজন যিনি আইনসম্মতভাবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য (গ্রিনকার্ড হোল্ডার) তার গ্রিনকার্ডেও জন্য আবেদন করার একটি প্রক্রিয়া। যারা যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন না বা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য উপযুক্ত নন, তারা কন্সুলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছেঃ বিদেশি যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইওে মার্কিন দূতাবাসে অথবা কন্স্যুলেটে আইনসম্মতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ব্যাপাওে আবেদন করেছেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র আসতে চান- তাদের জন্য।

এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাসের জন্য কী কী প্রয়োজন?

যোগ্যতাঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদনের যোগ্যঃ

আমেরিকান নাগরিকদের সাক্ষাৎ আত্মীয়। এর হাচ্ছেনঃ স্বামী-স্ত্রী, ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তান এবং মা বাবা।

পারিবারিক ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মার্কিন নাগকিরদের অন্যান্য আত্মীয়। যেমনঃ প্রথম অগ্রাধিকর ২১ বছরের উর্দ্ধে সন্তানেরা, বিবাহিত সন্তানেরা (তৃতীয় অগ্রাধিকার) এবং চতুর্থ অগ্রাধিকার মার্কিন নাগকিরদেও ভাই বোনেরা।

গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী-স্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রে আইনসম্মত পার্মনেন্ট



রেসিডেন্টদের ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা।

উল্লেখ্য যে, ২ এবং ৩ নম্বর বর্নিত আমেরিকান নাগরিক এবং পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের আত্মীয়দেও অবশ্যই আই-১৩০ পিটিশন অনুমোদিত থাকতে হবে এবং এইসব ক্যাট-াগরিতে ভিসার প্রাপ্যতা থাকতে হবে।

বৈধ স্ট্যাটাস এবং বৈধ প্রবেশের প্রমাণঃ

সেকশন ১ এ উল্লেখিত মার্কিন নাগকিরদের সাক্ষাৎ আত্মীয়দের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ অভ্যই বৈধ হতে হবে। তেব ২ এবং ৩ নম্বও ক্যাগেটরিতে আবেদনকারীর আবদেনের তারিখ থেকে অবশ্যই বৈধ প্রবেশের অনুমতি এবং আইনসম্মত ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের প্রমাণ থাকতে হবে।

আইনসম্মত প্রবেশের অর্থ আবেদনকারী বৈধ কাগজপত্র নিয়ে বা প্যারোলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন। মার্কিন ইমিগ্রেশন অ-পসার মুকোশুখি হয়েছেন এবং আপনার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ব্যাপাওে ঐ অফিসারের স্বীকারোক্তি রয়েছে। যদি আপনি বৈধ ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকের এবং তারপর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও আপনার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বৈধ বলে গণ্য হবে।

ঐদি কেউ ভিসা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ কওে এবং ইমিগ্রেশন অফিসারের মুখোমুখি না হয় তবে সে আই-২৮৫ ধারায় উত্তীর্ন বলে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের যোগ্য বিবেচিত হবে না। রাজনৈতিক কারণে বৈধ বলে যোগ্য হবে। তবে ফ্যামিলি ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য যোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারে। আপনাদের জোর পরামর্শ হবে একজন এটর্নীও সঙ্গে কতা বলা।

নিউইয়র্ক থেকে শফিকুর রহমানের প্রশ্নঃ

আমি ইউএস এর সিটিজেন। আমার পরিবার বাংলাদেশে থাকে। আমি তাদেও জন্যে আবেদন করতে চাই। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি একটু চি-ন্তিত আছি। আর বিষয়টি হচ্ছে আমার উপার্জন খুব কম। সে কারণে আমি আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবো কিনা? এ ব্যাপাওে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

শফিকুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার একজন ইউএস সিটিজেন কাদেও জন্যে আবেদন করার ব্যাপাওে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেকিত আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী-স্ত্রী), ২) ববিাহিত ও অবিবাহিত সন্তান, ৩) বা-বাবা এবং ৪) ভাই-বোন।

আপনি আপনার উপার্জনের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে আপনার পরিবারের কাদের জন্য আবেদন করতে চাচ্ছেন এবং সেই সদস্য সংখ্যা কত? এক্ষেত্রে আরেকটি কতা আপনার উপার্জন যথেষ্ট না হলে যুগ্ম স্পন্সরের সাহায্য নিতে পারেন। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনার প্রয়োজনে পরবর্তীতে আমরা জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী উপার্জন কত হতে হবে সে ব্যাপারে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিবারের সদস্য সংক্যা -উপার্জনঃ
পরিবারের সদস্য ২জন - ২১৭৭৫ ডলার
পরিবারের সদস্য ৩জন - ২৭৪৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৪জন - ৩৩১২৫ ডলার
পরিবারের সদস্য ৫জন - ৩৮৮০০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৬জন - ৭৭৪৭৫ ডলার
পরিবারের সদস্য ৭জন - ৫০১৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৮জন - ৫৫৮২৫ ডলার

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আপনার নিজের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে প্রশ্নে উল্লেখ করলে পরবর্তীতে যথাযথভাবে তার উত্তর প্রকাশ করব।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

করোনাকালে তরুণদের মানসিক ব্যাধি নিরাময়ে করণীয়

লে. কর্নেল নাজমুল হুদা খান

মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের সুস্থতার অন্যতম প্রধান অংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ সংজ্ঞায় দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার জন্য দৈহিক সুস্থতা গুরুত্বপূর্ণ। তবে যথাযথ কর্মশক্তি থাকার পরও মানসিকভাবে সুস্থ না থাকলে কাজের উদ্যম বা চালিকাশক্তি হ্রাস পায়। জীবনের সব পর্যায়ে বিভিন্ন চাপের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারাকেই মানসিক সুস্থতা বলা হয়। বর্তমানে করোনার ভয়াবহতা, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কিছু বিষয় সব বয়সের মানুষকে, বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও তরুণদের মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলছে। করোনাকালে এ ভয়াবহ রোগ থেকে মানুষকে মুক্ত করার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস-২০২১ উপলক্ষে বিশ্বের সব দেশকে 'Mental health care for all : Let's make it a realiঃ–এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানিয়েছে।

বিশ্ব অতিমারির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর না হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষে এ শতকে পৃথিবী নামের এ গ্রহটিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব করোনাভাইরাস যেভাবে পর্যুদস্ত করে তুলেছে, তাতে মানুষের অসহায়ত্বই ফুটে উঠেছে। এ পর্যন্ত ২২৩টি দেশের সাড়ে ২৩ কোটিরও বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে ৪৮ লাখের ওপর।

এ মহামারিতে শিশু-কিশোররা অপেক্ষাকৃত কম আক্রান্ত হলেও মানসিক আঘাতটা সবচেয়ে বেশি এসেছে তাদের ওপর। অতিমারি প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে বিশ্বের ১৬ কোটি শিশু স্কুলজীবন শুরু করতে পারেনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলাধুলার মাঠ, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র, পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি বন্ধ থাকার কারণে ছেলেমেয়েরা মানসিক চাপের ঝুঁকিতে পড়েছে। তরুণ-শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া, শিশুশ্রম ও বাল্যবিয়ের মতো ঘটনা দেখা দিচ্ছে সারা বিশ্বে; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে।

অতিমারির অনেক বিষয় বুঝতে না পারা, পরিবারের সদস্যদের আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশন বা হাসপাতালে ভর্তি থাকা এবং করোনা প্রটোকল মানতে আলাদা আলাদা অবস্থানে থাকা ইত্যাদি শিশুদের মনে বিরূপ প্রভাব রাখে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও ছেলেমেয়েদের ওপর দুর্ব্যবহার, অবহেলা, অনাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ২০১৪-১৫ সালে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোয় ইবোলা মহামারির প্রাদুর্ভাবের সময় তরুণদের মধ্যে এ ধরনের কর্মকান্ড ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। চীনে ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালে শিশুদের ওপর পারিবারিক সহিংসতার মাত্রা প্রায় চার গুণ বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের এক জরিপেও অনুরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে তালাকপ্রাপ্ত অথবা আলাদা বসবাসকারী পিতা-মাতার পরিবারে শিশুদের ওপর বকাবকি, মারধর, মানসিক পীড়াদায়ক ঘটনার আধিক্য দেখা যায়। করোনাকালে জার্মানির এক গবেষণায় মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুদের ৬০ শতাংশ মানসিক চাপ, একাকিত্ব ও চরম বিরক্তিতে ভুগছে বলে তথ্য উঠে আসে। তারা বলেছে, বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে না পারা, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে না থাকা, পছন্দের খেলাধুলা ও শখের কোনো কাজে অংশ নিতে না পারা, পারিবারিক কলহে জড়িয়ে পড়া, মা-বাবার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব, ঘরের বাইরে বের হতে না পারা, প্রাত্যহিক রুটিন অনুসরণ ও স্কুলের হোমওয়ার্ক না করা, করোনা আক্রান্তের ভয়, স্ক্রিন টাইম বাড়াতে বকাবকির শিকার হওয়া ইত্যাদি কারণে সব সময় শিশুরা মানসিক চাপে থাকছে।

অপেক্ষাকৃত তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে রুক্ষ ব্যবহার, নিদ্রাহীনতা, মানসিক চাপ, হতাশা, দুঃখবোধ, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা, করোনা আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের থেকে পৃথক থাকার কষ্ট বা মানসিক দুঃখবোধ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে মূলত হতাশা, সহজে নার্ভাস হয়ে পড়া, স্মৃতিকাতরতা লক্ষ করা যায়। আগে থেকে মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে করোনাকালে বিভিন্ন কারণে পারিবারিক অবহেলার জন্য হতাশা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ আরো ঝেঁকে বসে। কভিড-১৯ সন্দেহে কোয়ারেন্টিন বা আইসোলেশনে থাকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দুশ্চিন্তা, অহেতুক ভীতি, সামাজিক কুসংস্কার ও হতাশা প্রভৃতি মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক জরিপে তরুণদের প্রায় অর্ধেক করোনাকালে শারীরিক নির্যাতন এবং আটজনে একজন মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশে এক গবেষণায় প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলেমেয়ে হতাশা, দুশ্চিন্তা কিংবা মানসিক চাপে ভোগার তথ্য পাওয়া যায়। বেশ কিছু জরিপে করোনাকালে শিশুদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার হার বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া যায়, যেমন–ঘুম বা ক্ষুধার পরিবর্তন, নিজের পছন্দের কাজ বা শখের প্রতি অনাগ্রহ, পরিবারের অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, আবেগের বিরূপ প্রকাশ, স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন, দৈনন্দিন বিষয় বা জরুরি ইস্যুগুলো ভুলে যাওয়া, স্ক্রিন টাইম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া, ইটারনেট বা ইলেকট্রিক গেজেটে আসক্তি বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রধান।

শতাধিক দেশের জরিপে দেখা গেছে, করোনাকালে শিশু-কিশোরদের টিকাদান ও স্বাস্থ্যসেবা ৩০ শতাংশ কমে গেছে। পুষ্টিসেবায় ৪০ শতাংশ হ্রাস, ২৫ কোটি শিশু স্কুল টিফিন থেকে বঞ্চিত হওয়া ও শিশু ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল কর্মসূচি থেকে বাদ পড়াসহ বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, খাওয়ার পানি প্রভৃতি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং করোনাকালে এসব ঘাটতি তরুণদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার প্রকোপ বাড়তে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশেও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রায় ১৭ শতাংশ বা দুই কোটি লোক এবং তরুণদের মধ্যে প্রায় ১৮ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগে ভুগছে। করোনাকালে এ হার অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও বেড়ে গেছে বলে প্রমাণ মিলেছে। অঞ্চলভেদে এর তারতম্য প্রায় ৭ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত দেখা যায়। নারীদের আক্রান্ত হওয়া এবং ঝুঁকি দুটিই বেশি। বস্তি এলাকার তরুণদের মধ্যে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এককথায় আমাদের দেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছে।

করোনা অতিমারির বর্তমান পরিস্থিতিতে ৩২টি দেশের প্রায় চার লাখ মানুষের ওপর গবেষণায় কভিড-১৯-পরবর্তী সময়ে মানসিক অবস্থার বেশ অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এক গবেষণায় ২৮ শতাংশ মানুষের হতাশা, ২৭ শতাংশের মধ্যে দুশ্চিন্তা, ৩৭ শতাংশের মধ্যে মানসিক চাপ এবং প্রায় ২৮ শতাংশ মানুষের নিদ্রাহীনতা দেখা যায়।

পৃথিবীর প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধিতে ভুগে থাকে। মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ৯০ শতাংশই চিকিৎসার আওতার বাইরে থেকে যায়। তরুণদের মধ্যে এ প্রবণতা আরো বেশি। মানসিক সমস্যা তারা শেয়ার করতে চায় না, এমনকি পরিবারের ঘনিষ্ঠদের সঙ্গেও। এ ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশের মধ্যে।

শিশু, কিশোর ও তরুণদের মানসিক অসুস্থতা প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ।

কভিড-১৯ যুদ্ধকালীন তরুণদের মানসিক অসুস্থতা ও অস্থিরতাই বাস্তবতা। এ বিষয়টি উপেক্ষা করলে তরুণদের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক শারীরিক ও মানসিক প্রভাব পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য, বিশেষ করে মা-বাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। করোনাকালে মা-বাবাকে নিজেদের সুস্থ রাখা এবং পরিবারের ছেলেমেয়েদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

লেখক: সহকারী পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, কুর্মিটোলা, ঢাকা

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ভারতের গোসসা, আমেরিকার অসহায়ত্ব



গৌতম দাস

কোনো রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী যেমন একজন প্রধানমন্ত্রী কোনো প্রিন্টেড পত্রিকায় নিজের রাষ্ট্র-সরকারের মনোভাব-অনুভব নিয়ে কলাম লিখবেন তা সাধারণত আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই। তবে তাই বলে তিনি লিখতে পারবেন না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়; বরং এমন সরাসরি লেখার ভেতর দিয়ে একধরনের স্বচ্ছতা আর অনেককে বা অনেক ইস্যুকে কিভাবে তিনি দেখেন, দেখতে চান তা নিয়ে আর কোনো লুকোছাপা গোপন ডিলিং নয়, এর বদলে ইস্যুটাকে ওপেনহ্যান্ড ডিলিং করার সাহস দেখানো যায়।

তেমনি একটি কাজ করেছেন পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি আমেরিকার 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকায় মতামত কলাম লিখেছেন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১। বলাবাহুল্য, তাতে প্রসঙ্গ হলো, এ সময়ের মুখ্য ইস্যু আফগানিস্তান এবং ২০ বছরের দখলমুক্তিতে একজন 'গুরুত্বপূর্ণ' পাকিস্তানির ফিলিং ও মূল্যায়ন।

সেকালের পাকিস্তান আমলের এক পশতুন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার একরামুল্লাহ খান; এমন বাবার অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট ছেলে ইমরান খান। প্রচলিত অর্থে ইমরান রাজ-নীতিবিদ নন, মূলত আন্তর্জাতিক লেভেলের ক্রিকেট প্লেয়ার বা ক্যাপ্টেন। সেখান থেকে রিটায়ারমেন্টের পরে যেমনটি হয় আমরা দেখি, তিনি জীবন উপভোগকারী; কেউ কেউ যার ভেতর প্লেবয় ইমেজও খুঁজে পান। এর পরও তিনি সরাসরি রাজনীতিক হতে যাননি, বরং তার আগে সামাজিক চ্যারিটি বা দাতব্যমূলক কাজে নেমে গিয়েছিলেন; একেবারে এক ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ার কাজে। এরই মধ্যে একবার হঠাৎ তিনি ১৯৯৬ সালে এক নয়া রাজনীতিক দল খুলে বসেন, নাম তেহরিক-ই-ইনসাফ। বাংলা করলে অর্থ হয় 'ইনসাফের জন্য আন্দোলন'। দলের সংক্ষিপ্ত নাম পিটিআই (পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ)।

আফগানিস্তান থেকে ২০ বছরের দখলদারিত্ব সম্প্রতি শেষ করেছে আমেরিকা। তবে ওই ২০ বছরেরও আগের (গত শতকে) ২০ বছরের ইতিহাসও কম লম্বা নয়। বলা যায় ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিলে ইরান বিপ্লব ছিল এর সুইচ-অন বা স্টার্টিং ঘটনা। ইরান নয়া 'ইসলামী রিপাবলিক' বলে নিজেকে ঘোষণা করেছিল সেই দিন। ইরানের ওই 'খোমেনি বিপ্লবের' সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো এই প্রথম ১৯০১ সাল থেকে ইরানের তেল চুষে খাওয়া ব্রিটিশ কোম্পানি আর পরে (১৯৫৩ সাল থেকে) আমেরিকান নেতৃত্বে ব্রিটেনসহ পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলোর যৌথ লুটপাট বন্ধ হয়ে যায়। ইরান এখান থেকে তাদের গুটিয়ে চলে যাওয়ার শেষ দিন ঘোষণা করতে পেরেছিল। কিন্তু তাতে আরেক নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয় ভীত সোভিয়েত ইউনিয়নের মনে। তার দুশ্চিন্তা হলো সেন্ট্রাল এশিয়া নিয়ে যা এখন আলাদা পাঁচ দেশ যাদের নামের শেষে 'স্তান' আছে যেমন কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান; এরা। গত (১৭২১-১৯১৭) জার-সম্রাটের আমল থেকে সেন্ট্রাল এশিয়া রাশিয়ার দখলে আছে আবার পরেও স্টালিনের আমল থেকে এদের নিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়া হয়েছিল। মূল কারণ সেন্ট্রাল এশিয়ার জনগোষ্ঠী আব্বাসীয় আমল (৭৫০-১২৫৮) থেকে তাদের দখলে মুসলমান বা ইসলাম অনুসারী হয়েছিল। ফলে ইরানের খোমেনি বিপ্লবের পরে পড়শি এরা না প্রভাবে পড়ে যায় আর তাতে না তারা তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে বের হয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। এই ভয়ে কমিউনিস্ট সোভিয়েতরা ইরান আর সেন্ট্রাল এশিয়ার মাঝখানে এক প্রাচীরতুল্য বাফার স্টেট হিসেবে অবস্থানে থাকা আফগানিস্তানকে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ সামরিকভাবে দখলে নিয়ে নিয়েছিলেন ওই বছরই, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত ঘটে যায়।

সেটি স্নায়ুযুদ্ধের আমল; ফলে সোভিয়েত 'আগ্রাসনের' বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে আমেরিকা পাকিস্তানের ওপর ভর করে, পাকিস্তানকে 'আমেরিকান স্বার্থে ইসলামী' করে সাজিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 'মুজাহিদিন' আন্দোলন শুরু করেছিল। এতে পাকিস্তান নিজের জন্য আর দেশ-রাষ্ট্র থাকেনি। পাকিস্তান হয়ে যায় এক দিকে সিআইএর ঘাঁটি ও তৎপরতা; অন্য দিকে আফগান রিফুইজি আর আফগান মুজাহিদিন যোদ্ধাদের সুরক্ষার দেশ যাতে তারা সোভিয়েত উৎখাতে লড়তে পারে– এমনই এক লঞ্চিং প্যাড-ভূমি। শেষে ১৯৮৯ সালে ফেব্রুয়ারীতে হার স্বীকার করে সোভিয়েত বাহিনী চোখের জলে কাবুল ত্যাগ করেছিল, ঠিক যেমন গত ১৫ আগস্ট ২০২১ আমেরিকা কাবুল ত্যাগ করেছে।

ফিরে আসি একালে। 'ওয়াশিংটন পোস্টে' ইমরানের ওই মতামত-কলামের তাৎপর্য হলো তিনি আমেরিকাসহ পশ্চিমা মনের ওপর ঠিকমতো সওয়ার হতে পেরেছেন সেখানে। তিনি দেখিয়েছেন, আমেরিকা কিভাবে সেই ১৯৭৯ সাল থেকে একেবারে নিজস্ব স্বার্থে বারবার পাকিস্তানকে ব্যবহার করে গেছে। তবে সেটি বলার চেয়ে 'ব্যবহৃত হতে পাকিস্তানকে বাধ্য করেছে' বলা সঠিক হবে। পশ্চিমা মন পড়ে তাদের মনের ভাষায় কথা বলাতে ইমরানের এ লেখা আকর্ষণীয় হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের প্রপাগান্ডাসহ পশ্চিমা মন যারা ওয়ার অন টেররের প্রপাগান্ডায় 'মুসলমান মানেই সন্ত্রাসবাদ'– এ ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠায় ২০ বছর ধরে কসরত করে গেছেন; এদের মুখের ওপর এক কড়া জবাব হিসেবে। কারণ পাকিস্তান শুধু এই শতকের ২০ বছর নয়, গত শতকেরও ২০ বছর ধরে আমেরিকার স্বার্থে বলি হয়ে গেছে বারবার। যেন আমেরিকা নয় (তার স্বার্থ বা নীতি নয়), পাকিস্তানই 'সন্ত্রাসবাদ' আবিষ্কার করেছে আর চর্চা করে গেছে।

জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানে সামরিক ক্ষমতা দখল করেছিলেন ১৯৭৭ সাল থেকে। জিয়াউল হক, আমেরিকা তার ঘাড়ে সওয়ার হয়েই সোভিয়েত তাড়ানোর কৌশল হিসেবে ইসলাম প্রচার শুরু করেছিলেন। আর তাতেই পাকিস্তানকে আরো কথিত ইসলামী করে গড়ে তুলতে পুরনো পেনাল কোডের ২৯৫ ধারাকে নতুন করে ব্লাসফেমি আইন বলে একে প্রচারে আনা হয়েছিল। আর ওদিকে নতুন নতুন মাদরাসা খোলার জন্য অঢেল অর্থ দেয়ার এক কর্মসূচির পুরোটাই আমেরিকার ছিল সোভিয়েত তাড়ানোর কর্মসূচির অংশ। সৌদি ও কিছু বিশেষ পাকিস্তানি মাওলানার তত্ত্বাবধানে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। অথচ এখন মুসলমান মানেই জঙ্গি আর পাকিস্তান তাদের আঁতুরঘর যেন– এটিই আমেরিকান থিংকট্যাংকের প্রধান বয়ান ও অভিযোগ। আর এখান থেকেই ভারতের জঙ্গিবাদের বয়ানও শুরু হয়। বাংলাদেশেও এরা বলে, কথিত পশ্চাৎপদ বলে মুসলমানরা নাকি ব্লাসফেমি আইন চায়, মাদরাসাগুলো হলো জঙ্গি গড়ার আস্তানা প্রভৃতি প্রপাগান্ডা। ভারতকে সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ-ব্লেয়ার আর আমেরিকান থিংকট্যাংকের এই যে বয়ান, একেই ইমরান খান চ্যালেঞ্জ করেছেন, ওই লেখায়।

কেন এ সময়ে করতে গেলেন?

সাম্প্রতিককালে আফগান সেনা প্রত্যাহার-উত্তরকালে আমেরিকায় কংগ্রেসে এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে শুনানি চলেছিল। আমেরিকা লবিংয়ের দেশ, এ কাজ বৈধ। কারো কাছে থেকে কংগ্রেস সদস্যের কাছে লবিং করে দেবে বলে অর্থ নিতেও সমস্যা নেই। কেবল বিচার মন্ত্রণালয়ে রাখা একটি ফরম পূরণ করার সময় স্ব-উদ্যোগে আগাম তা উল্লেখ করে আসতে হবে। তবে এই লিখে স্বীকার করে নেয়া কোনোই অপরাধ নয়। তাই কোনো সমস্যা নেই। তবে ভবিষ্যতে এ কাজের ভেতরে অন্য কোনো আইনভঙ্গ করার বিষয় যুক্ত বলে প্রমাণিত হলে তখন সেই আইন ভঙ্গের কারণে এটি অপরাধ হতে পারে। এই কংগ্রেস বা সিনেটরদের লবিংয়ে ভারত খুবই শক্ত। ফলে তারা এই শুনানিতে পাকিস্তানের ওপর সব দায় চাপিয়ে বাইডেনকে মুক্ত করতে লেগে পড়েছে। আর এ কারণেই ইমরান নিজের হাতে ও নামে মতামত কলাম লিখেছেন।

তার ওই লেখায় প্রথম প্যারাটা এ রকম: 'সাম্প্রতিককালের কংগ্রেসনাল শুনানি দেখে আমি আসলেই বিস্মিত হয়েছি। গত দিনগুলোতে (প্রায় ৪০ বছর, ইমরান কম করে কেবল চলতি শতকেরটা ধরে দুই দশক বলেছেন) আমেরিকার সহযোগী দেশ হিসেবে পাকিস্তানিরা আমেরিকার ওয়ার অন টেরর কর্মসূচিতে যে আত্মত্যাগ করেছে, এর কোনো উল্লেখ নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি। অথচ এর বদলে আমরা দেখছি এই শুনানিতে আমেরিকার যেসব ক্ষতি হয়েছে, এর কারণে আমাদেরকে দায়ী করা হয়েছে।'

অথচ 'আমি বারবার বলে এসেছি আফগানিস্তানে বিজয়-সম্ভব-নয় এটি এমন একটি যুদ্ধ। আফগানরা এমন এক লড়াকু জাতি, যারা কখনো নিজ ভূমিতে বিদেশী উপস্থিতি সহ্য করেনি। এমনকি সেই বিদেশী পাকিস্তান হলেও এই বাস্তবতা বদল হবে না।' এরপর ইমরান ওই সব বিগত বছর পাকিস্তানের কী কী ক্ষতি হয়েছে, আত্মত্যাগ করেছে, এসবের পরিসংখ্যানগত লম্বা বর্ণনা সাথে জুড়ে দেন।

এসবের বর্ণনাযুক্ত বয়ান পাঠকরা ওই মতামত থেকে নিয়ে অনুবাদ করে ছড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রথম এ ব্যাপারটি আমার নজরে এসেছিল পাকিস্তানের ২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে। আমার হাতে আসে ইমরানের দলের ঘোষিত মেনিফেস্টো, যা সম্ভবত ২০১৬ সালে তৈরি করা; কারণ তাতে ওবামা আমলে ব্যাপক ড্রোন বোমা হামলা ঘটার পরিসংখ্যান দিয়ে নিন্দা জানানো হয়েছিল। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এ জন্য যে, এই প্রথম আমেরিকান ওয়ার অন টেররকে একেবারে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে মানে পাকিস্তানকে কিভাবে বাধ্য করা হয়েছে আর এতে পাকিস্তানের স্বার্থে কিভাবে বিঘ্ন হয়েছে– এই বয়ান দাঁড় করানো হয়েছে।

গত ২০১৩ সালের দিকে বিদেশে এক প্রোগ্রামে অংশ নেয়ায় অনেক দিন পর কিছু পাকিস্তানি নারী-পুরুষের সাথে দু-তিন দিন কাটাতে হয়েছিল। ফলে একালের পাকিস্তানের তরুণ-যুবাদের সম্পর্কে নতুন অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল। এমনিতে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিদেশী চাকরি সূত্রে অনেক পাকিস্তানী আমার কলিগ ছিল, কখনো বাসা পাওয়ার সমস্যায় তাদের সাথে বাসা শেয়ার করেছি; তবু এসব লেটেস্ট পরিবর্তন তখনো তেমন জানা হয়নি। তবে ২০১৩ সাল থেকে আলজাজিরার কিছু রিপোর্ট থেকে প্রথম টের পাই আমাদের চেনা সেই পুরনো রক্ষণশীল পাকিস্তান বদলে গেছে। তরুণ বা নয়া প্রজন্ম আগের আমেরিকান বয়ানে আর আগ্রহী নয়। খুঁড়িয়ে হলেও পাকিস্তানে এক নয়া প্রজন্ম নয়া মধ্যবিত্ত হাজির হয়ে গেছে। পাকিস্তানের জন্য তারাই সম্ভবত আগামী দিনের বিরাট ভরসা। যেমন– দোষ আমেরিকার অথচ দেশ-বিদেশে প্রপাগান্ডা চলছে যেসব দোষ পাকিস্তানের, আর পাকিস্তানই জঙ্গি ইত্যাদি বয়ান শুনতে শুনতে তারা হতাশ ও বিরক্ত। ফলে আমার মনে হতো ইমরান তাদের সম্ভাব্য নেতা হবেন হয়তো। ২০১৩ সালের শেষের নির্বাচনে এর কিছু আলামত দেখেছিলাম। আর ২০১৮ সালের নির্বাচনে এসে এর সরাসরি ফল দেখলাম।

ইমরানের সাথে তুলনা করলে অপর দুই দল ও নেতা ভুট্টো বা নওয়াজ শরিফের দল, এদের ব্যর্থতা হলো– তারাও নিঃসন্দেহে প্রচন্ডভাবে আমেরিকান চাপ সয়েছেন আর পাকিস্তানের উপরেই বোমাবাজিসহ যা ইচ্ছা আমেরিকা করতে চায়, তা সহ্য করতে হয়েছে। তারা বের হওয়ার পথ না খুঁজে বরং সে সময়টাতে আমেরিকার নামে দোষ চাপিয়ে নিজের সম্পত্তি বাড়ানো দখল ও লুটের দিকে গেছেন। এটি অকল্পনীয় যে, আমাদের মতো দেশের কোনো নেতা দুই বিলিয়ন ডলার সম্পদ গড়েছেন; অথচ এটিই পাকিস্তানে হয়েছে। আর ওদিকে সেনাবাহি-নীও প্রচন্ডভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল ট্রাম্প আমলের শুরু থেকেই।ট্রাম্পের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানে প্রতিদিন দুই হাজার ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় থেকে আমেরিকার নিজ প্রশাসনকে বাঁচানো; কিন্তু তিনিও ভারতের প্ররোচ-নায় পাকিস্তানকে এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দায়ী বলে মনে করে তার প্রপাগান্ডা শুরু করতে থাকেন। পাকিস্তান আর্মিকে বছরে ৬০০ মিলিয়ন ডলার দেয়ার একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, আমেরিকা তা অর্ধেক করে দেন। কিন্তু পরের বছর থেকে ট্রাম্প বুঝতে পারেন, আফগানিস্তান থেকে বের হতে গেলে একমাত্র ভরসা তালেবানদের সাথে একটি চুক্তি। কারণ যুদ্ধের ময়দান ফেলে কারো ভেগে যাওয়ার পরিকল্পনার মানে হলো পালানোর সময় কেউ আক্রমণ করলে সেটি কাভার দেবে কে? এর ব্যবস্থা করতেই এক চুক্তি করা। ফলে ট্রাম্প টের পেলেন যে, পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যে তালেবানদের রাজি করাতে সাহায্য করতে পারে। তাই ট্রাম্প তালেবানদের সাথে আপসনামা রচনায় তার প্রতিনিধি হিসেবে জালমে খলিলজাদকে নিযুক্ত করার পরই পাকিস্তানের সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। তবে ২০১৮ সালে ইমরান প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলে তালেবান আলোচনা গতি পায়। তবে তত দিনে পাকিস্তান সেন-াবাহিনী আমেরিকা থেকে বহু দূরে চলে গেছে। আর যেতে পেরেছিল বলেই তারা ইমরানের সাথে সম্পর্ক গড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ওপর আমেরিকান নির্ভরশীলতা এখনো বর্তমান। আফগান-বিষয়ক বা ইরান ও সেন্ট্রাল এশিয়ার ওই অঞ্চলে আমেরিকার সব ধরনের স্বার্থের জন্যই আমেরিকার পাকিস্তানকে দরকার। এ কারণে ভারত যতই চেষ্টা করুক, মার্কিন কংগ্রেসকে দিয়ে পাকিস্তানবিরোধী চাপ সৃষ্টি করবে ইত্যাদি যাই করুক; কিন্তু বাইডেন প্রশাসন জানে পাকিস্তানকে তার কেন দরকার।

এরই মধ্যে দোহায় আমেরিকান-তালেবান চুক্তিতে কী কী হারিয়েছে বা কী কী নেই, তাদেরকে জানানো হয়নি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভারত আপত্তি তোলা শুরু করেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ছিল ওয়াশিংটনে ভারত-আমেরিকা 'কৌশলগত পার্টনার' ফোরামের চতুর্থ বৈঠক। সেখানে ভারতে আমেরিকার এক সাবেক রাষ্ট্রদূত ফ্রাংক জি উইজনারের প্রশ্নে এসব মতভিন্নতা বাইরে চলে আসে। ভারতের ক্ষোভ হলো– তাদের জানানো হয়েছিল যে, এক ইনক্লুসিভ সরকার হবে (ভারতের কাছে এর ব্যাখ্যা সম্ভবত, গণি সরকারেরও প্রতিনিধি তালেবান সরকারে থাকবেন)। এ ছাড়া নারীদের কী হবে? আর সর্বোপরি ভারতের প্রশ্ন, তালেবানের আমলে কি ভারতীয় কাশ্মিরের মুসলমানরা তালেবান সহায়তা পাবে? তবে কথাটি অন্য ভাষায় বলা হচ্ছে যে, তালেবানের মাটি কি অন্য দেশে সন্ত্রাস চালানোর কাজে ব্যবহৃত হবে? কিন্তু এই একই প্রশ্নের অন্য দিক আছে, আগে যেভাবে গনি সরকারের আমলে আফগান মাটি ব্যবহার করে চীন ও পাকিস্তানে সাবভারসিভ আক্রমণ চলত, প্রজেক্টে হামলা চলত, চীনা প্রকৌশলী নিহত হতেন, সেসবের কী হবে?

তবে ওই স্ট্র্যাটেজিক সভা শেষ হয়েছে ভারতের এ মর্মে অসন্তোষে যে, আংশিকভাবেই গনি সরকারের আমলের কোনো সুযোগ-সুবিধা ফেরত আসছে না।

এ ব্যাপারে আমেরিকান ব্যাখ্যা হলো, আমরা ৩০ আগস্টের আগেই সব অস্ত্র ও রসদ নিয়ে ফিরে চলে আসব, কোনো কিছু আর আফগানিস্তানে ব্যবহার করব না। চুক্তির এই ফেরে পড়েও তালেবানরা চুক্তির কোনো অংশ বাস্তবায়ন না করলেও আমরা চিপায় পড়ে গেছি। মানে এখন কিছুই করার নেই, 'মাফ চাই' ধরনের।

আর ভারতের ততই গোসসা। কংগ্রেসের শুনানি চলাবস্থায় বাইডেন প্রশাসন পাকিস্তানের সাথে তাদের অনেক কথা বলা দরকার হলেও তা করতে যাননি। অবশেষে আমেরিকান উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শেরমানের ভারত সফরে গত ৬ অক্টোবর ফরমালি ভারতের গোসসা শোনা হলো। ভারত এবার সুযোগ পেয়ে আফগান হাক্কানি নেটওয়ার্কের আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি জানিয়েছে।

এ বিষয়ে আসলে কিছু কড়া কথা বলতেই হয়। বিয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার পর বাজনা বাজাতে মানুষের বিরক্তই লাগবে। ট্রাম্প কি জানতেন না যে তালেবান বলতে তাদের সাথে হাক্কানি গ্রুপও থাকবে? না জানলেও আগাম তাদের আপত্তির কথা বলা যেত। তা তিনি বলে নেননি কেন? এফবিআই কিংবা ইউএনের খাতায় হাক্কানি নেতা সিরাজুদ্দিনের মোস্ট ওয়ান্টেড হিসেবে নাম আছে তো! তাতে কী? ট্রাম্প তখন চুক্তি করেই ফেলেছেন যেখানে সিরাজুদ্দিন বা 'মোস্ট ওয়ান্টেড' নেতাদের সম্পর্কে কী হবে এ নিয়ে আমেরিকার কোনো আপত্তি করা নেই অথবা থাকলেই তা বাস্তবায়নে তালেবানদের বাধ্য করার জন্য আমেরিকার হাতে কোনো উপায় রাখা হয়নি– এর সোজা অর্থ, এসব ফালতু আলাপ। আমেরিকা চুক্তি করেছে মানেই এদের তালেবান সরকারে থাকতে পরোক্ষে হলেও অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছে। কাজেই ভারতের এখন এখানে সেখানে 'তালিকায় নাম আছে'– এসব নিয়ে কিছু দিনের প্রপাগান্ডা ছাড়া আর কোনো মূল্যই নেই।

আর পাকিস্তান নিয়ে নালিশের ব্যাপারে ওয়েন্ডি বহু কিছু বলে দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলছে, তিনি বলছেন, সেই রাধাও নেই আর তার নাচের মন-মর্জিও নেই। মানে ওই সব বাদ দিতে হবে। তিনি সোজা করে বলেছেন, দেখুন এত একুশ শতক আর গত ২০ বছরে অনেক কিছুই বদলে গেছে। এখন যতটুকু যা হতে পারে তা হলো, আমরা সবাই (ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি) যদি এক থাকতে পারি, একসাথে চেপে ধরতে পারি তা হলে কিছু হতে পারে। এরপর তিনি সরাসরি স্বীকার করে নেন যে, 'সেই আফগানিস্তান আর নেই যেমনটি কেউ কেউ চাচ্ছে।'

মানে কথা সোজা, ও দিন গত, আমাদের সেই মুরোদও আর নেই। কাজেই বিরক্ত কইরেন না...।'

শেষে আর কিছু না পেয়ে এবার শেরমানকে চেপে ধরেছে ভারত। কেন? কী নিয়ে? কারণ আপনাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি ভারত থেকে পাকিস্তান যাচ্ছেন। এখন ভারতীয় ছেচড়ামো শুরু হয়েছে, আপনারা তা হলে ভারত-পাকিস্তানকে এক পাল্লায় মাপছেন? এটি বলে 'সে কী কান্না'! মানে ভারত বলতে চাচ্ছে আমরা তো পাকিস্তানের চেয়ে উঁচু জাতের ছিলাম তোমার কাছে। আর তার কী হলো?

এখন সমস্যা হলো, এই কান্না দেখেও আমেরিকার হাতে কিছুই করার নেই! তবে একটি সান্ত্বনা বাক্য দিয়েছেন ওয়েন্ডি, বিশ্বাস করো বেশি মিশব না, 'ভেরি স্পেসিফিক অ্যান্ড ন্যারো পারপাস'!

তবে ভারতকে এখন ভান করতেই হবে যে, আমেরিকার কাছে অনেকের চেয়ে দামি সে! তবু খুশি থাকুক, এ আমাদের কামনা!

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানে সামরিক ক্ষমতা দখল করেছিলেন ১৯৭৭ সাল থেকে। জিয়াউল হক, আমেরিকা তার ঘাড়ে সওয়ার হয়েই সোভিয়েত তাড়ানোর কৌশল হিসেবে ইসলাম প্রচার শুরু করেছিলেন। আর তাতেই পাকিস্তানকে আরো কথিত ইসলামী করে গড়ে তুলতে পুরনো পেনাল কোডের ২৯৫ ধারাকে নতুন করে ব্লাসফেমি আইন বলে একে প্রচারে আনা হয়েছিল।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি

ড. দেলোয়ার হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে যোগদান এবং বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য এক সরকারি সফরে গত ১৯ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থান করেন। পরে ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থান শেষে ১ অক্টোবর দেশে ফেরেন। গত ৪ অক্টোবর গণভবনে দেশের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকাণ্ডে মনে হয়, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিজ ভূমিতে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে তাদের খুব বেশি আগ্রহ নেই। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, অনেক সংস্থা আছে, যারা রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে বরাবরই ভালো সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। আবার কিছু সংস্থা প্রত্যাবাসন প্রশ্নে সেই আগ্রহ দেখায় না। প্রধানমন্ত্রী সঠিকভাবেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। কারণ এটিই এখন বাস্তবতা। এভাবে চলতে থাকলে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের বিষয়টি আরও দীর্ঘায়িত হবে, যা বাংলাদেশের জন্য শুভ হবে না। শরণার্থী সমস্যা যে কোনো দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য হুমকি তৈরি করে। সিরিয়ার শরণার্থীরা যখন তুরস্কে অবস্থান করে অথবা আফগান শরণার্থীরা যখন পাকিস্তানে অবস্থান করে, তখন সেখানে একটি সংকট তৈরি হয়। ফিলিস্তিনিরা যখন জর্দান, সৌদি আরব, মিসরসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে, তখনও আমরা দেখতে পাই ওই আশ্রয় প্রদানকারী দেশগুলোতে এক ধরনের সংকট তৈরি হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই শরণার্থী রয়েছে, যাদের প্রত্যেকেরই একটি রাষ্ট্র আছে। ফিলিস্তিনিদের একটি রাষ্ট্র ছিল, তাদের ইসরাইলিরা রাষ্ট্রচ্যুত করেছে। কিন্তু মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত, নিগৃহীত এমন একটি জনগোষ্ঠী, যারা কোনো যুদ্ধের শিকার হয়ে শরণার্থী হয়নি। বরং যুদ্ধের চেয়েও ভয়ংকর-গণহত্যা, জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এ রকম একটি নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠী, যাদের কোনো রাষ্ট্র নেই, তাদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে চিন্তাভাবনা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। একটি নাগরিক অধিকারবঞ্চিত অত্যন্ত সংকটাপন্ন জাতিকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু রোহিঙ্গা সংকটের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দেশীয় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা আমাদের জন্য খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ফলে এসব সংস্থার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। সেটিই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর নিজ দেশে প্রত্যাবাসন বা এ সংকটের স্থায়ী সমাধান না করে, আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্রের ঝুঁকি ও সমস্যাগুলোকে বিবেচনা না করে তাদের ব্যাপারে এক ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলা হচ্ছে।

অপরদিকে রোহিঙ্গা সংকটের যেন একটা স্থায়ী সমাধান না হয়, সে ধরনের তৎপরতাও আমরা লক্ষ করছি। শুধু তাই নয়, রোহিঙ্গাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার এক ধরনের কাল্পনিক, অবাস্তব চিন্তাভাবনাও বাংলাদেশের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যেমন, অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র বলতে চায়-বাংলাদেশ যেন রোহিঙ্গাদের স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে নেয়। এ ধরনের কথাবার্তা বাংলাদেশের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। অথচ যে দেশটি নিরস্ত্র-নিরীহ জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালিয়েছে, জাতিগত নিধন চালিয়েছে, চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে-তাদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না। কিন্তু কেন? মিয়ানমার সরকারের জাতিগত নিধনের কারণে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে এতকিছুর পরও মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বের অবস্থানটা কোথায় দাঁড়াল? বা সেই দেশটির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা সংস্থাগুলো কী ভূমিকা পালন করল? বস্তুত তারা কিছুই করেনি। তাতে করে কী হলো-গণহত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, জাতিগত নিধনের মতো অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া হলো।

> **রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের নিরাপত্তা হুমকি ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে-আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে সে বিষয়গুলো উঠে আসে না। এ বিষয়গুলোকে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন।**

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে ধরনের চাপ মিয়ানমারের ওপর প্রয়োগ করা দরকার, যে ধরনের ব্যবস্থা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নেওয়া দরকার, সেটা নেওয়া হয়নি। এ পদক্ষেপ যে শুধু জাতিসংঘ ও কতিপয় কয়েকটি রাষ্ট্র নেবে তা নয়, সেটা সমন্বিতভাবেই নিতে হবে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, আঞ্চলিক সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজের যেসব সংস্থা আছে বা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, তারা এ ব্যাপারে সঠিক ভূমিকা পালন করছে না। কিন্তু তাদের অবিবেচকের মতো দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সমস্যাগুলো জিইয়ে রাখা মোটেও উচিত হচ্ছে না। আমি যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি সেটা হলো, বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, পলিসির কারণে এ সমস্যাগুলো যেহেতু জিইয়ে থাকছে, সেহেতু এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের বেরিয়ে আসা উচিত।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে মিয়ানমার সম্পর্কে হয়তো কিছু কিছু কথা বলা হয়। কিন্তু মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে চাপে রাখা প্রয়োজন, সেটা আমরা দেখছি না। যারা এ মানুষগুলোর জীবন বিপন্ন করে তুলেছে, তাদের সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে, অর্থাৎ মিয়ানমার সরকার বা সামরিক জান্তা, তারা এ সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথে অগ্রসর হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে মিয়ানমারের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই এ জায়গাটাতেই আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ এ সংকট বাংলাদেশের জন্য প্রকট আকার ধারণ করছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে ভাসানচরে যে আধুনিক ও বিশ্বমানের একটি আশ্রয় শিবির তৈরি করেছে, সেটাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভাসানচর অনেক দূরে কিংবা সেটি উপযোগী নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে তারা বুঝতে পেরেছে, ভাসানচরে আধুনিক মানের যে আশ্রয় শিবির তৈরি করা হয়েছে, সেটি খুবই উপযোগী। তাহলে ছয় মাস আগে কেন তারা সেটা বুঝতে পারেনি? অর্থাৎ তারা আগে থেকেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা উচিত।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে তাদের প্রত্যাবাসন এবং মিয়ানমারে গিয়ে তাদের নাগরিক অধিকার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের যে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখা উচিত, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং বিশ্ব সম্প্রদায় এমন ধরনের কথাবার্তা বলছে এবং এমনসব কাজ করছে, যা আসলে এ সমস্যাকে আরও দীর্ঘায়িত করা, জিইয়ে রাখারই শামিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সমস্যাটা বাংলাদেশের ঘাড়ে যেন আরও চেপে থাকে, সে ধরনের কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে।

সম্প্রতি রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহর হত্যাকাণ্ড নিয়েও এক ধরনের তৎপরতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ হত্যাকাণ্ডটি বাংলাদেশের ভেতরে ঘটেছে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যাপকভাবে এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে এবং নিশ্চয়ই এর একটি সমাধান বেরিয়ে আসবে। অথচ এটি নিয়েও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ওপরে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যেখানে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, সেখানে একজন মু-হিবুল্লাহর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বিশ্ব সম্প্রদায় চাপ দিচ্ছে! অথচ যারা ১১ লাখ 'মুহিবুল্লাহকে' বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিল বা ১১ লাখ 'মুহিবুল্লাহ' তৈরি করল, সেই মিয়ানমারের ব্যাপারে আমরা কারও কোনো শক্ত অবস্থান দেখছি না। এ বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনা করা উচিত। শুধু বিবেচনাই নয়, এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া উচিত। সোচ্চার হলেই রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বা সমাধানের ক্ষেত্রে একটা সঠিক অ্যাপ্রোচ আমরা গ্রহণ করতে পারব। প্রধানমন্ত্রী হয়তো খোলাখুলিভাবে রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা তুলে ধরেছেন। তার বক্তব্যের মূল বিষয়টি হচ্ছে, রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এবং বিভিন্ন পক্ষ সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। কারণ তাদের মূল টার্গেট হওয়া উচিত এই নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষগুলোর যে কোনো মূল্যে মিয়ানমারে ফেরত যাওয়া নিশ্চিত করা। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে মিয়ানমারকে বাধ্য করা, সেখানে একটা পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা এবং এখনই সময় এটি করার। এ বিষয়টিই প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত করেছেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাত-ারাতি অং সান সু চির মতো তাদের পার্টনারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিব্বি দেশ শাসন করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১১শ'রও বেশি সামরিক জান্তাবিরোধী বিক্ষোভকারীকে হত্যা করেছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা। শুধু তাই নয়, মিয়ানমারের ভেতরে একটা ভয়ংকর নির্যাতন কার্যক্রম তারা চালিয়ে যাচ্ছে, রোহিঙ্গাদের ওপর তো বটেই। সেই রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের এ কাজটির ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ আছে বলে আমরা দেখি না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘ, কিংবা বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা রোহিঙ্গা সমাধানে কিছুটা ভূমিকা রাখছে; তবে তাদের যে ধরনের ভূমিকা রাখা উচিত, সেটা তারা রাখছে না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উলটো পথেও তারা হাঁটছে। যদি সত্যিকার অর্থেই তারা বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করতে চায়, রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে সবার আগে দরকার তাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা। বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যে ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশের হচ্ছে, সেটাকে তাদের হাইলাইট করা উচিত।

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের নিরাপত্তা হুমকি ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে-আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে সে বিষয়গুলো উঠে আসে না। এ বিষয়গুলোকে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি মনে করি, নাগরিক সমাজ থেকেও বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত। পুরো সংকটের ব্যাপারে একটা রি-ওরিয়েন্টেশন বা একটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার। এ সমস্যার ফলে যে আঞ্চলিক সংকট তৈরি হচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবেও যার অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার কর্মকাণ্ডে তার প্রতিফলন থাকা উচিত, বিষয়টিকে হাইলাইট করা উচিত। তাহলেই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে বাংলাদেশ একটা আশার আলো দেখতে পাবে বলে মনে করি।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

প্রযুক্তির সুফল রুখে দিচ্ছে সাইবার স্ল্যাকিং

ড. মো. নাছিম আখতার

করোনাকালীন বাংলাদেশ ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে। নাগরিক সমাজের সব কাজকর্ম এখন প্রযুক্তির সহায়তায় অনলাইনে চলমান। বর্তমান সময়ে ওয়েবিনার, অনলাইন মিটিং বা অনলাইন ক্লাসে একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা বন্ধ করে অনেক অংশগ্রহণকারী যুক্ত থেকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। বাস্তবে যখন অন-লাইন ক্লাস নিয়েছি, তখনকার একটি ঘটনার কথা বলছি–ক্লাস চলাকালীন ছাত্রদের কোনো একটি সংযোগ থেকে নাকডাকার শব্দ আসছে। শব্দ শুনে বুঝলাম অন্য প্রান্তের ছাত্র মাইক্রোফোন অন করেই ঘুমিয়ে পড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে অন্য ছাত্রকে বললাম ঘুমন্ত ছাত্রকে ফোন করে জাগাও। অনলাইন ক্লাসগুলোতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যুক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা অফ করে শিক্ষকের কথা না শুনে বিভিন্ন গ্রুপে চ্যাট করে। ফলে শিক্ষাঘণ্টা ব্যয় হলেও এর কার্যকরী সুফল পাওয়া খুবই দুরূহ। আমার পর্যবেক্ষণে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা না বুঝেই এমন আত্মঘাতীমূলক কর্মকাণ্ড করে, যার কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ওয়েবিনারে যুক্ত ছিলাম। নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে নাম উল্লেখ করে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করা হলে অন্যদিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না; কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি অনলাইনে যুক্ত আছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি ওয়েবিনার বা ভার্চুয়াল মিটিংয়ের ছন্দঃপতন ঘটায়। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোতে সচেতনতা জরুরি। করোনাকালে সশরীরে উপস্থিত থেকে মিটিং করা যাচ্ছে না বলেই ভার্চুয়াল মিটিংয়ের আয়োজন। এই আয়োজনে যদি সবার আন্তরিকতা ও মনোযোগ না থাকে, তাহলে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। আবার তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় ইলেকট্রনিকস ডিভাইসের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে অফিস সময়ে নিজের দাপ্তরিক কাজ বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত কোনো কাজেও আমরা ব্যস্ত থাকি। ইন্টারনেটের গতি ও সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মার্টফোন হাতের নাগালে থাকায় এ ধরনের কার্যক্রম নিজের অজান্তেই বেড়ে চলেছে। ফলে অফিসে কর্মরত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত কর্মঘণ্টা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্রাউজিং, নিষিদ্ধ ওয়েবসাইট ব্রাউজিং, অনলাইন শপিং, অনলাইন গেম ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবি। ওপরে আলোচিত বিষয়গুলো অফিস সময়ের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঘটে তাহলে এ ধরনের কাজকে বলা হয় সাইবার স্ল্যাকিং (Cyber Slacking)। সাইবার অর্থ ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সম্পর্কিত। আর স্ল্যাক অর্থ ধীর। দাপ্তরিক বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো কাজের সময়ে ইন্টারনেট ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের কারণে আমাদের দাপ্তরিক বা নির্দিষ্ট কাজের গতি সার্বিকভাবে মন্থর হয়ে পড়ে। একে সাইবার স্ল্যাকিং বলে। আমরা কেউই উপলব্ধি করতে পারি না, এর কারণে কী পরিমাণ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে।

কয়েক বছর আগের একটি গবেষণায় প্রতীয়মান যুক্তরাজ্যের চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব পারসোনাল ডেভেলপমেন্ট নামের প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেখানে কর্মরত জনবলের ব্যক্তিগত ব্রাউজিংয়ের কারণে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অফিসের কর্মচারীরা ইনস্ট্যান্ট মেসেজ, অনলাইন শপিং, ব্লগিং ইত্যাদির মাধ্যমে সময় নষ্ট করেছেন। একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত গবেষণায় প্রতীয়মান, প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরিরত ব্যক্তিরা ১.৪৪ ঘণ্টা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্রাউজ করছেন। যার নেতিবাচক প্রভাব তাঁদের কর্মজীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটি জরিপের ফল বলছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের জনবল সাইবার স্ল্যাকিংয়ে নষ্ট করে কর্মক্ষেত্রের ২০-২৪ শতাংশ সময়। ভারতে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, প্রতি কর্মদিবসে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা ১.৫৫ ঘণ্টা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, ১.৪৪ ঘণ্টা বিনোদন মাধ্যমে, ১.৪৬ ঘণ্টা জ্ঞান আদান-প্রদানে, এক ঘণ্টা বিল প্রদানে ব্যয় করছেন। পাশাপাশি আমেরিকার একটি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের গবেষণায় আরো একটি বিষয় উঠে এসেছে, তা হলো এক হাজার জনবলের একটি কম্পানি বছরে ৩৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যদি ওই কম্পানির জনবল প্রতিদিন অফিস সময়ের এক ঘণ্টা সাইবার স্ল্যাকিংয়ে ব্যয় করে।

পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো আমাদের অনেক আগেই ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় এসেছে। তাই সাইবার স্ল্যাকিং রোধে তাদের অনুসৃত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। সাইবার স্ল্যাকিং নামক অর্থনীতির গুপ্তঘাতক জাতীয় অগ্রগতির জন্য বড় বাধা। আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রগুলোয় ইন্টারনেটের ব্যবহারে সাইবার স্ল্যাকিং পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট সার্ভার রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কার্যকর মনিটরিং সেল স্থাপিত হলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা তাঁদের কর্মঘণ্টার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা যেমন জরুরি, তেমনি সম্পদের সুষম বণ্টন, উৎপাদকের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি, সরকারি কাজের জটিলতা নিরসন, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর সঠিক সুফল পেতে আমাদের ডিজিটাল সিস্টেমের নেতিবাচক প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। এর জন্য চাই বিষয়গুলো নিয়ে মানসম্মত গবেষণা। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির সুফল পেতে হলে জাতিকে অবশ্যই সাইবার স্ল্যাকিংয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

লেখক: উপাচার্য, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝাঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁময জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

সৌদিতে ফ্যাশন শো

(প্রথম পাতার পর)

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বুরাক ক্যাকম্যাক এ আয়োজনের ঘোষণা দেন। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আরব নিউজ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কালচার ভবনে আগামী ১০ ও ১১ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী চলবে এ অনুষ্ঠান।

ফ্যাশন শোর সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ডিজাইনারসহ ফ্যাশন অনুরাগীরা। এতে অংশগ্রহণকারীরা ফ্যাশন নিয়ে নিজেদের ধ্যান ধারণা, জ্ঞান এবং দক্ষতা বিনিময় করতে পারবেন বলে দাবি আয়োজকদের। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তাদের বেছে নেওয়া হবে এই শোর মাধ্যমে।

ফ্যাশন এক্সপার্ট, পেশাদার মডেল এবং আগ্রহীদের জন্যও উন্মুক্ত থাকছে এই বর্ণাঢ্য আয়োজন। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে এতে ভার্চুয়ালি অংশ নিতে পারবেন যে কেউ।

সৌদি আরবে প্রথম ফ্যাশন শোয়ের আয়োজন করা হয়েছিল ২০১৯ সালে। এবছর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এ শো-এর আয়োজন করা হচ্ছে। দেশটির এমন আয়োজন এরই মধ্যে সাড়া ফেলেছে স্থানীয়দের মাঝে বলে জানিয়েছে আরব নিউজ।

নোবেলজয়ী মারিয়া রেসা বললেনঃ ফেসবুক

(প্রথম পাতার পর)

মিডিয়া জায়ান্ট ফেসবুক ভুল তথ্য পরিবেশন আটকাতে পারেনি এবং তারা হিংসা ছড়ানো রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফেসবুক যেন সত্যের বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে।'

র‍্যাপলারের প্রধান মারিয়া রেসা আরো বলেন, 'ফেসবুকের কল্যাণে রাগ এবং হিংসা যেন সত্যকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ফেসবুকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। তাদের সাবেক এক কর্মচারী অভিযোগ তোলেন, হেট স্পিচ দমন ও ভুল তথ্য প্রতিরোধে ফেসবুক যতটা না ব্যস্ত, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত অর্থ উপার্জনে। ৩০০ কোটিরও বেশি মানুষের এই বিশাল পরিবারের কর্তারা অবশ্য এই বক্তব্য অস্বীকার করেছে।'

রেসার মন্তব্যের বিষয়ে ফেসবুকের বক্তব্য চাওয়া হলে তাদের একজন মুখপাত্র জানান, ফেসবুক এর মধ্যেই দৃশ্যমান ক্ষতিকর কনটেন্ট সরাতে বিপুল অর্থলগ্নি ও জনবল নিয়োগ করেছে। ওই মুখপাত্র বলেন, 'আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং অবশ্যই আশা করি, পৃথিবীব্যাপী গণমাধ্যমকর্মীরা তাঁদের কাজ সঠিকভাবে করে যাবেন। যদিও ফেসবুকই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম, তবুও এখনো এটি সত্য ও গণমাধ্যমের বিপরীতে দাঁড়িয়ে।'

রেসা বলেন, 'প্রকৃত ঘটনা না জানলে আপনি সত্য জানতে পারবেন না। আপনি তখন বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবেন। প্রকৃত ঘটনা, সত্য ও বিশ্বাস– এ তিনটির একটিও যদি আপনার কাছে না থাকে, তবে আপনি গণতন্ত্রহীন হয়ে যাবেন। আর যদি সত্য জানার পরও আপনি সেটা সঠিকভাবে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে না পারেন, তবে আপনি অনেককে অনেক কিছু জানা থেকে বঞ্চিত করবেন।'

পাকিস্তানী পরমাণু বোমার জনক

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাটমিক উইপনস প্রোগ্রাম) বলে পরিচিত ড. আবদুল কাদের খান আর নেই (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)।

গতকাল রোববার রাজধানী ইসলামাবাদে ৮৫ বছর বয়সে মারা যান তিনি। তার মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট ড. আরিফ আলভি, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সহ বিভিন্ন রাজনীতিক শোক প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক নেতারা বলেছেন, ড. আবদুল কাদের খানের এই বিদায় জাতির জন্য এক বড় ক্ষতি।

রেডিও পাকিস্তানকে উদ্ধৃত করে অনলাইন ডন বলছে, সকালের দিকে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকলে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। পিটিভি বলছে, তার ফুসফুসে সমস্যা ছিল। হাসপাতালে স্থানান্তরের পর এই পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ড. আরিফ আলভি।

তিনি বলেছেন, ১৯৮২ সাল থেকে ড. আবদুল কাদের খানকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তিনি। তার ভাষায়, জাতি রক্ষায় তিনি আমাদের পরমাণু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞ এই জাতি কখনো তার এসব সেবার কথা ভুলবে না। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে বলেছেন, পাকিস্তানকে পারমাণবিক অস্ত্রধার রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলায় ড. আবদুল কাদের খান যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, সেজন্য তাকে ভালবাসে এ জাতি। বৃহৎ পারমাণবিক অস্ত্রধর প্রতিবেশী আমাদের বিরুদ্ধে যে আগ্রাসন হয়ে আছে, সে ক্ষেত্রে তার এই অবদানের আমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। পাকিস্তান জাতির কাছে তিনি একজন জাতীয় আইকন।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা শেহবাজ শরীফ বলেছেন, জাতি সত্যিকারের একজন হিতকারীকে হারিয়েছে। তিনি হৃদয় ও মন দিয়ে মাতৃভূমির সেবা করেছেন। ড. খানের এই চলে যাওয়া দেশের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। পাকিস্তানকে পারমাণবিক অস্ত্রে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সবসময় কেন্দ্রে থাকবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পারভেজ খাত্তাক বলেছেন, তার এই মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত এবং তার এই চলে যাওয়া এক বড় ক্ষতি। তিনি আরো বলেছেন, জাতির জন্য তিনি যা করেছেন তা চিরদিন পাকিস্তান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। আমাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে সমুন্নত করতে তার অবদানের কাছে জাতি গভীরভাবে ঋণী।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী আসাদ উমর বলেছেন, ড. আবদুল কাদের খান দেশকে অজেয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার এই চলে যাওয়ায় তার আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেছেন মন্ত্রী আসাদ উমর।

উল্লেখ্য, ভারতের ভুপালে ১৯৩৬ সালে জন্ম ডক্টর আবদুল কাদের খানের। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা দেশ ত্যাগ করে চলে যান পাকিস্তানে। গত মাসে ড. আবদুল কাদের খান অভিযোগ করেন, হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বা তার মন্ত্রীপরিষদের কোনো সদস্য তার শারীরিক অবস্থার কোনোই খবর নেননি। রাষ্ট্র পরিচালিত বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের (এপিপি) মতে, করোনা ভাইরাস পজেটিভ ধরা পড়েছিল ড. আবদুল কাদের খানের। এরপর গত ২৬ শে আগস্ট খান রিসার্স ল্যাবরেটরিজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। পরে তাকে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ভাইরাস থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাকে ছাড় দেয়া হয়।

এখানে আরো উল্লেখ করার বিষয় হলো, ২০০৪ সালে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক স্ক্যান্ডালের কেন্দ্রে চলে আসে আবদুল কাদের খানের নাম। নানা নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে তখন। ওই সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন তখনকার সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ। তার অভিযোগ, ড. আবদুল কাদের খান পারমাণবিক সামগ্রীর একটি দুর্বৃত্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ তিনি পারমাণবিক প্রযুক্তি অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করছেন। জেনারেল পারভেজ মোশাররফের এ ঘোষণার অল্প পরেই আবদুল কাদের খানের স্বীকারোক্তিমূলক একটি রেকর্ডেড বক্তব্য প্রচার করা হয়। এতে তিনি অভিযোগের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে নেন।

আবদুল কাদের খান পাকিস্তানে শ্রদ্ধা সহকারে মহসিন-ই-পাকিস্তান, অতি জনপ্রিয় ড. এ. কিউ. খান হিসেবেও পরিচিত। তিনি একজন পরমাণু বিজ্ঞানী এবং একজন ধাতুবিদ্যা প্রকৌশলী। পাকিস্তানের সমন্বিত পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের জন্য এইচইইউ ভিত্তিক গ্যাস-সেন্ট্রিফিউস ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয় তাকে। ১৯৭৬ সালে, তিনি খান গবেষণা পরীক্ষাগারসমূহ (কেআরএল) প্রতিষ্ঠিত করেন। ২০০১ সালে, অবসরে যাওয়া পর্যন্ত তিনি একজন সাধারণ-পরিচালক এবং উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং অন্যান্য বিজ্ঞান প্রকল্পে তিনি একটি প্রাথমিক এবং প্রাণোদ্দীপক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পারমাণবিক বোমা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ছাড়াও, তিনি আণবিক অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, বাস্তব মারটেনসাইট এবং তার সমন্বিত ঘনীভূত এবং উপাদান পদার্থবিদ্যাতে অবদান রাখেন। তিনিই প্রথম পাকিস্তানি হিসেবে হিলাল-ই ইমতিয়াজ সহ তিনটি প্রেসিডেন্সিয়াল পুরষ্কার পেয়েছেন।

ফেসবুকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা যে

(প্রথম পাতার পর)

রাত ৯টা ১৫মিনিট থেকে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত কেউ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে প্রবেশ বা হয়াটসঅ্যাপে সংযোগ স্থাপন করতে পারেননি।

অবশ্য ফেসবুক ডাউন থাকার ঘটনা এর আগেও গয়েছে। তবে সেটা বিশেষ কিছু লোকেশন বা কিছু কিছু দেশের ক্ষেত্রে। এবারই প্রথম এই ধরনের ঘটনা ঘটলো, যেখানে ফেসবুকের হেডকোয়াটারেও সব সেবা বন্ধ ছিল। এমনকি ফেসবুকের কর্মীরা যারা অনলাইনে ওয়ার্কপ্লেসে কাজ করেন তারাও লগইন হতে পারেননি।

আসলে কী ঘটেছিল?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মূল কারণ ছিল ফেসবুকের DNS (Domain Name System) সিস্টেমের সমস্যা। সাধারণত একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম কাজ করে কতগুলো আইপির (ইন্টারনেট প্রোটোকল) ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ একটি কম্পিউটার যখন অন্য একটি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, তখন একে অপরকে চিনে থাকে আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে। একইভাবে আমরা যখন ইন্টারনেটে কোনো ওয়েবসাইট কিংবা সার্ভারে প্রবেশ করি, তখন মূলত ওই সার্ভারে প্রবেশ করি তার নির্ধারিত আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে। প্রতিটি সার্ভারের একটি নির্দিষ্ট ইন্টারনেট আইপি থাকে, যা হয় ইউনিক। ঠিক মোবাইল নাম্বারের মতো। একটি অন্য কারো সাথে মিলবে না।

যেমন- ফেসবুকের অনেকগুলো আইপির মধ্যে একটি হলো- ৬৩.৬৯.১৭৬.১৩। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এত আইপি অ্যাড্রেস কখনোই মনে রাখা সম্ভব নয়। তাই এর সহজ সমাধানে ব্যবহৃত হয় DNS (Domain Name System), যার কাজ হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসকে নামে কনভার্ট করা। উদাহরণ হিসেবে আমরা যখন facebook.com লিখি তখন এই উঘঝ প্রযুক্তি প্রথমে খুঁজে বের করে ঋধপবনড়ড়শ.পড়স-এর সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস কী, তারপর facebook.com ওই সার্ভার আইপির সাথে সংযোগ স্থাপন করে আমাদেরকে সার্ভার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

ঠিক একইভাবে আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। আমাদের কষ্ট করে আইপি মনে রাখতে হয় না। শুধু ওয়েবসাইটের ঠিকানাটা মনে রাখলেই হয়।

প্রশ্ন আসতে পারে ফেসবুকের উঘঝ সমস্যা হলে whatsapp I instagram এ দু'টিতেও কেন এর প্রভাব পড়বে? উত্তর হলো- facebook, instagram & whatsapp এদের সবার ডাটাই থাকে একটি সার্ভার সিস্টেমে এবং ব্যাকইন্ডে ডাটাবেস কানেক্টিভিটি এর ক্ষেত্রে সবাই ফেসবুকের উঘঝ সিস্টেম (facebook.com) ব্যবহার করে। তাই ফেসবুকের উঘঝ সমস্যা হওয়াতে বাকিগুলোরও হয়েছে।

যদিও ফেসবুক ইঞ্জিনিয়ারিং টিম থেকে একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে 'নেটওয়ার্ক রাউটিং সিস্টেম কনফিগারেশনে তারা কিছু পরিবর্তন পেয়েছে, যে কারণে মূল সার্ভারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

সবশেষে বলা যায়, নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ত্রুটির কারণে ঘটনাটি ঘটতে পারে। সেটা হতে পারে উঘঝ ইস্যু অথবা Router ইস্যু। তবে যখন এই সমস্যাটি হয় তখন আমরা ফেসবুকের কিছু কিছু আইপিকে ping করে পেলেও facebook.com-কে ping করে পাচ্ছিলাম না।

শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

(প্রথম পাতার পর)

দোলা, বাতাসে শিউলী ফুলের ঘ্রাণ। প্রকৃতির এ শোভনীয় (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

(প্রথম পাতার পর)রূপের মোহনীয় সজ্জা জানান দিচ্ছে শরতের আগমনী বার্তা। সঙ্গে নিয়ে এসেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। দুষ্টের বিনাশ ও সৃষ্টের পালন করতে বছর ঘুরে আবারো দুর্গতিনাশিনী দশভুজা 'মা দুর্গা' এসেছেন আমাদের মাঝে। সোমবার পবিত্র ষষ্ঠি তিথিতে অশ্বমেথ বৃক্ষের পূজার মাধ্যমে আবাহন করা হবে দেবী দুর্গার। ঢাক-ঢোল আর কাঁসার বাদ্যে দেবীর বোধন পূজার মধ্যদিয়ে শুরু হবে দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। সপ্তমী তিথিতে চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করা হবে দেবীর মৃণ্ময়ীতে। পরদিন মহা অষ্টমী তিথিতে সনাতনী নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ সকলে মিলে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়া হবে। এইদিনই হবে সন্ধীপূজা। মাতৃরূপে কুমারী কন্যাকে জীবন্ত প্রতিমা কল্পনা করে জগজ্জননীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে হবে 'কুমারী পূজা'। শাস্ত্রমতে, এদিন পূজিত কুমারী কন্যার নামকরণ করা হয় 'উমা'। ভক্তদের মতে, এটি একাধারে ঈশ্বরের উপাসনা, মানববন্দনা আর নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। মূলত নারীর সম্মান, মানুষের সম্মান আর ঈশ্বর আরাধনাই কুমারী পূজার অন্তর্নিহিত শিক্ষা। নবমীতে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হবে। সর্বশেষ দশমী তিথিতে দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হবে দেবী দুর্গাকে। আর দেবীর এই আগমনকে ঘিরেই ব্যস্ত সময় পার করছেন রাজধানী শহর ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের পূজা সংশ্লিষ্টরা।

রাজধানীর বনানী দুর্গা মন্দিরে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিবারের ন্যায় এবারো প্রস্তুত করা হয়েছে মহামায়া দেবী দুর্গাসহ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা। বাহারি সব রঙ দিয়ে সাজানো হয়েছে এসব প্রতিমা। রঙ-বেরঙের আলোকসজ্জা আর নানা রঙের ডিজাইনের কাঠামো দিয়ে সাজানো হয়েছে পুরো পূজাঙ্গণ। গুলশান-বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সন্ধ্যারতি, ধূনচী নাচসহ পূজার পাঁচ দিনই থাকছে নানা আনুষ্ঠানিকতা।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে প্রতিমা আবার রেখে দেয়া হয় বছরজুড়ে। তাই এখানকার প্রতিমা তৈরিতে একটু বেশিই নজর দেয়া হয়। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে প্রতিমার রঙ-তুলির আঁচড়। ত্রিশূল, চক্র, ঢাল-তলোয়ারসহ নানা অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে দশভূজা দেবী দুর্গাকে। জমকালো সাজে সাজানো হয়েছে পুরো ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অন্দরবাহির।

এদিকে, রামকৃষ্ণ মিশন, মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দির, শাঁখারী বাজার, রমনা কালী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী পূজামন্ডপ, পশ্চিম ধানমন্ডির দুর্গা মন্দির, আখড়া মন্দির, নিমতলা মন্দির, ফার্মগেট, বনশ্রীসহ রাজধানীর অন্যান্য এলাকাতেও জমকালোভাবে আয়োজন করা হয়েছে দুর্গাপূজার। পঞ্জিকা মতে জানা গেছে, এবার মা আসছেন ঘোটকে বা ঘোড়ায় চেপে। দশমীর দিন তিনি কৈলাশে ফিরেও যাবেন দোলায় চড়ে। শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতেরা বলছেন, দেবীর এবারের আগমন ও গমন বার্তা মর্ত্যবাসীর জন্য মোটেই শুভকর নয়। ঘোটকে চড়ে আসার অর্থ ছত্রভঙ্গ। অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এলোমেলো অবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, বিপ্লব ইত্যাদির সংকেত। দোলায় ফেরার অর্থ মড়ক কিংবা মহামারি।

পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জি বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। এ বছর সারা দেশে ৩২ হাজার ১১৮টি মন্ডপে হবে দুর্গাপূজা।

জরুরী পণ্য ঘাটতির শঙ্কা গ্রোসারিতে

(প্রথম পাতার পর)

ম্যাককরমিক গরমেট, গনম মশলা এবং মেরি ক্যালেন্ডার'স পট পাইস।

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর পণ্য সরবরাহের যে পরিস্থিতি ছিল তার চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে পুরোপুরি আগের অবস্থা তৈরি হয়নি।

বহু কোম্পানি গ্রোসারদের অনুরোধ করেছে, তারা যেন তাদের বেশ কিছু পণ্যের অবাধ বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যেন সামগ্রীগুলো দোকান থেকে বিক্রি হয়ে ফুরিয়ে না যায়।

অন্য খাদ্য সরবরাহ ব্র্যান্ডগুলো সুনির্দিষ্ট পণ্যের ওপর পারচেজ ক্যাপ বসাচ্ছে। যাতে করে সরবরাহে ঘাটতি তৈরি না হয়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৩ অক্টোবরের মধ্যে ১৫ শতাংশ হিমায়িত খাদ্যের মজুদ ফুরিয়ে গেছে। আইআর-আইয়ের দেয়া হিসাবে দেখা যায়, একই সপ্তাহে ১৮ শতাংশ পানীয়, ১৬ শতাংশ স্ন্যাকস এবং ১৫ শতাংশ ক্যান্ডির মজুদ শেষ হয়।

কোভিড নাইনটিনের আগে ৭ থেকে ১০ শতাংশ পণ্যের মজুদ ফুরিয়ে যায়।

অনলাইন খুচরা বিক্রেতা বক্সড-এর সিইও চিয়ে হুয়াং এ বিষয়ে বলেন, 'খাদ্য থেকে পণ্য প্যাকেটজাত করার ক্ষেত্রে বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারেও নতুন ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছে। বক্সড-এর মজুদের ওপর বিষয়টি প্রভাব ফেলছে।'

তিনি আরও বলেন, গত বছরের এ সময়ের চাইতে এখন অবশ্য পরিস্থিতি ভালো।

কফি বা জুতার মতো অক্টোবরের পণ্যগুলোরও চাহিদা আছে। কারণ সরবরাহ চেইনে ঘাটতি।

সূত্র: সিএনএন

শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

প্রথম বৈঠক। আগামীকাল রোববারও আরেক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

আল জাজিরার খবরে এই বৈঠককে 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানের নতুন অধ্যায়' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈঠকের বিষয়ে তালেবানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তাসহ ২০২০ সালের দোহা চুক্তির বাস্তবায়ন ফোকাস করা হয়েছে। তালেবান সরকারের এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, আফগানিস্তানের রিজার্ভ উত্তোলনে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপকৃত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেন, তালেবানকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে বৈঠক হয়নি, বরং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশি নাগরিকদের নিরাপদে প্রস্থান, মানবাধিকার ও নারী অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কাতার থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক নাতাসা ঘোনিম জানিয়েছেন, মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে তালেবান, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে ফোকাস করেছে। তবে এই বৈঠক থেকে বড় ধরনের কোনো ঘোষণা আসার সম্ভাবনা কম বলেও মন্তব্য করেন এই সাংবাদিক। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া এবং তালেবানের চাওয়ার মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সব পক্ষকে নিয়ে সরকার গঠন করতে বললেও তালেবান সেটা করেনি। নারীদের প্রতি তালেবানের আচারণ নিয়েও যুক্তরাষ্ট্র অখুশি।

সোনালি সেই দিনগুলো কোথায় হারালো



সালাহউদ্দিন বাবর

উত্তেজনাহীন, শান্ত সুস্থ আলোচনা অন্যের মতের প্রতি সহনশীল সংলাপ সব সময়ই ইতিবাচক আবহ সৃষ্টি করে। সমাজের যেকোনো সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মহৎ উদ্দেশ্য হয়ে যদি কোনো সংলাপ হয়; তাতে মতপার্থক্য কমবে এবং ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তা হবে একটি উত্তম প্রয়াস। বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে পুষে রাখা ক্ষোভ, ভুলের ওপর অটল থাকার মতো একগুঁয়েমি পরিহার করে খোলা মন নিয়ে সংলাপ করা হলে বহু সঙ্কটের অবসান ঘটা সম্ভব।

বিদ্যমান বাস্তবতায় সমাজে এ মুহূর্তে একটি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে যে, দেশে এখন কিসের সঙ্কট বিদ্যমান, তথা কী আমাদের নেই এবং কী আছে। এ নিয়ে যদি কোনো আলোচনার সূত্রপাত করা হয়, তবে বিভিন্ন মানসিকতা, মত ও পথের ব্যক্তিরা উৎসাহের সাথে সে সংলাপে অংশ নিতে চাইবে।

তবে এ ক্ষেত্রে সমাজের রাজনৈতিক মনস্ক ব্যক্তিরা অবশ্যই সবার আগে এমন সংলাপকে লুফে নেবেন। জাতি হিসেবে আমরা কথা বলতে ভালোবাসি এবং কাউকে কাউকে বাচাল বলেও চিহ্নিত করা হয়। রাজনীতি নিয়ে আমাদের উৎসাহের তো কোনো ঘাটতি নেই। এর প্রমাণ দেশে নাম ও সাইনবোর্ডসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেশুমার। আর আমাদের প্রিয় সাবজেক্ট রাজনীতি। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও বাংলাদেশীরা রাজনীতিতে মশগুল তো থাকেই, দলবাজি করে হুজ্জুত হাঙ্গামা পর্যন্ত বাধায়।

বেশুমার রাজনৈতিক দল গঠনের কারণ কোনো আদর্শিক চেতনা নয়, সমাজে কেউকেটা হিসেবে গণ্য হওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাই হোক, আমরা সংলাপ প্রসঙ্গে ফিরে যাই। যেকোনো আলোচনায়ই একাধিক পক্ষ সৃষ্টি হয় মত ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলতে শুরু করবেন, দেশে এখন রাজনীতির সুস্থ পরিবেশ নেই, গণতন্ত্র লোপাট হয়ে গেছে, গণতন্ত্রের প্রকৃত চেতনা তথা গণতন্ত্রের অন্তর আত্মা যে নির্বাচনী ব্যবস্থা তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের শুদ্ধ প্রক্রিয়া তথা গণমানুষের ভোটদানের যে মৌলিক অধিকার, সেটি গুটিকতক দলান্ধ রাজনৈতিক মাস্তান প্রশাসনের সহায়তায় ছিনতাই করে নিয়েছে। এই ভূখন্ডের মানুষ যে রাষ্ট্রের 'মালিক' এই সাংবিধানিক চেতনা ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার যে মূল নীতি যা শাসনতন্ত্রে সংযোজিত রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র' এহেন পবিত্র মূল্যবোধ এখন অর্থহীন আর বিবর্ণ। মৌলিক মানবাধিকার ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, রাষ্ট্রের স্থপতির যত স্বপ্নসাধ, তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোনো আন্তরিক প্রয়াস নেই, গোটা সংবিধান এখন শিকায় তুলে রাখা হয়েছে। দেশের সম্পদ লুটে নেয়া হচ্ছে।

অপরপক্ষ পাল্টা যত যুক্তিতর্ক তুলে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে খন্ডন করতে নানা তথ্য-উপাত্ত ও উদাহরণ টেনে 'যুতসই' উত্তর দেয়ার চেষ্টা তো করবেই। তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ দেশের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সংগঠনের পূর্বসূরিরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন; তাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা আর প্রতিশ্রুতি প্রশ্নাতীত। আমাদের সরকার সব প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা সরিয়ে দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে চলেছে। কোভিড নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। বিশ্বে দেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বলতর করা হয়েছে। উভয়পক্ষের বক্তব্যে সারবর্তা নেই, তা অস্বীকার করা যাবে না। এমন সংলাপে মতপার্থক্য থাকলে দু'পক্ষই ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতা রক্ষা করতে পারবেন কি না, জানি না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, রাজনীতির ময়দানে সংগঠনের নেতারা পরস্পরের প্রতি যে জ্বালা ধরানো আক্রমণাত্মক ভাব-ভাষা প্রয়োগ করে থাকেন, তাতে না থাকে গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা শালীনতা, না থাকে ভব্যতার লেশ। এসব বক্তব্যে বেশির ভাগ সময়ই হয়ে থাকে প্রতিহিংসামূলক ও সত্য-অসত্যের মিশ্রণ। এ জন্য দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সব সময় উত্তাপ-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তা মূলত তাদের অগণতান্ত্রিক বক্তব্যে আচার-আচরণের কারণেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেখানে রাজনীতিকদের মধ্যে সাধারণ সৌজন্য বিনিময় এমনকি তাদের পক্ষে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হওয়া আদৌ সম্ভব হয় না। অথচ অতীতে এমন ছিল না। নিজেদের মত ও বিশ্বাসে অকৃত্রিম নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও অপরপক্ষের আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতেন না।

রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টদের বাইরে যারা গুণীজন, প্রজ্ঞা আর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মানুষ, তারা কোনো রাজনৈতিক ডামাডোলে গা ভাসিয়ে চলেন না। স্বাধীন নির্মোহভাবে কোনো বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে পরিমিত কথা বলেন। তাদের সব বক্তব্য মাঠেঘাটে বাজিমাৎ করার মতো হয় না। তাদের বক্তব্যের মূল্যায়ন সবাই করবে। এমন আশাও তারা পোষণ করেন না। তাদের সংক্ষিপ্ত কথা দেশ গত ৫০ বছরে যতটুকু পেয়েছে। তা নিয়ে প্রীত হওয়া, তৃপ্তি বোধ করাও সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। বরং গত ৫০ বছরে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি বা ধরে রাখতে পারিনি, তা হলো মূল্যবোধ, সুনীতি, নৈতিকতা, সৌজন্য, মমত্ব, নারীসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ, সম্মান। হৃদয়ের যত শান্তি, তৃপ্তি, ঐতিহ্য, অল্পে তুষ্ট থাকার মানসিকতা, আইনকানুনের প্রতি সমীহ, প্রবীণদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা সমীহ প্রদর্শন ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরো অনেক মানবিক গুণ আমরা খুইয়ে ফেলেছি। বোদ্ধাদের এমন বিবেচনা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে এ মুহূর্তের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।

উপরে রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিদের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য থেকে দেশের অনেক সমস্যা আর সম্ভাবনার বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। তাকে ধর্তব্যে নিয়ে আসা এবং সেগুলোর প্রতিবিধানের চেষ্টার আশা করা আসলে সুদূরপরাহত। কিন্তু এসব ক্রনিক ডিজিজ থেকে মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে জাতিকে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকতে হবে; যার দুঃখ-গ্লানি অপরিসীম। যদি কিছু করা না হয়, তবে মানুষের ও দেশের প্রতি যে প্রীতি ও মমতার কথা ওপর থেকে বলা হয়; তাকে তো মেকি বলে ভাবতে চাই না।

বোদ্ধাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বক্তব্য আর অনুভূতি, মূল্যবান উপলব্ধিগুলো বোঝার চেষ্টা হবে বা যা কিছু হারানোর কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে কোথাও আন্তরিকভাবে আত্মবিশ্লেষণ হবে– সে আশা নেই। অতীতে জীবনে স্বস্তি সমাহিত ভাব অনুরণিত হতো। আজকে সেখানে বিদেশীদের হই-হুল্লোড়কে সঙ্গীত বলে নতুন প্রজন্ম তাতে মত্ত হয়ে থাকে। আমাদের চিরায়ত গান, মরমি সঙ্গীত শুদ্ধ সংস্কৃতি



এখন হুমকির মুখে পড়েছে। অতীতে আইনের সীমালঙ্ঘনকারীদের সংখ্যা খুঁজতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগত। এখন তো সীমালঙ্ঘনকারীরা সমাজে মিছিল করে বেড়ায়।

উপরে পশ্চিমের সঙ্গীত নিয়ে বাধ্য হয়ে মন্দ শব্দ উচ্চারণ করেছি বটে। তবে পশ্চিমে এখনো অনেক কিছু আছে, যা আমাদের নেই। সেসব দেশে আইন ঐতিহ্যের প্রতি এখনো শ্রদ্ধা অটুট রয়েছে। মানুষ ও সমাজের প্রতি কোনো বৈরী মনোভাব নেই। পশ্চিমে নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা প্রথমেই থাকে। তবে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা গবেষণার ফল আর যত উদ্ভাবন তা অন্যদের সাথে শেয়ার করে।

উপরে রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিদের সার নির্যাস নিয়ে কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় নেবে কি না, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলেছি। তবে তৃতীয় পক্ষের কথা তথা বোদ্ধা সমাজের কথাগুলোকে নিছক অতীতের কচকচানি বলেই ধরে নেবে। এ কথা হয়তো একবারও ভাববে না, সত্যিই তো আমরা যা হারিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করা যায় কি না।

যারা যখন ক্ষমতায় থাকেন, তারা যদি এমনটি ভাবেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কেবল তারাই যোগ্য, তাদের কোনো বিকল্প নেই। এমন অহংবোধ অবশ্যই দলতন্ত্রের জন্ম দেয়; বরং ক্ষমতাসীনদের উচিত দেশের যে নীতি আদর্শ ও দিকনির্দেশনাগুলো সংবিধানে বর্ণিত রয়েছে; তাকে পুরোপুরি অনুসরণের মানসিকতায় উজ্জীবিত হওয়া। দেশের সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থকে একমাত্র বিচার্য বিষয় হিসেবে মেনে নিতে হবে। দেশের মানুষকেই সব মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী হিসেবে জনগণকে গণ্য করা না হলে এই মানসিকতা যদি পোষণ করা হয়, 'বিচার মানি তবে তালগাছটা আমার' তবে কিছুরই সুরাহা হবে না, দেশ ভুগতেই থাকবে। কল্যাণধর্মী রাজনীতি দেশের জন্য অনেক কিছু। তবে সেই সাথে ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ আরো অনেক কিছু আছে। এসব বিষয়কে আর দূরে সরিয়ে রাখা ঠিক হবে না। জীবনের পূর্ণাঙ্গতার জন্য এসব আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে গণ্য করতে হবে।

কৈশোরে অনেকের মতোই স্কুলে আমাদের পাঠ্যক্রমে একটি কৃশকায় পুস্তক অন্তর্ভুক্ত ছিল। যতদূর মনে পড়ে, ইংরেজি ভাষায় লিখিত সেই পুস্তকটির নাম ছিল 'মরাল এথিক্স' সেখানে নীতি-নৈতিকতার যে দীক্ষা বাণীবদ্ধ ছিল, অনেকের মতো আজো তা মনমানস থেকে হারিয়ে যায়নি। আজকে সমাজের দৈন্য ও করুণ পরিণতি দেখে সেই ক্ষুদ্র পুস্তকের বাণীগুলো আর যেন নীরব থাকতে চাইছে না। তা সরব হয়ে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গের মতো গর্জন করে সমাজে আছড়ে পড়ে সুনামির মতো কলঙ্ক কালিমাকে ভাসিয়ে নিতে চায়। পুস্তকটির বাণীতে ছিল শুদ্ধতার সার্বজনীন আবেদন। স্বভাবমন মগজকে সেই আবেদনে মথিত করে কঠিন শীলার মতো দৃঢ় করে তুলতে চাইত সেই পুস্তকের বাণীগুলো।

আমাদের ধর্মানুভূতি তথা ইসলামের শিক্ষা যা সর্বকালের সৎ-চিন্তা, সদাচরণের আধার। অপরাধ অপকর্ম থেকে দূরে থাকার যাবতীয় বিষয় তাতে সংযুক্ত রয়েছে। এই বোধ যেন পরশপাথরের মতো। যে এর ছোঁয়া পেয়েছে যথাযথভাবে, এর অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করেছে, সে এক অনন্য অনুসরণীয় চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছে। যদি এই চেতনায় দেশের বিপুল শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যেত; তবে যে জনশক্তি এখন বিশৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়ে আছে, তারাই বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী সৎ মানুষ আর জনসম্পদে পরিণত হতে পারত। দুঃখ এ দেশের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলিম। সেই ধর্মের দীক্ষা অনুশীলন খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এসবই আমাদের যত জিল্লতির কারণ। এসব মানুষকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার প্রচেষ্টা তো নেই।

যাই হোক সমাজ-রাষ্ট্রের নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত, তাদের রাজনীতির ক্যারিয়ার অনেক দিনের। তাদের সবারই রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য শুধু মানুষের কল্যাণ করার চিন্তা থেকে নয়। তাদের কিছুসংখ্যকের অভিলাষ হচ্ছে ক্ষমতার উষ্ণতা ওম পাওয়া। দেশের মানুষের নয়, স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাজনীতিকে হাতিয়ার করা। সব সময়ই ক্ষমতাসীনদের মধ্যে কেউ কেউ এতটা উদাসীনতায় ভোগেন যে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে মহৎ চেতনা সেটি বিবেচনায় থাকে না। তা ছাড়া তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তাদেরও এমন বিষয়গুলো তদারকিও করেন না। দেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত রয়েছে– 'সকল সময় জনগণকে সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।' অথচ একশ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের এমন কর্তব্য পালনের ব্যাপারে অবহেলার কোনো শেষ নেই।

দেশের এক বিপুলসংখ্যক মানুষ চরম বৈষম্যের শিকার, সংবিধান তা যত দ্রুত সম্ভব দূর করা চেষ্টার কথা বলেছে। কিন্তু সে উদ্যোগের গতি কচ্ছপের গতিরই মতো।

আজকের বাস্তবতার নিরীক্ষে সমাজ-রাষ্ট্র পরিশুদ্ধ করার নৈতিক ভিত্তিটা এমন হতে হবে; যা অকুতোভয়ে সৎ ও অসৎ মানুষের মধ্যে সীমা রেখে টানা সম্ভব নয়। ভালো-মন্দের ধারণা স্পষ্ট করার শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আর দেরি করা ঠিক নয়। মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করা যাবে না। তাই ধর্মীয় বোধ বিবেচনার সহায়তা নিতে হবে। ইসলামের যে নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা তা মানুষের সেট করা পলিসি নয়। ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনে স্রষ্টা নীতি-নৈতিকতার স্থায়ী ও মৌল বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন।

মানুষকে হিতোপদেশ দেয়ার দায়িত্ব কেবল কোনো শ্রেণিবিশেষের ওপর এমন নয়। সমাজের অগ্রসর বিজ্ঞ আলোকিত মানুষ যাদের চিন্তাভাবনায় সারাক্ষণ দোল খায় মানবিকতা, সততা, আদর্শ; যা তারা নিজেদের জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয়। তাদেরই সমাজকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখা নৈতিকতার দাবি। যেহেতু ইসলাম পৃথিবীর সব মানুষকে সৎ পথ দেখানোর দায়িত্ব নিয়ে এসেছে এবং মানুষকে উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করার দীক্ষা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ইসলামের জ্ঞান অভিজ্ঞান আর ব্যুৎপত্তির অধিকারীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দায়িত্ব জাগ্রত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামের কালজয়ী শিক্ষা সৌন্দর্য, মানবতাবোধ, ন্যায়পরায়ণতা। সবার মধ্যে সঞ্চারিত করা গুণীজনদের অবশ্য কর্তব্য।

যাদের মধ্যে ইসলামের এমন আলো প্রজ্বলিত রয়েছে; তা দিয়ে আরো অনেককে আলোকিত করার অদম্য স্পৃহা থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় সে বিবেচনা এর আলোচনা উপস্থাপনায় সে কথা মনে রাখতে হবে। আজকাল অনলাইনে ইসলাম নিয়ে আলোচনা শুনতে পাই। তবে তা যেন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের খোরাক হয় এবং ইসলামের খন্ডিত বিষয় নিয়ে কোনো আলোচক বক্তব্য যেন না হয়। সে যাক, এমন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আর কিছু বলা আমাদের মতো মানুষের সাজে না।

আজকের বিশ্বের হাই প্রোফাইলের মুসলিম স্কলারগণ বিশ্বব্যাপী ইসলামের মূল এসেন্স মহত্ত্ব তথা এর কালোত্তীর্ণ আদর্শ প্রচার করছেন এবং ইসলাম নিয়ে কিছু অজ্ঞান অর্বাচীন ব্যক্তি যে ভ্রান্ত প্রচার করছে; তার যথাযোগ্য যুক্তিসমৃদ্ধ প্রতি উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দেশেও বেশ কিছু স্কলার জ্ঞানসমৃদ্ধ নানা নিবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করে ইসলাম সম্পর্কে দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ করছেন, তাদের জানার পরিধি বিস্তৃত করছেন।

ভিন্ন ধর্মের মুক্তমনের বহু বিজ্ঞজন ইসলাম নিয়েও চিন্তাভাবনা করেন। তারা এর মর্ম, সৌন্দর্য মানব কল্যাণে তার লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত। এমন ভিন্নধর্মী বিজ্ঞজনদের মধ্যে একজন ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি ড. শঙ্কর দয়াল শর্মা। গভীর জ্ঞানের অধিকারী ড. শর্মা পবিত্র কুরআন নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সে সম্পর্কে অনেকেই হয়তো অবহিত। এ কবিতাটি ভারতে বহু মানুষকে বিস্মিত করেছিল। হিন্দি ভাষায় লিখিত কবিতাটি শিরোনাম 'আল কুরআন' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

'যা ছিল কর্মসঞ্চালনের গ্রন্থ, হয়ে গেল প্রার্থনা পুস্তক, যা ছিল অধ্যয়নের জন্য, রয়ে গেল আবৃত্তির জন্য। জীবন্তদের বিধান ছিল, হয়ে গেল মৃতদের ছাড়পত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাস্ত্র ছিল, পড়ে গেল মূর্খদের হাতে। সৃষ্টিকে বশ করার আহ্বান ছিল, থেমে গেল মাদরাসার পাঠ্যক্রমে, প্রাণহীনকে চেয়েছিল প্রাণবন্ত করতে, লেগে গেল বিদেহীদের পরিত্রাণকল্পে, ওহে মুসলমান, এ কী তুমি করলে? চোখ মেল, আর ভেবে দেখ।'

ভারতের এই নবম রাষ্ট্রপতি প্রায় পাঁচ দশক আগে এই কবিতাটি লিখেছেন। ইন্টারনেট থেকে এই কবিতাটি বের করা হয়েছে। আকিদা বিশ্বাসের দিক হয়তো কারো কারো মনে কিছু খটকা লাগতে পারে কবিতাটি নিয়ে। ভিন্নধর্মী কবির কাছ থেকে সব কিছু আশা করাও বোধহয় ঠিক নয়।

বাংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে সঙ্কট রয়েছে, সে সম্পর্কে ওপরে সামান্য কিছু বলা হয়েছে। রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিদের বাইরে সমাজ নিয়ে যারা ভাবেন, তারা দেশের নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়কেই বহু সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা অবশ্য সব খুলে বলেননি। যাই হোক এটি ঠিক আজকে সমাজে যে অবক্ষয়, তা আমাদের দূষিত করছে; যা কিনা সমাজকে বহু বিচিত্র সঙ্কটের মুখোমুখি করছে যার প্রভাব রাষ্ট্রের ওপর পড়তে বাধ্য। এখন তো নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতীর মধ্যে নৈতিকতার মারাত্মক অধোগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করা হচ্ছে। তা ছাড়া যুবকদের মধ্যে মাদকাসক্তি বেড়ে চলেছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এমন পদস্খলনের কারণ কী? সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত, এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, পারিবারিক শিক্ষার অভাব। যেখানে মূল্যবোধের চর্চার প্রথম পাঠ হয়। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় এসব দীক্ষার সূতিকাগার হচ্ছে পরিবার। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এ ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান দুর্বল। তা ছাড়া অভিভাবকরাও এ নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা করেন বলে মনে হয় না। অভিভাবকরা নিজের পেশা আর আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে এতটা ব্যস্ত, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের অনেক উদাসীন রয়েছে। এ কথা বলা হয়তো বেশি বলা হবে না। কিছু কিছু অভিভাবকের নিজের জীবনেও নীতি-নৈতিকতার প্রতিফলন নেই।

সমাজে খারাপ জিনিসটা যদি গা সহা হয়ে যায় এবং বিনা বাধায় হামেশাই চলতে থাকে, যেমন মাদকের ব্যবহার। এমন নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ভয়াবহ মাত্রায় বেড়ে গেছে। নিত্যনতুন সব মাদক আসছে, একটার চেয়ে অপরটা আরো মারাত্মক। কখনো যদি সমাজ-রাষ্ট্রের উচ্চাসনে নতুন প্রজন্মের এসব এডিকটেডরা বসে যায়; সে ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ছেলের হাতের মোয়ার মতো হয়ে পড়বে।

সমাজের আর এক ভয়াবহ সমস্যা হচ্ছে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি। মেয়েশিশু, কিশোরী, যুবতী, গৃহবধূ এমনকি বিধবা নারীরা পর্যন্ত যৌন উন্মাদের কাছ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। যৌন নির্যাতিতাদের খুন পর্যন্ত করা হচ্ছে। এদের শাস্তি দেয়ার জন্য কঠোর আইন, পুলিশি তৎপরতা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এসব কুকর্মের জন্য তরুণদের উসকে দিচ্ছে ইন্টারনেটের যত অশ্লীল ভিডিও।

লেখা শেষ করতে চাচ্ছি অতীতের কিছু কথা বলে। সে অতীত, সুদূর অতীত নয়। বড়জোর দুই যুগ হবে। তবে আজকের প্রজন্মের কাছে হয়তো তা কল্পকাহিনী মনে হতে পারে। এখন যা নেই, সে দিন তা ছিল। যেমন সদাচরণ-শিষ্টাচার, গুরুজনদের শ্রদ্ধা-সম্মান দেখানো। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের সমৃদ্ধ করা। এসব ছিল সমাজের সাধারণ নীতি। তখন ছিল না মাদকসেবীদের মাতলামি; নারী নির্যাতন, বরং ছিল নারীর প্রতি সম্মান করার রেওয়াজ। তখন কর্তৃপক্ষের আজকের মতো পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে মাথাব্যথার কোনো কারণ ছিল না। তবে আজকের মতো জীবনে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না বটে, তবে শান্তি-স্বস্তি ছিল। যাই হোক, অতীতের দিনগুলো হারিয়ে গেছে। আজ প্রবীণরা কেবল অতীতের সুখস্মৃতিগুলো রোমন্থন করেন, কষ্ট বোধ করেন। অতীতে খুব গাওয়া হতো একটি গান। সেই সঙ্গীতের কাছাকাছি কয়েকটি চরণ এখানে তুলে ধরে লেখা শেষ করছি। 'সোনালি সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে, জানি তারে আর খুঁজে পাবো না।'

বিএনপিকে তিন ইস্যুতে জোর দিতে বললেন পেশাজীবীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে দুই দিনব্যাপী বৈঠক শেষ করেছে বিএনপি। শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় গুলশানস্থ বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন। শুক্রবার প্রথম দিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন চলা এ বৈঠকে আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিক, কৃষিবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রযুক্তিবিদসহ ৩২টি পেশাজীবী সংগঠনের ১৯০ জন নেতা অংশ নেন।

বৈঠকে দেশ ও বিদেশের সমসাময়িক রাজনীতি, ২০দলীয় জোটের বিষয়, বিশেষ করে জামায়াতের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, রাজনৈতিক মাঠে নিজের মিত্র দলগুলোর সঙ্গে ঐক্যের আলোচনার বিষয়েও বিএনপি'র হাইকমান্ডের কাছে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন পেশাজীবী নেতারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বৈঠকে অংশ নেয়া বেশ কয়েকজন নেতা মানবজমিনকে বলেন, নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক, দু'দিক থেকেই সরকারকে চাপে ফেলতে হবে। রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলতে পারলে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। এই চিন্তা নিয়ে বিএনপিকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঠিক করার পরামর্শ দিয়েছেন নেতারা।

শনিবার বৈঠক শেষে বের হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, আন্দোলন সংগ্রাম করা একটি গণতান্ত্রিক দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার। মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, ন্যায়ের শাসনের দাবি জানাবে- এটাই স্বাভাবিক। তবে সাধারণ মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা সেটা যদি মানুষ প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তো সমস্যা। সেই সঙ্গে যারা আন্দোলন করবেন তারা যেন মনে রাখেন, আন্দোলন যেন সহিংস না হয়। যাতে করে সাধারণ জনগণ এই আন্দোলনে অংশ নিতে ভয় না পায়। কারণ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ না থাকলে শুধু কর্মীদের দিয়ে আন্দোলন হয় না। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমরা '৬৯ সালে আন্দোলন করেছি। তখন দেখেছি সাধারণ মানুষ কীভাবে আন্দোলনে শরিক হয়েছে।

তিনি বলেন, এখন সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন সেই কালচার দেশে নেই। সাধারণ মানুষকে আন্দোলনমুখী করতে হবে। তাহলে দেশ ও মানুষের মঙ্গল হবে।

বৈঠকের বক্তব্যের বিষয়ে অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, আজকের (গতকালের) বৈঠকে একটা বিষয়ে আমি বলার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে, হতাশা আছে, দুঃখ আছে, রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও এসব আছে। এসবকে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। আমি বলেছি, বিএনপি সাংগঠনিকভাবে কতোটুকু প্রস্তুত? কারণ এখন আন্দোলন করা যেকোনো সময়ের চাইতে কঠিন। সেদিকটাও আপনাদের মনে রাখতে হবে। এখন হঠকারিতার কোনো অবকাশ নেই।

শনিবার বৈঠকের শুরুতে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এর আগে আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ মতামত দিয়েছেন। গতকাল পেশাজীবীরা মতামত দিয়েছেন। আজ আপনাদের কাছে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় এনে সুনির্দিষ্ট মতামত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

পেশাজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ, জাতীয় প্রেস, ইউট্যাব, বিএফইউজে, ডিইউজে, ডিআরইউ, জিয়া পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম, জি-৯, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া জিয়া পরিষদ, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া সাদা দল, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ইকবাল মাহমুদ টুকু, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান সালেহ প্রিন্স, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, তথ্য গবেষণা সম্পাদক রিয়াজুদ্দিন নসু, সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু, মনির হোসেন, বেলাল আহমেদ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তার।

পেশাজীবী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. মাহবুবউল্লাহ, শওকত মাহমুদ, ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, কামাল উদ্দিন সবুজ, আবদাল আহমেদ, ইউসুফ হায়দার, আব্দুল লতিফ মাসুম, ওবায়দুল হক, ছবিরুল হাওলাদার, এড. আসাদুজামান আসাদ, কাদের গনি চৌধুরী, খোরশেদ আলম, বাছির জামাল, মাহমুদা হাবিবা, মাহমুদ হাসান, ডা. ফাইজুল ইসলাম ফারুকী, গাজী আব্দুল হক, রাশিদুল ইসলাম, রাশেদুল হক, দিদারুল আলম, আল-আমিন, অধ্যাপক লুৎফর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান, এসএম ফজলুল হোক, শামসুল আলম, এমজে আবেদীন, অধ্যাপক তোফাজ্জেল হোসেন, অধ্যাপক একেএম মতিনুর রহমান, মাসুদা কামাল, সুলাইমান, ইদ্রিস আলী, মোজ্জাবের হোসেন, শফিকুল আলম দোলন প্রমুখ।

ইসলামোফোবিয়ার শিকার যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের ওপর চালানো এক জরিপে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আদারিং অ্যান্ড বিলোংগিং ইনস্টিটিউটের পরিচালিত এই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৭.৫ ভাগ অংশগ্রহণকারী জানান, তারা ইসলামোফোবিয়ামূলক মৌখিক ও শারীরিক হামলা এবং বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হয়েছেন। মোট এক হাজার এক শ্ব্ব ২৩ অংশগ্রহণকারী এই জরিপে অংশ নেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারীদের ৭৬.৭ ভাগ জানান তারা ইসলামোফোবিয়ার শিকার হয়েছেন। অপরদিকে পুরুষদের মধ্যে ৫৮.৬ ভাগ পুরুষ ইসলামোফোবিয়ার শিকার হয়েছেন। অন্য যেকোনো বয়সীদের তুলনায় ১৮-২৯ বছর বয়সীরাই বেশি ইসলামোফোবিয়ামূলক অপরাধের শিকার হন বলে জরিপে তথ্য প্রকাশ করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৮-২৯ বছর বয়সী তরুণরা বলেন, এই পরিস্থিতি এড়াতে তারা নিজেদের ধর্ম গোপন করেন। জরিপে অংশ নেয়া ৯৩.৭ ভাগ লোক জানান, ইসলামোফোবিয়া ও মুসলিমবিদ্বেষ তাদের মানসিক অবস্থা ও মনস্বত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইনস্টিটিউটের গেস্টাবাল জাস্টিস প্রোগ্রামের পরিচালক আল-সাদিক আল-শেখ ২৯ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন,ও এতে প্রকাশিত হয়েছে, যদিও একজন মুসলিম ইসলামোফোবিয়ামূলক অপরাধে সরাসরি ভুক্তভোগী না হন, নাইন-ইলেভেনের পর আমাদের সংবাদমাধ্যম ও সংস্কৃতিতে ইসলামোফোবিয়ার বিস্তারে মুসলিমরা অনুভব করছে, তাদের কোনো না কোনোভাবে নজরদারি, অভিযুক্ত ও বঞ্চিত করা হচ্ছেশ্ব আল-শেখ বলেন,ও আমাদের জরিপে দেখানো হয়েছে, কি করে সমাজের সাথে আমেরিকান মুসলমানদের সংযোগে ইসলামোফোবিয়া গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সম্পদ অর্জনে কি বাধার তারা মুখোমুখি হচ্ছেনশ্ব তিনি আরো বলেন, ও আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামোফোবিয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং নাইন-ইলেভেনের পরই তার আবির্ভাব ঘটেনিশ্ব আল-শেখ বলেন, ও ইসলামোফোবিয়া শুধু মার্কিন মুসলমানদেরই প্রভাবিত করছে না, বরং মার্কিন সমাজকেও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রভাবিত করছেশ্ব এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) সাম্প্রতিক এক জরিপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক অপরাধ কমে আসার কথা জানালেও মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, মূল চিত্র তার বিপরীত।

দ্য কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামি রিলেশনসের (সি-এআইআর) তথ্য অনুসারে, চলতি বছরের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ শ্ব্বর বেশি ইসলামোফোবিক ঘটনা ঘটেছে। মে মাসে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজা লক্ষ্য করে ইসরাইল আগ্রাসন চালানোর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামোফোবিক অপরাধ বেশি সংগঠিত হয় বলে জানায় সংস্থাটি।

সূত্র : মিডল ইস্ট আই

হাল ধরে রাখতে পারবেন না অসুস্থ এরদোয়ান

(প্রথম পাতার পর)

সালে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের দিকে নজর রাখছেন। এর একটা বিশেষ কারণ হলো, গতবারের উপনির্বাচনগুলোয় ইস্তাম্বুলসহ দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি)-র মেয়রদের লজ্জাজনক পরাজয়। দেশটির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের উপর দলটির প্রভাব অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও, নিয়মিত হারে বিভিন্ন জরিপে একেপি'র জনপ্রিয়তা হ্রাসের চিত্র ফুটে উঠেছে। জনপ্রিয়তা কমছে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়্যিপ এরদোয়ানেরও, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে।

আগামী নির্বাচন নিয়ে হয়তো সত্যিই ঝুঁকিতে আছেন এরদোয়ান। তবে বেশিরভাগ মানুষ যেভাবে ভাবছে, সেভাবে নয়। সাম্প্রতিক সময়ে নানা ঘটনায় ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, তিনি হয়তো নির্বাচনটিতে লড়ার মতো সুস্থ নন। সম্প্রতি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া কিছু বেশ কিছু ভিডিওতে তাকে শারীরিকভাবে খুব একটা সুস্থ দেখায়নি।

যেমন, এক ভিডিওতে দেখা গেছে সিঁড়ি বিয়ে উঠতে তার স্ত্রী ও এক সহযোগীর সহায়তা নিতে হচ্ছে তাকে। আরেক ভিডিওতে দেখা গেছে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমাধিস্থলে হাটতে কিছুটা কষ্ট হচ্ছে তার। এছাড়া গত জুলাইয়ে টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, একেপি সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক বক্তব্যে স্পষ্টভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে পারছেন না তিনি। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছেন।

কিছু ভিডিওতে তাকে দেখতে রোগা লেগেছে। আর এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে তার অসুস্থতা নিয়ে নানা গুজব। তিনি ভুলোমনা হয়ে যাচ্ছেন, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, বিভ্রান্ত থাকছেন, বমি হচ্ছে ও তার হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে ডিফিব্রিলেটর প্রতিস্থাপন করাসহ নানা গুজব ছড়িয়েছে। এছাড়া গুঞ্জন উঠেছে, তিনি নিজের আশপাশে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছেন। কমিয়ে দিয়েছেন গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ। জনসম্মুখে আসার আগে পেইনকিলার খেতে হচ্ছে তাকে।

অবশ্য এ সব গুজবই তুরস্কের বাইরে থাকা মানুষদের দাবি। এসবের কোনোটিই এরদোয়ানের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ থেকে ছড়ায়নি। হতে পারে তার অসুস্থতা নিয়ে সকল দাবি কেবলই জল্পনা। কেননা, বাকি সকল ভিডিওতেই তাকে সুস্থ দেখা গেছে। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সিবিএস নিউজের 'ফেস দ্য ন্যাশন' অনুষ্ঠানে তাকে আগের মতো উদ্যমী না দেখালেও, অসুস্থ দেখায়নি। যতই হোক, তার বয়স ৬৭। বৃদ্ধ না হন, তিনি তরুণ তো আর নেই। এছাড়া, ১৮ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন তিনি। এর একটা ছাপতো পড়বেই।

দূর থেকে ভিডিও দেখে কখনোই স্বাস্থ্য বিষয়ে মন্তব্য করা উচিৎ নয়। বিশেষ করে চিকিৎসক ব্যতিত অন্য কারোতো নয়ই। কিন্তু কেবল কথার খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, তিনি সত্যই বেশ অসুস্থ এবং অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণে ২০২৩ সালের নির্বাচনে তার পক্ষে অংশ নেওয়া নয়। সেক্ষেত্রে কী হবে?

এমন পরিস্থিতিতে, তুর্কি সংবিধানের ১০৬ ধারা অনুসারে, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুয়াত ওকতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং ৪৫ দিনের মধ্যেই নির্বাচন আয়োজন করতে পারবেন। তবে তুর্কি বিশ্লেষকরা দীর্ঘদিন ধরেই ধারণা করে আসছেন, এরদোয়ান-পরবর্তী সময়ে একেপি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। নির্বাচনে তাদের মধ্যে কোনো পক্ষ বা বিরোধী দল জয়ী হবে। হয়তো একরেম ইমামোগলু হবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। ইতিপূর্বে তিনি একেপি'র সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে দুইবার পরাজিত করে ইস্তাম্বুলের মেয়র হয়েছেন। আঙ্কারার মেয়র মানসুর যাবাসও শক্ত প্রার্থী। এছাড়া 'গুড পার্টি'র মেরাল আকসেনারও আছেন তালিকায়। তবে তাদের সুযোগ তখনই আসবে, যখন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। এমনটা ঘটার সম্ভাবনা আছে, তবে না ঘটারও আশঙ্কা রয়েছে।

প্রথমত, এটা এতদিনে স্পষ্ট যে, একেপি'র মাধ্যমে এরদোয়ান তুরস্কের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করছে। এদিক বিবেচনায়, সুষ্ঠু, নিরপক্ষে নির্বাচনের আশা খুব একটা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এরদোয়ানের দুই দশকের শাসনামলে একেপি'র নেতারা নানা প্রশ্নবিদ্ধ উপায়ে ধনী ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছেন। এসব কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা ফের রাজনীতির খাতিরে নিজেদের ধনসম্পদ ঝুঁকিতে ফেলবেন এমন সম্ভাবনা কম।

এমন পরিস্থিতিতে তুরস্কে ফের কোনো একনায়কের উত্থান ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। হয়তো জারি হতে পারে জরুরি অবস্থাও। আর এই ধরণের 'স্ট্রংম্যান'দের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হাকান ফিদান, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হুলুসি আকার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেমান সয়লু। এদের মধ্যে আকারের অবস্থান বেশি ভালো।

জনগণের মধ্যে ফিদান পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি মূলত সব কাজ করেন গোপনেই। গত মাসে এক ইউটিউব ভিডিওতে, তুর্কি মাফিয়া ডন সেদাত পেকার সয়লুর বিরুদ্ধে অপরাধকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছে। তাই তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

ফিদান ও সয়লু'র চেয়ে আকারের আরেকটা বড় শক্তি হচ্ছে তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনী। ২০০৩ ও ২০০৪ সালে রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে নাগরিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার ফলে রাজনীতিতে বাহিনীগুলোর ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দেন না বিশ্লেষকরা। ২০১৬ সালেও ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে ফেরার পথ আরো একবার বাঁধা পেয়েছে। সামরিক কমান্ডারদের রাজনীতিতে প্রবেশের ইচ্ছা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু সে অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটির সামরিক বাহিনীকে নতুন করে সাজানোয় কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল আকারের। যার ফলে তিনি ক্ষমতায় আসতে চাইলে সামরিক বাহিনী তার পক্ষে কাজ করতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৬৫ শতাংশ সামরিক কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। এদের মধ্যে রয়েছেন, জেনারেল পদধারী অনেকেই।

তুর্কি সামরিক বাহিনী যদি নাগরিক নিয়ম, বিধান ও নির্দেশ মেনে চলতো তাহলে হয়তো তাদের রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে উদ্বেগ থাকতো না। কিন্তু পরিস্থিতি বাস্তবে এমনটা নয়। বর্তমান সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত নন, ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনুগত। এই ব্যক্তিরা হচ্ছেন, এরদোয়ান ও আকার। এরদোয়ান যদি অক্ষম হয়ে পড়েন বা মারা যান, তাহলে আকার অচিরেই বেশ প্রভাবশালী অবস্থানে চলে আসবেন।

অবশ্য এরদোয়ান অসুস্থ কিনা, বা তার উত্তরসূরী কে হবে সেসব বিষয় জানার কোনো উপায় এখন নেই। কিন্তু এরদোয়ান ২০২৩ সালের নির্বাচনে লড়তে পারবেনই এমনটা ধরে রাখারও কোনো কারণ নেই। যদি তিনি না পারেন, তাহলে তুরস্কের রাজনীতি হয়তো এরদোয়ান-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে পারে, বা একেপি'র মধ্যে বিভাজন ঘটে বিরোধী শক্তিরা ক্ষমতায় আসতে পারে, হয়তো দেশটি আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে, বা ঘটতে পারে ভিন্নকিছু।

(ফরেইন পলিসি'তে প্রকাশিত নিবন্ধের সংক্ষেপিত অনুবাদ। মূল নিবন্ধটি লিখেছেন স্টিভেন এ কুক)

বিদেশে অপপ্রচারকারীদের আইনের আওতায় আনা হবে

(প্রথম পাতার পর)

তার মধ্যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট রয়েছে। এতেও আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে পারব। আর ওরা যেসব দেশে আছে সেখানেও আইনের আওতায় আনতে পারব। আমরা সব কিছু চিন্তা ভাবনা করছি, তাদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্যশ্ব

নির্বাচন কমিশন গঠনে আইনের প্রয়োজন আছে জানিয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আইন করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা সম্ভব নয়। এবার সার্চ কমিটির নির্বাচন কমিশন গঠন হবে। পরেরবার আইন করা হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ টেনে আনিসুল হক বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তির ব্যাপারে আইনমন্ত্রী বলেন,এই বিষয়টি সরকারের হাতে নেই। এটি আদালতের এখতিয়ার। এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, সঠিক ইতিহাসের স্বার্থে বঙ্গবন্ধু হত্যায় কমিশন গঠন করা হবে, কোনো প্রতিহিংসার জন্য নয়।

বিএনপির সমালোচনার জবাবে আনিসুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন করেছে, করে যাবে, তাদের (বিএনপি) সেটা নিয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই। মহামান্য রাষ্ট্রপতি নাম চান সকল দলের কাছে। তাদের দেয়া প্রস্তাব থেকেও কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারি যে কমিশনের মেয়াদ শেষ হবে, সেখানে একজন আছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলছি, তারা আমার কথায় আশ্বস্ত হবেন কি-না জানি না, বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে।

নির্বাচন কমিশন আইন ও সার্চ কমিটি নিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, আইনটি করা প্রয়োজন, তবে বর্তমান মহামারি পরিস্থিতিতে এত দ্রুত সম্ভবপর নয়। কোভিড সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করলে পুরো সংসদে আমরা সাড়ে তিনশ' সদস্য বসতে পারবো, বসে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করতে পারবো। সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে না। সে কারণে আমি বলেছি, ১৫ই ফেব্রুয়ারি মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়। এইবার সার্চ কমিটি করবে। শর্ত সাপেক্ষে সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তিতে থাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি সরকারের হাতে নেই জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, এই মামলা আদালতে বিচারাধীন। মামলায় যদি জয়ী হন, তাহলে তার স্থায়ী মুক্তি হবে। সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে মামলার রায় প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিচারাধীন বিষয় বলে এড়িয়ে যান আইনমন্ত্রী।

ডিআরইউ সভাপতি মুরাসালিন নোমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মসিউর রহমান খান।

লন্ডনে বাংলাদেশিসহ ৩ কিশোরী নিখোঁজ

(প্রথম পাতার পর)

থেকে নিখোঁজ হয় এন্ডিয়া নামে ১৫ বছরের এক কিশোরী। এ ঘটনার দুদিন পর থেকে এন্ডিয়ার কাজিন ১৬ বছর বয়সী ইজাবেলকে ওয়েস্ট লন্ডনের হ্যারো এলাকা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পূর্ব লন্ডনের ইস্টহামের বাসিন্দা স্ট্রাটফোর্ডের সারা বোনেল গার্লস স্কুলের ইয়ার টেনের ছাত্রী হাফিজাহ সামিরার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন সামিরার মা আফিয়া বেগম ও পিতা মাওলানা আবদুল করিম। সামিরার বয়স ১৪ বছর।

হারানোর সময় সামিরা কালো কোট পরিহিত ছিল। এ ছাড়া পায়ে ছিল কালো ফিতার বুট জুতা। তার উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। সামিরার পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার স্কুল শেষ করে আর বাড়ি ফিরে আসেনি সামিরা। তাকে সর্বশেষ টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় দেখা যায়।

সামিরার নিখোঁজ সংবাদের বিষয়ে স্থানীয় পুলিশকে জানানো হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি সামিরার সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে ১০১ নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ।

হাফিজার স্কুল থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার হাফিজা স্কুলে আসে, ক্লাস করে। কিন্তু তারপর কী হয়েছে তারা বলতে পারে না।

এদিকে হাফিজার ভাই গণমাধ্যমকে বলেছেন, তারা পরিবার থেকে হাফিজার মোবাইল ফোনে একটি ম্যাসেজ দিয়েছে। তারা লিখেছে– 'যদি তুমি আমাদের এই ম্যাসেজ পড়ে থাকো তাহলে তুমি ফিরে আসো। যদি তুমি কোনো বিপদের সম্মুখিন হও তুমি তোমার চারপাশের কারও কাছে সাহায্য চাও। তুমি কোথায় আছো জানলে আমরা তোমাকে নিয়ে আসতে পারব।'

এদিকে লন্ডনের নিকটবর্তী শহর কেন্ট থেকে দুই কিশোরীকে খুঁজে পাচ্ছে না তার পরিবার। কেন্টের গোয়েন্দা পুলিশ জানিয়েছে, দুই কিশোরী যারা সম্পর্কে কাজিন তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিখোঁজ দুই কিশোরীর একজনের নাম এন্ডিয়া, যার বয়স ১৫ বছর। এন্ডিয়াকে ১ অক্টোবর, শুক্রবার নিজ বাড়ি ক্যান্টাবেরি এলাকা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে এন্ডিয়ার কাজিন যার নাম ইজাবেল বয়স ১৬ বছর। তাকে ওয়েস্ট লন্ডনের হ্যারো এলাকা থেকে ৩ অক্টোবর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

প্যানডোরা বাক্সি ফাটাইছে

মোকাম্মেল হোসেন

ঠোঁটে ছ্যাকা খাওয়ার পর মখরম বুঝতে পারল, পানি নয়; সে চুমুক দিয়েছে গরম চায়ে। উপজেলা ভূমি অফিসের পাশ ঘেঁষে পর পর তিনটা টং দোকান। তিনটাতেই চাসহ নানা আত্তাবাত্তা জিনিস বিক্রি হয়। মখরমকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এখানে হাজিরা দিতে হয়। জনগণ বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ভূমি অফিসে আসে। তারা মখরমের হাতে নগদ টাকা-পয়সা তুলে দেয়; সেইসঙ্গে আপ্যায়ন করে ধন্য হতে চায়। মখরম তাদের নিরাশ করে না।

ঠোঁটপোড়া চায়ের প্রযোজক একরাম খালাসি। ছয়কে নয় করার শর্তে খালাসির সঙ্গে ২০ হাজার টাকায় চুক্তি হয়েছে মখরমের। অগ্রিম হিসাবে এর ফিফটি পার্সেন্ট মখরমের পকেটে চলে এসেছে। সঙ্গে ফাও হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে চা-বিস্কিট-পান, বেনসন অ্যান্ড হ্যাজেস। খালাসি কড়কড়ে দশটা এক হাজার টাকার নোট দিয়েছে। নোটগুলো জামার বুকপকেটে রাখা। নতুন নোটের সুঘ্রাণ ঠোঁট পোড়ার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিল। মখরম লালপুরি জর্দা দিয়ে পান খেল, এরপর সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে অফিসে ঢুকল।

অফিসের হেডক্লার্ক কার্তিক বাবু মুখ গোমড়া করে বসে আছেন। তার মন-মেজাজ ভয়ানক রকমের খারাপ। এক 'পার্টির' সঙ্গে উলাপালটা কাজ করায় একটু আগে তিনি বসের ধমক খেয়েছেন। মখরম এ খবর জানে না। কার্তিক বাবুকে অফিসের সবাই বড়বাবু বলে সম্বোধন করে থাকে। মখরম বলে বড়সাব। সে ফুর্তিমাখা গলায় বলল-

: বড়সাব, খবর হুনছুইন?

খবরাখবরের ব্যাপারে কার্তিক বাবুর মধ্যে কোনোরকম আগ্রহ দেখা গেল না। তিনি অন্যের খবর কী রাখবেন, আরেকটু হলে আজ তার নিজেরই খবর হয়ে যেত। ঈশ্বর সহায় আছেন, তাই রক্ষা। মেন্দামারা ভাবসাব দেখে এক পার্টির ঘাড় ইচ্ছেমতো মটকাতে চেয়েছিলেন; এখন তার নিজের ঘাড় নিয়েই টানাটানি। কার্তিক বাবু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে রইলেন। মখরম হাল ছাড়ল না। সে আগের কথার সূত্র ধরে বলল-

: বড়সাব, প্যানডোরা তো বাক্সি ফাটাইহালছে!

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাক্সি শব্দটা কখনো কখনো পুরুষের অন্ডকোষের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে প্যানডোরার কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছেন না কার্তিক বাবু। কার্তিক বাবু গ্রিক পুরাণের যে কাহিনি পড়েছেন, সেখানে বলা হয়েছে-প্যানডোরা হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম নারী, যাকে দেবতারা বিভিন্ন রূপ-গুণ ও জ্ঞান-মাধুর্যে অনন্য করে তুলেছিলেন। কিন্তু কোনো নারীর ক্ষেত্রে বাক্সি শব্দের ব্যবহার কেবল হাস্যকর নয়; অবাস্তবও বটে। কার্তিক বাবুর কাছে বিষয়টা একইসঙ্গে জটিল ও রহস্যময় মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি সংশয় প্রকাশ করতেই মখরম হেসে বলল-

: দেব-দেবির বিষয় না বড়সাব; এইটা হইল প্যানডোরা পেপার।

পেপার মানে কাগজ। কাগজের মতো একটা জড়বস্তু বাক্সি ফাটানোর ঘটনা ঘটিয়েছে, এ কথাও তাকে বিশ্বাস করতে হবে? কার্তিক বাবু অথৈ সাগরে পড়লেন। নাহ! কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। কর্ণফুলী পেপারের নাম জানা আছে তার। প্যানডোরা পেপারের নাম এই প্রথম শুনলেন। শুধু তাই নয়; এটা আবার এমন এক পেপার, যার বাক্সি ফাটানোর ক্ষমতা আছে। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এ পেপার কি দেশেই তৈরি হচ্ছে, নাকি বিদেশ থেকে এসেছে? বিদেশের কথা মনে হতেই কার্তিক বাবুর মাথায় প্রথমে এলো চীনের নাম। এমন কোনো বস্তু নেই, যা চীনারা এদেশে পাঠাচ্ছে না। প্যানডোরা পেপার চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে, এটা ধরেই নিলেন কার্তিক বাবু। বললেন-

: চীনাদের কামই তো হইল যত আন্দিফান্দি লইয়া ধান্ধা কইরা ডলার কামাই করা।

প্যানডোরা কী করে চীনের মধ্যে ঢুকল, মখরম বুঝতে পারল না। সে অবাক হয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই কার্তিক বাবু বললেন-

: এইটা মেইড ইন চায়না না?

কোথায় চায়না আর কোথায় প্যানডোরা! কার্তিক বাবুর কথা শুনে মখরম গলা ছেড়ে হাসল। বলল-

: আরে বড়সাব! আফনে তো পুরা বিষয়টারে লেপ্টাইয়ালছেন।

মানবজনম বরবাদ হওয়ার পথে। হা ঈশ্বর! কত কিছু দেখার ছিল; কত কিছু জানার ছিল! কিছুই দেখা হলো না; কিছুই জানা হলো না। কার্তিক বাবু চুন-খয়েরের আস্তরণ পড়া জিহ্বায় কামড় দিয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বললেন-

: এইরহম দেশও আছে নাকি?

: আছে মানে? সেইসব দেশেই তো ঘটনার সূত্রপাত, যা লইয়া দুনিয়া জুইড়া হাউকাউ হইতেছে।

: কীসের হাউকাউ?

: আরে বড়সাব! আফনে দেখতেছি দেশ-বিদেশের কোনো খবরই রাহুইন না!

: জমির কোনা-কানি ভাঙ্গবার গিয়া ডাইনে-বামে তাকানোর ফুরসৎ পাই না; দেশ-বিদেশের খবর কেমনে রাখবাম! থাক এইসব বারোমাইস্যা দুঃখের কাহিনি। আসল ঘটনা কী, সেইটা কওহাইন।

: ঘটনার বিষয়ে তো প্রথমেই বলছি, বাক্সি ফাটাইহালছে।

: কার বাক্সি কে ফাটাইছে?

: বাক্সি ফাটাইছে প্যানডোরা পেপার। আর যাদের ভাক্সি ফাটছে, তারা সবাই বিশ্বের নামিদামি মানুষ।



: কেমনে লেপ্টাইলাম?

: শুনুইন, বিশ্বের মধ্যে এমন কিছু দেশ আছে, যেখানে সরকারি ট্যাক্স-ভ্যাটের ক্ষেত্রে তেমন কড়াকড়ি নাই। ওইতা দেশে ভুয়া কোম্পানি খুইলা দুই নম্বরি কারবারের মাধ্যমে আয় করা অর্থকড়ি নিরিবিলি রাইখা দিলে পোকায় কাটে না; অন্য কেউ জানবারও পারে না।

ট্যাক্স ফাঁকি ও অর্থ সুরক্ষার কথা শুনে কার্তিক বাবু নড়েচড়ে বসলেন। বিশ্বের বুকে এমন দেশও যে আছে, তা জানা ছিল না তার। এখন জানলেন। কার্তিক বাবু একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বিশ্বে ২শ'র অধিক দেশ আছে; অথচ তিনি আঙুলের কড় গুণে মাত্র কয়েকটি দেশের নাম উচ্চারণ করতে পারেন! জ্ঞানভান্ডারের বেহাল দশা দেখে নিজের ওপর খুব করুণা হলো তার। মনে মনে বললেন, ছাতার মাথার জমির খতিয়ান-দাখিলা-নামজারি-জমাখারিজ আর একর-শতাংশের চক্করে পইড়া আবার প্যানডোরা; আবার বাক্সি ফাটার কাহিনি! কার্তিক বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন-

: সেই তহন থেইকা প্যানডোরা পেপার আর বাক্সি ফাটার বয়ান করতাছুইন। ধুন্দামার্কা কথাবার্তা রাইখা পুরা বিষয়টা পরিষ্কার কইরা বোঝান তো!

পত্র-পত্রিকা মারফত প্যানডোরা পেপারবিষয়ক যত জ্ঞান এই কয়দিনে অর্জিত হয়েছে, তার সবটাই উগড়ে দিল মখরম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে ধনী ও উন্নত দেশগুলোর ভিভিআইপিরা কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'করস্বর্গ' হিসাবে পরিচিত পানামা, দুবাই, ব্রিটিশ ভার্জিনিয়া, বেলিজ, সিঙ্গাপুর, মোনাকো, সুইজারল্যান্ড ও ক্যামন আইল্যান্ডের মতো দেশ ও অঞ্চলে 'অফশোর কোম্পানি' খুলে নিজের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত অর্থসম্পদ পাচারজনিত দুর্নীতির সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হয়েছেন, তা সহজভাবে কার্তিক বাবুর সামনে উপস্থপান করার পর বলল-

: বুঝলাইন বড়সাব! প্যানডোরা পেপার জর্ডানের বাদশা আবদুল্লাহ, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ছাড়াও আফনের প্রিয় ক্রিকেট খেলোয়াড় ও অনেক পাকিস্তানির বাক্সি ফাটাইয়া দিছে।

: কিতা কইন! পাকিস্তান হইল চাঁনতারা মার্কা দেশ!

: বড়সাব! আফনের কি ধারণা, চাঁনতারা মার্কাওয়ালারা ফেরেশতা?

: ফেরেশতা না হইলেও তারা ইহকাল-পরকাল মানে। অনেক নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকে।

: রাহুইনছে আফনের নিয়ম-কানুন। চাঁনতারা, কাস্তে হাতুড়ি, ত্রিশূল কিংবা ক্রোশ যেইটাই হোক না কেন-খাওয়ার ক্ষেত্রে কেউ পিছাইয়া নাই।

এসি ল্যান্ডের কাছ থেকে একটা ফাইল এসেছে। কার্তিক বাবু সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মখরম উসখুশ করছিল কখন কার্তিক বাবুর কাজ শেষ হবে। কাজ শেষ হতেই মখরম আর দেরি করল না। বলল-

: বড়সাব, আমার মনে একটা ভাবনার উদয় হইছে।

: কী ভাবনা?

: আমরার এই অফিসে বড় স্যার থেইকা শুরু কইরা মাইজলা স্যার, অফিসার-পিয়ন-কর্মচারী সবাই মিইলা মাসে কত টাকা ঘুস খাই?

অফিসে বারো রকম মানুষের যাতায়াত। এভাবে প্রকাশ্যে ঘুস খাওয়ার প্রসঙ্গ উঠানো কি ঠিক হচ্ছে? কার্তিক বাবু মখরমকে সতর্ক করার জন্য গলা খাঁকারি দিলেন। তবে মখরমের অ্যান্টেনায় এ সতর্কবার্তা কোনো রেখাপাত করল না। আগের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সে বলল-

: বড়সাব! আঙুলের চিপা দিয়া মাসে মাসে ঘুসের যে কয়টা টাকা আমরার পকেটে ঢুকে, তা আমরা দেশেই খরচ করি। এর ফলে সরকার ভ্যাট ও ট্যাক্স হিসাবে ঘুসের টাকার একটা অংশ পায়, যা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগে। অহন আফনে আমারে কইন, আসল দুর্নীতিবাজ কারা? আমরা, নাকি যারা দুই নম্বরি উপায়ে জোগাড় করা অর্থ ভুয়া কোম্পানি খুইলা বিদেশে পাচার করছে, তারা?

কার্তিক বাবু টাকা পাচারকারীদের দুর্নীতিবাজ হিসাবে চিহ্নিত করলেন। মখরম এতে খুশি হলো। বলল-

: অথচ আজব তামশা কী দেখছুইন বড়সাব! প্রতি বছর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির যে তথ্য প্রকাশ করে, তাতে বাংলাদেশে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশ কইরা আমরার ভূমি অফিস, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক খাতের হালকা-পাতলা দুর্নীতিরে বড় কইরা দেখাইয়া দুর্নীতিতে বাংলাদেশরে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার তালে থাকে। এইটা কি ঠিক?

ঠিক, না বেঠিক-এ নিয়ে কার্তিক বাবু কোনো মতামত দেওয়ার আগেই মখরম বলল-

: একটা কাজ করলে কেমন হয় বড়সাব?

: কী কাজ?

: চলেন, আমরা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বরাবর কড়া ভাষায় একটা চিঠি লেখি।

: চিঠি লেখবাইন?

: হ।

: চিঠিতে কী লেখবাইন বইলা মনস্থ করছুইন?

: লেখবাম-অই মিয়ারা; তোমরা বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করো। গবেষণা করো। প্যানডোরা পেপার সামনে রাইখা ঈমানে কওছে দেখি, প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন কি আমরা; নাকি বাক্সিফাটারা?

লেখক: সহকারী সম্পাদক, যুগান্তর

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

কলকাতার প্রগতিশীলতা ও বাঙালী হিন্দুর মন

সৌমিত্র দস্তিদার, কলকাতা থেকে

পুজো আসছে। কলকাতায় এখন করোনা পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। ফলে ইতিমধ্যেই বেশ একটা পুজো আসছে পুজো আসছে ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে। আর দুতিন দিন বাদেই টিভি চ্যানেলগুলোতে কাউন্টডাউন আরম্ভ হলো বলে। কে কোন পুজোর সঙ্গে যুক্ত, অমুক মন্ত্রী যদি ওই পুজোর পৃষ্ঠপোষক হন, তাহলে তমুক মন্ত্রী আবার আর একটির। এভাবে ঢাকঢোল বাজিয়ে আপনাকে জানান দেওয়া হবে যে 'বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব এলো বলে'।

বাঙালী বলতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীলরা অবশ্যই হিন্দু বাঙালী বুঝি। সাতাশ আটাশ শতাংশ মুসলিম আজও অধিকাংশ হিন্দুর চোখে সেস্রফ মুসলমান। পথেঘাটে সবসময় শুনবেন, অমুক বাঙালী! মুসলমান নয়! আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর বাবা ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তো, সেই বাবার ছেলে, আমার বন্ধু ঘটনাচক্রে প্রেমে পড়েছিল এক হিন্দু মেয়ের। বিয়ে ফাইনাল হওয়ার আগে ছেলের পদবি শুনে গম্ভীর গলায় মেয়ের মামা বলে ফেললেন, ছেলেটাকে তো ভালো ভাবতাম। এখন শুনছি ও নাকি মুসলমান! একবার ভোর ভোর মালদায় পৌঁছে এক বন্ধুর বাসার কাছাকাছি গিয়ে ঠিকানাটা কনফার্ম করার জন্য একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতেই তিনি একটুও দ্বিধা না করে জানালেন, ও অমুকের বাসায় যাবেন তো! যিনি মুসলিম বিয়ে করেছিলেন! সেই বিয়ে হয়েছিল অন্তত তিরিশ বছর আগে। আজ আমার স্কুল টিচার সেই বন্ধুর বয়েস ষাট পেরিয়েছে। কিন্তু যৌবনে মুসলিম নারীর সঙ্গে বিয়েই তাকে কিছু লোকের কাছে আলাদা করে চিহ্নিত করে রেখেছে।

কখনো সখনো আমাদের চারপাশের এই উচ্চবর্গীয় হিন্দু মন বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু তল পাই না। ওপর ওপর সবাই প্রগতিশীল। ঈদে মুসলিম বন্ধুর বাড়িতে যাই। বিরিয়ানি খাওয়ার ছবি পোস্ট করি। আড়ালে আবডালে শুধু ফিসফিসিয়ে বলি, যাই বলো ওরা কিন্তু খুব গোঁড়া। ইদানীং আবার কলকাতায় নতুন এক ট্যুরিজমের চল হয়েছে। পরস্পরকে চেনার চেষ্টায় দল বেঁধে মুসলিম মহল্লায় পড়শিকে নিয়ে সংখ্যালঘু জীবনযাত্রা ঠিক কেমন তা সংখ্যাগুরুকে চেনানোর চেষ্টা। ভালো। কিন্তু গাড়ি করে গিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় আর কতটুকু একটা সম্প্রদায়ের যাপন চেনা যায়! আসলে সত্যিই কি আমরা চিনতে চাই-ই! এত বছর পাশাপাশি থেকেও কেউ আমরা কাউকে চিনলাম না। বলা ভালো চিনতে চাইলাম না। আমরা উদার। ধর্মনিরপেক্ষ বলি বটে। অথচ আমাদের টিভি চ্যানেলে চ্যানেলে পুজো, রথযাত্রা থেকে জন্মাষ্টমী সব পরবে যেভাবে ভক্তিরসের আধিক্য দেখি, তার ধারেকাছে কোনোদিনই পৌঁছতে পারবে না কোনো মুসলিম উৎসব। ঈদ বা মহররমের পরের দিন বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজের ভেতরের পাতায় চোখে পড়বে না এমন হরফে ছোট্ট খবর থাকে, শান্তিতে কাটল ঈদ অথবা মহররম। যেন মুসলমান পরবে অশান্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়নি তাই বাঁচোয়া।

অনেক সময় ট্যাক্সিওয়ালা বা উবার ড্রাইভার কেউই একটু সন্ধ্যে হলেই খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ যেতে চায় না। মুসলিম মহল্লা বলে। অনেক প্রগতিবাদীকেও বলতে শুনেছি ওদিকে রাতের দিকে না যাওয়াই ভালো। কত জনকে লিখতে দেখেছি মেটেবুরুজে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। একবার মালদার কালিয়াচকে যাচ্ছি। শুটিং করতে। গাড়ি এগোচ্ছে। সাধারণ মফস্বল। ছোট চায়ের দোকান। লোকজন আড্ডা মারছে। একটা ক্লাব। দেয়ালে আবছা হয়ে থাকা গনি খান চৌধুরীকে ভোট দেওয়ার আকুতি। এক বৃদ্ধ গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। আমার ক্যামেরাম্যান খুব চাপা গলায় গোপন খবর দেওয়ার গলায় জানাল, জায়গাটা মুসলিম অধ্যুষিত। জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে বুঝলি! ও ফেলু মিত্তিরের ভঙ্গিতে অত্যন্ত গর্বিত মেজাজে বলে উঠল, চোখ বাবা চোখ। এত বছর পেশায় আছি ঠিক ধরতে পারি। তারপরে যা বলল তাই-ই বলেন লোকজন মেটেবুরুজে গেলেও। এক হাত অন্তর লাইট পোস্ট ও বাড়ির ছাদে সবুজ রঙের পতাকা উড়ছিল। তাই দেখে আমার স্নেহের ক্যামেরাম্যানের ধারণা হয়েছে এ নির্ঘাত পাকিস্তানের।

কোথাও কোনো ওয়াজ মেহফিলের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পতাকার রংও কেমন সাম্প্রদায়িক চেহারা নেয় তা বলে বোঝানো যাবে না। ধরেই নেওয়া হয় যে সবুজ রঙের পতাকা আর পাকিস্তান সমার্থক। আর মুসলিম মানেই স্বাধীনতার এত বছর বাদেও সে 'দেশদ্রোহী'। পাকিস্তান সমর্থক। মেটেবুরুজে নাকি পুলিশও ঢুকতে পারে না। অথচ ছোট্ট এক জনপদে, লোকসংখ্যা মাত্র কয়েক লাখ, তাকে ঘিরে আছে পাঁচ পাঁচটা থানা আর দু দুটো পুলিশ আউটপোস্ট। যা কলকাতার কোথাও নেই। আসলে এদেশের সরকার, প্রশাসনের অবচেতনেও হয়তো লুকিয়ে আছে কোনো না কোনোভাবে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ওপর চরম বিদ্বেষ।

ইদানীং প্রায় যাই আক্রা, চটা মহেশতলা আর মেটেবুরুজে। কত কত আখ্যান। কীভাবে মুসলিম এক বিত্তবানের জমিতে একদিন গড়ে উঠেছিল পৃথিবী বিখ্যাত বাটা কোম্পানি, কীভাবে চাষিবাসী এলাকায় একদা কমিউনিস্ট আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। আর বর্ণময় মেটেবুরুজের আতিথেয়তার তুলনা নেই। ওখানে গেলে আপনি শুধু আওধের নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহর রমরমা নয়, জানতে পারবেন দুশো বছরের বেশি ওখানকার বাসিন্দে মুসলমান দর্জিদের কথা। এইসব চর্চা বাবু ভদ্রলোকদের অভিধানে নেই। তারা সতত ছিদ্র খুঁজতে ব্যস্ত। প্রগতিশীল আমাদের টিভি চ্যানেলে সবসময় দেব-দেবীর বন্দনা। রোজ নিয়মিত হয়েই চলেছে হয় বাবা লোকনাথ, কিংবা ঠাকুর রামকৃষ্ণ, রাণী রাসমণি, বামাক্ষ্যাপা অথবা মা মনসা বা হনুমান চালিশা। রামায়ণ, মহাভারত তো আছেই।

সরাসরি দেব মাহাত্ম্য বাদ দিন। তথাকথিত সামাজিক সিরিয়াল দেখুন। সেখানেও ঠাকুর মাহাত্ম্যই শেষ কথা। আইসিইউতে থাকা পেশেন্ট নিমেষে সুস্থ হয়ে যান স্রেফ ঠাকুরের মহিমায়। আর আমরা রেনেসাঁর উত্তরসূরিরা উদার। তাই শহর কলকাতায় অনেক জায়গায় স্রেফ অন্য সম্প্রদায়ের লোক বাড়ি ভাড়া পায় না এই একুশ শতকেও।

লেখক: ভারতীয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা, লেখক ও কলামনিস্ট
e-mail: dastidarsoumitra786@gmail.com

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন





- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্ল্যাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

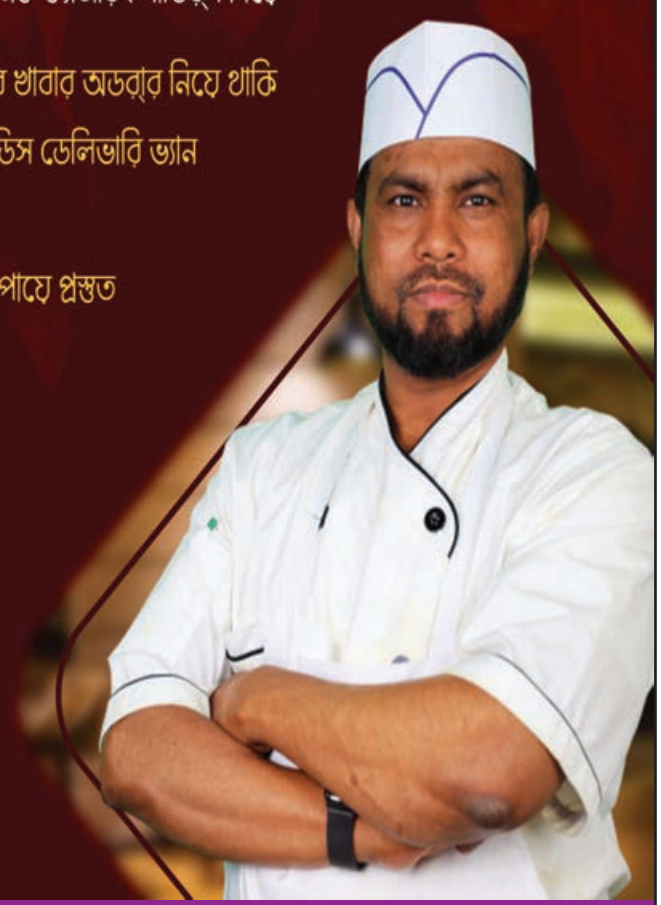
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসের্ডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

Injured in an Accident?

MAPQUEST US: 133-33 Brookville Blvd., Rosedale, NY 11422
PUBLIC TRANS: **E Train** to last stop in Queens, then Q5 Bus to Brookville Blvd and Merrick Blvd. Ask driver when to get off.
QUEENS: Cross Island Pkwy to Belt Pkwy to exit 24B-Merrick Blvd. turn left at light onto Merrick Blvd-Visitor Parking on RT.
BROOKLYN: Belt Pkwy East to exit 24A-130th Ave. turn LT onto Brookville Blvd, then at light trun RT onto Merrick Blvd, see above.
L.I.: Northern State West to cross Island Pkwy So. Then to Belt Pkwy to exit 24B-then follow Queens directions.
L.I.: Southern State Pkwy W to Belt Pkwy-exit 24B-follow Queens directions above.



FRANCISCO CASTILLO

Attorney at law

One Cross Island Plaza, Suite 116, Rosedale, New York-11422

Phone: 718-528-4424, Fax: 347-294-1055

E-mail: francisco@franciscocastillolaw.com

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ নিতে আহবান রাবাব ফাতিমা

(৩ পাতার পর)

ভ্যাকসিনের উপযোগী সকল রোহিঙ্গাদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান করছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী এ সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে নিজভূমি মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের উপর"।

এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক দেশসমূহকে মিয়ানমার সঙ্কটের সমাধানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, "মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি শীর্ষক বার্ষিক রেজুলেশন নিয়ে এই কমিটিতে আমরা ওআইসি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে কাজ করে যাবো"।

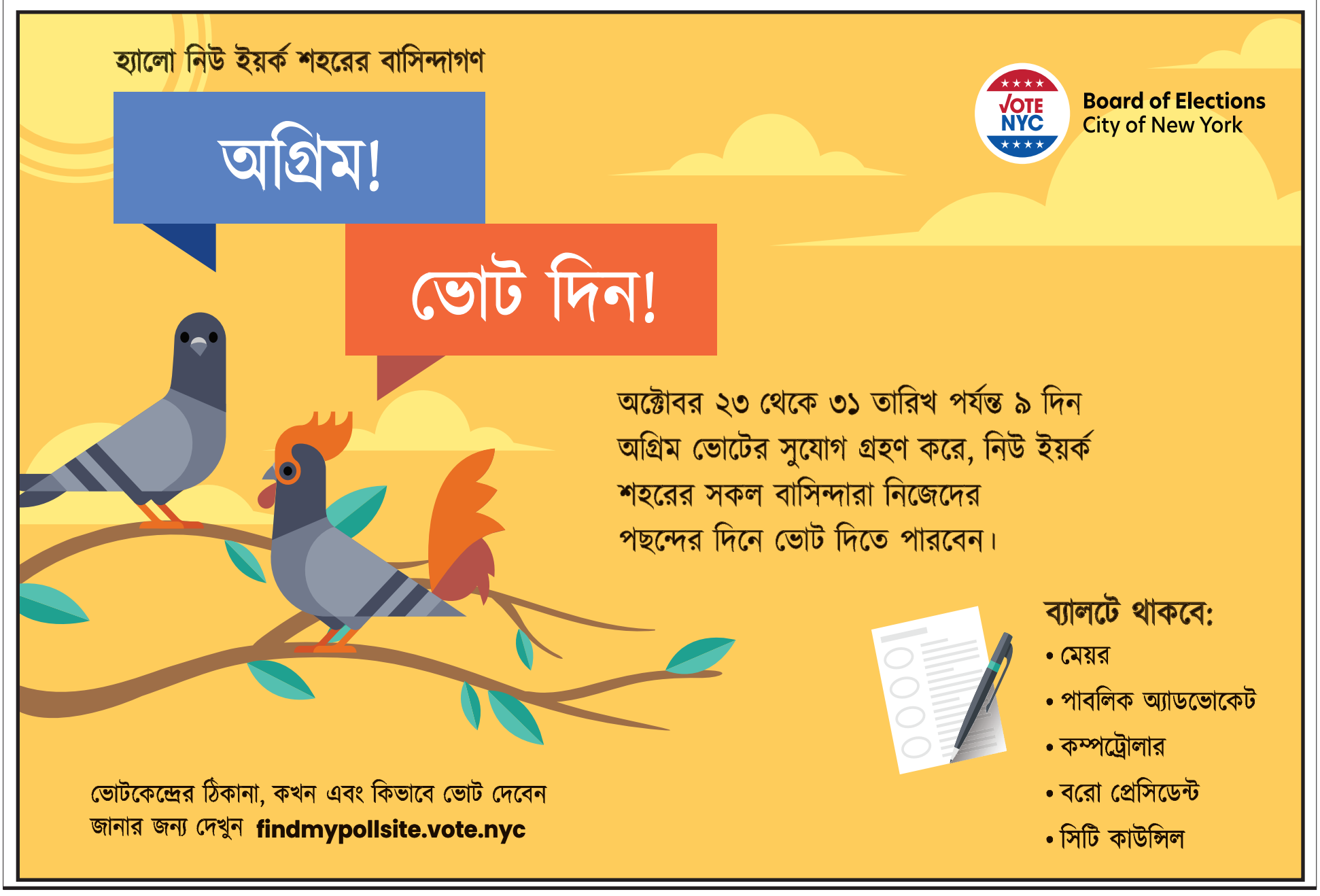
সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহ তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। রোহিঙ্গা সঙ্কট ছাড়াও তৃতীয় কমিটিতে বাংলাদেশ যে সকল বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে তা হলো: ভ্যাকসিন সমতা নিশ্চিতকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ, শিক্ষাসহ শিশুদের সকল অধিকারের সুরক্ষা, অভিবাসী কর্মীগণের কল্যাণ ও অধিকারের সুরক্ষা এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে মানবাধিকার সমুন্নত ও সুরক্ষিত রাখা।

নাজুক পরিস্থিতিতে নিপতিত মানুষের উপর কোভিড-১৯ যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে তা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি এ সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সামগ্রিক ও টেকসই পূনরুদ্ধারের উপর জোর দেন এবং এক্ষত্রে বৃহত্তর একতা, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের আহবান জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, "আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে ও বাইরে ইতোপূর্বে বিদ্যমান অসমতা ও ব্যবধানকে এই কোভিড আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, কোভিড অতিমারি থেকে পূনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিতে যাতে কেউ বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতে এই কমিটি ভূমিকা রাখবে"।

এর আগে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম কমিটি ও পঞ্চম কমিটির সাধারণ বিতর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







সাহিত্য সাময়িকী

আমার বাবা
বিমল গুহ

বাবাকে খুব মনে পড়ে আজ
আমাদের একান্নবর্তী সংসারে ছিলেন আমৃত্যু মধ্যমণি;
এতো বড় সংসারের দায়ভার কাঁধে নিয়ে বাবা
কী সহজে তপ্ত বালুকাময় পথে একা
এগিয়ে গেছেন নির্বিকার। দায়িত্ব অনেক
সংসার-সমাজ তার নির্দেশে সংঘবদ্ধ ছিলো,
আজো আছে। আজ বাবা নেই
আজ তার সাক্ষ্যবাহী বাজালিয়া প্রসন্ন গুহ সরকারি স্কুল;
হাতে-গড়া স্বপ্নময় গ্রাম; তার উত্তর প্রজন্ম বংশধর
দুহাত উর্ধে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আঙিনায়!

আজ খুব মনে পড়ে,
বাবা আমাদের হাত ধরে শিখিয়ে গেছেন একা পথে
কী করে দঙ্গল ঠেলে যেতে হয় দূর... দূরপথে
কী করে সদর রাস্তায় দৃঢ় পদবিক্ষেপে যেতে হয় হেঁটে
সূর্যের আলোজ্বলা সমৃদ্ধ ভুবনে;
এইভাবে পাড়াপড়শি সকলেরে তুলে এনেছেন
সূর্যালোকে নিজের মতন
এই আমাদের দেখা বাবার আদল;
গ্রামের প্রান্তিক সীমানায় ডালপালা মেলে স্থির
দৃঢ় দাঁড়িয়ে-থাকা বটবৃক্ষ এক।

নদী ও নীলিমা
মুস্তফা হাবীব

সবুজ শ্যামলিম পত্রপল্লবের সমারোহে যখন
প্রথম চাঁদ কুসুম হয়ে ফুটেছিল হৃদয়ভূমিতে
তখনই চন্দ্রিমা তার হরিণী চোখ
আমার চোখে প্রণয়নের বীজ বোনে।

তারপর থেকে আমি গোলাপ ভালবাসি,
পাখির দুরন্তপনা আমাকে মুগ্ধ করে,
নদীর মৃদুমন্দ ঢেউ আমাকে আপ্লুত করে।
চন্দ্রিমা হাত রাখে আমার হাতে,
মনোলোকে ফুটতে থাকে অনিন্দ্য নীলপদ্ম।

দু'জনাতে আলিঙ্গন পূর্ণিমার পূণ্য আলোয়
কখনও আম্রতলায়, বসন্তপুরের খোলা মাঠে,
কখনও আড়িয়াল খাঁ নদীর সুশান্ত বাঁকে।

চন্দ্রিমা আজ আর আমার সান্নিধ্যে নেই,
বন্দী পাখির মত ডানা ঝাঁপটায় দূরলোকে
আজ অবর্ণন বিরহকুসুম বুকে নিয়ে
নীরবে আমি কেবল চেয়ে আছি অনন্তের দিকে।

অমরত্ব
রেজা শামীম

বহুদিন আয়নার সামনে দুদন্ড দাঁড়ানো হয়নি
ঘর টেনেছিল আস্তিন ধরে, অফিস বেঁধেছিল কব্জায়
একদিন হঠাৎ অবসরে আয়নায় দাঁড়িয়ে চমকে উঠি
ক্রমশ ধূসর দাড়ি, বলিরেখা আঁকা কপাল ও চুলহীন মাথায়
আয়নায় যার প্রতিচ্ছবি সে আমার মধ্যবয়সী পিতা।

হতভম্ব আমি ছুটে যাই পিতার ঘরে
পিতা নেই, ইজিচেয়ারে তাঁর অলস বসে আছে
চৌচির চোয়াল আর শুভ্র শ্মশ্রুতে আমার পিতামহ
বহুদিন ধরে যিনি দেয়ালের ফ্রেমে শুধু ছবি হয়ে ছিলেন
সিলিং ফ্যানের বাতাসে ফরফর করে উড়ছে
কোলের উপর রাখা আজকের খবরের কাগজের পাতা।

সন্ত্রস্ত আমি পুত্রের ঘরে উঁকি দিই
সেখানে মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে
হাই ভলুমে বাজতে থাকা
সেলেনা গোমেজের গানের সাথে
রিদম মিলিয়ে নাচছি কিশোর আমি

অমরত্ব পাইনি বলে আমার আর কোনো খেদ নেই।

ভাবো এখনও মধ্যদুপুর
হোসাইন কবির

ভাবো এখনও মধ্যদুপুর
নদী ও প্রান্তরে মুখরিত স্রোত
ফুটুক না ফুল
মরু ও বালির বৃক্ষলতায়
নির্বান্ধব বন্ধ্যা বৃন্তদলে- না হয় আবার

বিষাদে বিস্ময়ে নিষ্ঠুর নির্বাণে
কী চাওয়া! কী পাওয়া!
আহা আলোতে অন্ধকার- বিভেদ-বিভাজন
পদে পদে প্রতিহিংসার প্লেকার্ড ফেস্টুন
নিষেধে বারণে- সংস্কার প্রাচীন মনন

তবু, এসো- হাতের আড়ালে রেখে হাত
শরীরেই ঢাকো মুখ- জাগরণ মধ্যরাত বিনিদ্র বাসর

ভাবো এখনও মধ্যদুপুর
নদী ও প্রান্তরে মুখরিত স্রোত
ভাবো এখনও প্রাণে প্রাণ
রঙরেখায়- বসন্ত ফুল-দিন
ভাবো এখনও ধ্যানী বৃক্ষ ছায়ায়- জীবন রঙিন

ইচ্ছে করে হারাই
আকাশের নীল ছুঁয়ে
পাখির উদার পালকে।

নক্ষত্র ফুল
জহুরুল ইসলাম

সারারাত শিশির হাওয়ায় মিতালি শেষে
নক্ষত্র ফুল ঝরে পড়ে সবুজ বোঁটা থেকে।
ঘাস গালিচায় শুয়ে থেকে উঠে আসে
বরণ ডালায়।

প্রভাতের ঝরা ফুল,
রাতের বুকে জ্বলে থাকে অবিরাম,
যেন রাতের রূপসী।

পৃথিবীর আলোকিত পথ ধরে যত প্রাণ চলে গেছে,
নক্ষত্র ফুলের মতো।
আজো জ্বলে আছে সন্ধ্যা রাতের প্রদীপ হয়ে,
পৃথিবীর প্রতিটা প্রাণে।

তোমার উপমা
বিচিত্র কুমার

একটা রোমান্টিক প্রেমের কবিতা লিখতে চাই
যার প্রতিটি চরণে থাকবে শুধু তোমার উপমা,
একটা প্রেমের গান লিখতে চাই
যার প্রতিটি অন্তরায় থাকবে শুধু তোমার বর্ণনা।
একটা প্রেমের ছোটগল্প লিখতে চাই
যার প্রতিটি শব্দ থাকবে শুধু তোমার
একটা মহাকাব্য লিখতে চাই
যার কাব্যিক চরিত্র থাকবে শুধু তোমার
একটা প্রেমিকার ছবি আঁকতে চাই
যার মুখশ্রীর প্রতিমা হবে শুধু তোমার,
একটা রোমান্টিক উপন্যাস লিখতে চাই
যার প্রধান চরিত্র হবে তোমার আর আমার।

বিষণ্ন শরৎ
তাহমিনা কোরাইশী

কতটা সময় আর বিষাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাস নেয়া যায়!
সময় যেনো খুঁটি গেড়ে বসে থাকে জুজুবুড়ি
কেবল ভয় দেখানো তার কাজ
দমবন্ধকর এমনদিনে হাঁটতে দাও- কাশফুল বাতাসে
এসেছি তো পার হয়ে শীত- বসন্ত- গ্রীষ্ম-বর্ষা
আরো আগের কতটা করোনা সময়
ফুসরৎ মেলেনি প্রকৃতির সাথে স্বজনে বিজনে মাতোয়ারা হতে
কেবল গৃহপালিত একটি জীব আছি অতিমারীতে ঠায়।
ইচ্ছে ছুটে যাই জলের কাছে, আকাশ জলে মিতালী যেথায়
সাদা মেঘ ডেকে যায় ঐ দূর নীল রঙের ভিন গাঁয়ে
এখনের বাতাস শিউলী-টগর-বেলী-দোলনচাঁপায় সুবাসিত
ফিরে যাই চেনা পথে, চেনা মানুষের ভিড়ে
সোদা মাটির ঘ্রাণ নিতে দাও বুক ভরে
বিষণ্ন কায়নাত এ বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত বাতাস প্রয়োজন
ছোট্ট এ জীবন দীর্ঘশ্বাসের পূর্ণতার অপেক্ষায়।

রেমের হাওয়ায় মাতাল মন
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

আকাশ নীলে পাখির ওড়াওড়ি
মন ছুটে যায়
দূর থেকে দূরে

স্বপ্নের ভেলায় ভাসে আমার ভেতর বাহির
নয়ন জুড়ে নাচে সৌন্দর্যের পাথার

ভালোবাসা রঙিন হয় লাল পাতাবাহারে
পাখির ওড়াওড়ি সবুজের ফাঁকে
কণ্ঠে গান সুখ আনন্দের।

প্রেমের হাওয়ায় উন্মনা মন
দেশকে ভালোবাসি আমি
প্রিয় স্বদেশ আমার, প্রিয় মাতৃভূমি।

পুকুর জলে শাপলা হাসে
কাঁখে কলসি পায়ে নূপুর
বধু যায় নদীর ঘাটে বিজন দুপুরে।

দুরন্ত রাখাল বাঁশি বাজায়
মিষ্টি সুরে সুরে
ফোটে গ্রাম আমার স্বপ্নের উঠোন।

আমাদের পূর্ব পুরুষের ঘামের গন্ধ আকুল আমি
শেকড় আমাকে প্রতিদিন টানে জাদুর মতো
আমি সুখ পাই খোঁজে পিতামহের হালে
গোলা ভরা শস্যের লাবণ্য ঝরা হাসিতে।

আনন্দের ঝাড়বাতি
মনসুর আজিজ

আমা কে আলিঙ্গণ ক রে মৃত চাঁদ
আমা কে জা গি য়ে তো লে পূ র্ণিমা তি থি
আমি- কি জে গে আছি
না কি প ড়ে আছি মৃ তের ম তো
মৃত্যুও এসে- টোকা দেয় গা লে
জোসনা দেখার ধ্যান ভাঙায় ব লে
চো খে মু খে ফু টে ওঠে বির ক্তির চিহ্ন
আজরাইল ফা কে ব সে মুচ কি হা সে
কবরখানার গে টে ফু টে আছে নতুন ফুল
মৃত মানু ষের হা তে হা তে ব র্ণিল পুষ্প তোড়া
নয়া দামানের আগম নে উৎফুল্ল তারা।

আকা শের তারা গুন তে গুন তে তাহা জ্জো দের সময় হয়ে গেছে
অন্ধকার পথ সজ্জিত ক রে তারাবা তি
ভূত লে নি র্মিত নতুন ঘ রে
হে টে চ লি তাই আনন্দ বু কে ধ রে।

আরিয়ান কি আসলেই দোষী

নাকি শাহরুখের ছেলে বলে আক্রোশের শিকার?

বিনোদন ডেস্ক: মাদক-কান্ডে শাহরুখ খানের ছেলে গ্রেপ্তার হওয়ার পর অনেকেই বলা শুরু করেছেন, আরিয়ান রাজনীতির শিকার। আবার কারও কারও মতে, বলিউডের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই কে বা কারা আরিয়ানকে নিশানা বানিয়েছে। আবার অনেকে এও মনে করেন যে বলিউডের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েছে মাদক। এখন প্রশ্ন, সত্যিই কি ২ অক্টোবর রাতে প্রমোদতরির পার্টিতে মাদক নিয়েছিলেন আরিয়ান। তাঁর দুই বন্ধু আরবাজ মার্চেন্ট, মুনমুন ধামেচাসহ আরও আটজনকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। আদালত আরিয়ান, মুনমুন আর আরবাজকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত এনসিবি হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।



আরিয়ানের রক্ত পরীক্ষা হয়নি

শুরুতে শোনা গিয়েছিল, আরিয়ানের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে এখনকার খবর, মাদক সেবনের দায়ে অভিযুক্ত শাহরুখপুত্রের রক্ত বা প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয়নি। সাধারণত এ ধরনের মামলায় সবার আগে রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এমনকি এ খবরও শোনা যাচ্ছে, আরিয়ানের কাছ থেকে কোনো মাদকদ্রব্য পায়নি এনসিবি। কেবল হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রমোদতরি থেকে আরিয়ান, মুনমুন আর আরবাজকে সবার প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শোনা গেছে, এনসিবির অভিযানের সময় আরিয়ান নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। আর তাই তাঁর প্রতি এনসিবির কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। ওই প্রমোদতরিতে সেই রাতে ছিলেন আরও বেশ কজন। কিন্তু অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু আরিয়ান আর তাঁর বন্ধুদের কেন আটক করা হলো!

সিসিটিভি ফুটেজের আবেদন

আরবাজ মার্চেন্টের বক্তব্য, এনসিবি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। তিনি তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে প্রমোদতরিতে এনসিবির ওই অভিযানের ফুটেজ দাবি করেছেন। আরবাজের আইনজীবী আবেদন করেছেন যে ২ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মুম্বাই পোর্ট ট্রাস্টের আন্তর্জাতিক টার্মিনালের সবুজ ফটকের সিসিটিভির ফুটেজ যেন সংগ্রহ করা হয়। তাতে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। আরবাজ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, এটা দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তাঁদের কাছে কোনো 'অবৈধ পণ্য' ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে এটা এনসিবির সাজানো অভিযোগ। এনসিবির কর্মকর্তা সমীর বানখেড় জানিয়েছেন, এর জবাব তিনি আদালতে দেবেন। আরবাজ আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে মাত্র ছয় গ্রাম চরস উদ্ধার করা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, এনসিবি রিমান্ড কপিতে এর পরিমাণ বাড়িয়ে লিখেছে।

রাজনীতির রং

ধারণা করা হচ্ছে, আরিয়ান খানের মাদক মামলার পেছনে রাজনৈতিক চাল আছে। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা ও মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিকের অভিযোগ, এই পুরো মামলাই বানোয়াট। তাঁর বক্তব্য, এনসিবির এই অভিযান কেবল শাহরুখ খানকে নিশানা করে করা হয়েছে। তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, এক মাস আগেই ক্রাইম সাংবাদিকদের কাছে খবর ছিল, মুম্বাইতে শাহরুখ খান পরবর্তী নিশানা হতে যাচ্ছেন। বিজেপি আর এনসিবি মিলে এই পরিকল্পনা করেছে।

নবাব মালিক বলেছেন, এসব বলিউড ও মুম্বাইয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা। কারণ, প্রমোদতরি থেকে এনসিবি কোনো মাদক উদ্ধার করেনি। যেসব ছবি ভাইরাল হয়েছে, তা এনসিবির দপ্তরের, প্রমোদতরির কোনো ছবি সেখানে নেই। এনসিবির এক কর্মকর্তার সঙ্গে আরিয়ানের ছবি ভাইরাল হয়েছে। তবে এনসিপির বক্তব্য, এই ব্যক্তি এনসিবির কেউ নন। নবাব মালিকের প্রশ্ন, তাহলে এনসিবি দপ্তরে ওই ব্যক্তি কী করছেন? তিনি ওই ব্যক্তির পরিচয় ফাঁস করে জানিয়েছেন, আরিয়ানের সঙ্গে সেলফি তোলা ব্যক্তিটি বিজেপির এক নেতা। মালিক বলেছেন, এনসিবি দপ্তর থেকে যতগুলো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেখানে মনীষ ভানুশালী নামের এক বিজেপি কর্মকর্তাকে দেখা গেছে।

এখন দেখার বিষয়, আসলেই কি শাহরুখের ছেলে হওয়ার মাশুল দিচ্ছেন আরিয়ান, নাকি সত্যি সত্যি তিনি মাদক সেবন করছিলেন।



একালের কুবের, মালা, কপিলাদের গল্প

বিনোদন ডেস্ক: কুবের, মালা, কপিলা বা হোসেন মিঞার কথা মনে আছে? পদ্মা নদীর মাঝির সেই চরিত্ররা এখন কেমন আছে? পদ্মাপারের মানুষজনের অভাব, অভিযোগ, শাসন-শোষণ কি বন্ধ হয়েছে? এসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে পদ্মাপুরান, জানালেন নির্মাতা রাশিদ পলাশ। আজ শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পদ্মাপুরান।

বেশ কিছুদিন ধরে ফেসবুকে এবং রাস্তায় পদ্মাপুরান ছবিটির পোস্টার দেখা যাচ্ছে। কিছুটা অন্য রকম, যে কারণে সহজে নজর কাড়ে। পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্তঃসত্ত্বা নারী। মাথা কামানো, হাতের নখ বড় বড়। পোস্টারে লেখা 'হার না মানা নদীর গল্প'।

পরিচালক রাশিদ পলাশের এক সাক্ষাৎকারে জানা গেল, ছবিতে নদীর সঙ্গে নারীর একটা মিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। নারীর মতোই যখনই নদীর সঙ্গে অন্যায় করা হয়, তখনই নদীর রূপ, রং, চেহারা, স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। নারী-নদী-জীবনকে একসঙ্গে দেখছেন পরিচালক। তিনি বলেন, 'পদ্মাপুরান আমাদের মাটিজলের গল্প। পদ্মার পানি কমে যাওয়ার নদীটি যেমন মরে গেছে, একই সঙ্গে বদলে যেতে শুরু করেছে নদীপারের মানুষের জীবন। এই বদলগুলোই আনতে চেয়েছি আমরা।'

গল্প সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে নির্মাতা বলেন, 'নদীকেন্দ্রিক জীবন এখন আর নেই। সেখানে অভাব বেড়েছে, শিক্ষা নেই, নেই মানবিকতা। সবচেয়ে ভয়ানক হলো অপরাধমূলক কাজ বেড়ে গেছে। তাহলে কেমন আছে সেই কুবের, মালা, কপিলারা? এই সিনেমায় এটাই মূলত আমার দর্শন।'

পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁদের অনেক শ্রম, অনেক ঘাম। 'আমাদের পুরো টিমের কাছে ছবিটা একটা যুদ্ধ ছিল। দিনের পর দিন পদ্মা নদীর চরে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শুটিং করেছি আমরা,' বলছিলেন রাশিদ পলাশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফণীর কবলে পড়ে একবার তো সেটই ভেঙে গেল। পরে আবার নতুন করে সেট বানিয়ে শুটিং সেরেছেন।

রায়হান শশীর চিত্রনাট্যে পদ্মাপুরান প্রযোজনা করছে পুণ্য ফিল্মস। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রসূন আজাদ, সাদিয়া মাহি, জয়রাজ, সুমিত সেনগুপ্ত, কায়েস চৌধুরী, সুচনা শিকদার, রেশমী, হেদায়েত নান্নু, আশরাফুল আশিষ, সাদিয়া তানজিন। একটি বিশেষ চরিত্র করেছেন শম্পা রেজা। ছবিতে পাঁচটি গান আছে, গেয়েছেন চন্দনা মজুমদার, মুহিন, সৌরিন, আরিফ ও অংকন।

পদ্মাপুরান দিয়ে দীর্ঘদিন পর অভিনয়ে ফিরলেন প্রসূন আজাদ। পাঁচ বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল তাঁর অভিনীত 'মুসাফির'।

প্রসূন বলেন, 'সিনেমাটিতে কপিলা চরিত্রটি ছিল আমার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং। গল্প শুনেই মনে করেছিলাম পারব না। শুটিংয়ের গিয়েও ভয়ে ছিলাম। পরে মনে হয়েছে, ঠিকমতো চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাও ছিল কষ্টকর।

একদম আইসোলেটেড এলাকায় শুটিং করেছি। দর্শক কীভাবে নেবেন, এটা ভাবতেই কিছুটা নার্ভাস লাগছে। আমরা চাইছি পদ্মাপুরানএর গল্পটা সব শ্রেণির দর্শক দেখার সুযোগ পাক।' আরেক অভিনেত্রী সাদিয়া মাহির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই ছবি। ছবিতে গোলাপি চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। পর্দায় তাঁর নবজাতকের নাম ছিল পদ্মা। গত মাসে ছবিটির টিজার মুক্তির দিনে মাহির জীবনে এসেছে আরেকটি সুসংবাদ–প্রথম সন্তানের মা হয়েছেন এই অভিনেত্রী। মেয়ের নাম রেখেছেন পদ্মা।

শুক্রবার থেকে ঢাকায় স্টার সিনেপ্লেক্স, শ্যামলী, যমুনা ব্লকবাস্টারে, নারায়ণগঞ্জের সিনেস্কোপ এবং চট্টগ্রামের সুগন্ধা হলে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। আক্ষেপ করে পরিচালক বলেন, 'আমরা ইচ্ছা করলেই সারা দেশে অনেক হলে ছবিটি মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু মুক্তি দিয়ে কী লাভ বলেন, এখন ছবি রিলিজ দিতে হলে উল্টো হলের মালিকদের টাকা দিতে হয়। সে টাকা ফেরত পাবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। টাকা দিয়েই তো হলমালিকেরা সিনেমা নেবেন। সেটাই তো নিয়ম। তাই আমার সিনেমার টার্গেট, দর্শক যাঁরা, তাঁদের জন্যই আমরা সিনেপ্লেক্সগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছি।'

পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁদের অনেক শ্রম, অনেক ঘাম

পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁদের অনেক শ্রম, অনেক ঘাম।

সর্বশেষে দর্শকদের উদ্দেশে বিনীতভাবে একটা অনুরোধই করলেন পরিচালক রাশিদ পলাশ, 'সবাইকে অনুরোধ হলে গিয়ে পদ্মাপুরান দেখুন। আমাদের ছবি যদি আমরাই না দেখি, তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়াবে কীভাবে?'

তাড়াহুড়ো নয়



বিনোদন ডেস্ক: এই নিয়ে পরপর তিন বছর পূজায় কোয়েল মল্লিক অভিনীত ছবি মুক্তি পাচ্ছে। এবার পূজায় জিত ও দেবের ছবির সঙ্গে লড়াই হবে কোয়েলের ছবির। বক্স অফিসের লড়াই কতটা জমবে? কোয়েলের মতে, আমার 'বনি'র পাশাপাশি বাকি ছবিও যেন ভালো চলে। অতিমারিতে ছবি মুক্তি কেমন হতে পারে, সে অভিজ্ঞতা গত পূজায় 'রক্ত রহস্য'র সময়েই হয়ে গিয়েছিল। ভালোই চলেছিল ছবিটা। সেকেন্ড ওয়েভের সময়ে মুক্তি পেয়েছিল 'ফ্লাইওভার'। তাই ধাক্কাগুলো ইতিমধ্যে সয়ে গিয়েছে! তবে পূজায় ছবিমুক্তি আলাদা একটা নস্টালজিয়া বয়ে আনে। ছোটবেলায় মেজমা'র হাত ধরে ভাইবোনেরা মিলে পূজার দুপুরে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। এদিকে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী 'বনি' অবলম্বনে ছবি, যে গল্পে একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মাতৃত্ব। 'রক্ত রহস্য'-এর কাহিনীও ছিল সারোগেসি ও মাতৃত্বকেন্দ্রিক। আপনি নিজেও মা হয়েছেন গত বছর। চরিত্রগুলোর সঙ্গে নিজেকে কতটা রিলেট করেছেন? কোয়েল বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুবই আবেগপ্রবণ। ক্যামেরার সামনে যদি আবেগকে বশে রাখতে না পারি, বেশ মুশকিল হয়ে যায়। মাতৃত্ব এমন একটা উপলব্ধি, যা পৃথিবীর সব মেয়েদের ভেতরেই নিহীত থাকে। 'বনি'তে আমার চরিত্র প্রতিভা অনেকদিন অপেক্ষার পরে সন্তানের জন্ম দেয়। তার পর জানতে পারে বাচ্চাটি 'স্বাভাবিক' নয় সেই অর্থে। তার দুনিয়াটা চুরমার হয়ে যায়। ওই দৃশ্যটা করার সময়ে সত্যিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আগামীর পরিকল্পনা বিষয়ে কোয়েল বলেন, তাড়াহুড়ো করতে চাই না। ছেলে বড় হয়ে ওঠার প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। ওর প্রথম কথা বলতে শেখা, হাঁটতে শেখা এগুলো মিস করতে চাইনি। কারণ এই মুহূর্তগুলো আর ফিরে আসবে না। এর মধ্যেই টেলিভিশন রিয়্যালিটি শোয়ের শুটিং করেছি। এরপরে একটা থ্রিলার ও রোমান্টিক কমেডি ছবি করার কথা এগিয়েছে, তবে সেগুলোর চিত্রনাট্য চূড়ান্ত নয়।

সফলতা সহজে আসে না, অর্জন করতে হয় -জান্নাতুল পিয়া

বিনোদন ডেস্ক: জান্নাতুল পিয়া। একইসঙ্গে তিনি মডেল, অভিনেত্রী, উপস্থাপক, ব্যবসায়ী ও আইনজীবী। শোবিজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সফলতার ছাপ রেখেছেন তিনি। শুধু দেশেই নয়, মডেল হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিও রয়েছে তার। প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্বখ্যাত 'ভোগ' সাময়িকীর প্রচ্ছদের মডেলও হয়েছেন পিয়া। পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ইভেন্টেও। এদিকে পিয়া ঢাকার লন্ডন কলেজ অব লিগ্যাল স্টাডিজ থেকে আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করেছেন। অন্যদিকে কয়েক মাস আগেই তিনি পুত্রসন্তানের মা হন।



পুত্রের নাম রেখেছেন আরিস। সব মিলিয়ে কেমন আছেন? পিয়া বলেন, ভালো আছি। ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সময়। ছেলে আরিসকে তো সময় দিচ্ছিই। পাশাপাশি ব্যাবসা সামলাচ্ছি, আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস চলছে। আর শোবিজের কাজও করছি টুকটাক। আরিস হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই নিজের ওজন কমিয়ে প্রায় আগের অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এর রহস্য কি? উত্তরে হেসে পিয়া বলেন, রহস্য নেই কোনো। এটা আসলে ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে। সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী হওয়াটা দরকার। আরিস হওয়ার কিছুদিন পরই আমি শরীরচর্চা ও ডায়েট শুরু করি। এখন তো নিয়মিত জিম করছি। মাঝেমধ্যে সেই ভিডিও ফেসবুকেও দিচ্ছি। আর কয়েকদিন বাদেই আশা করছি পুরোনো শেপে ফিরতে পারবো। কিন্তু মাতৃত্বের পর এই জার্নিটা কঠিন ছিল না? পিয়া জান্নাতুল বলেন, সফলতা সহজে আসে না, চেষ্টা-পরিশ্রম দিয়ে অর্জন করতে হয়। আমিও তাই করেছি। যে কেউ চাইলে করতে পারে। অধ্যাবসায় এক্ষেত্রে জরুরি। এখনকার ব্যস্ততা কি নিয়ে মূলত? উত্তরে এ মডেল-অভিনেত্রী বলেন, একসঙ্গে কয়েকটি ব্যবসা সামলাচ্ছি। আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছি। আর পছন্দসই কাজ হলেই শোবিজের কাজ করছি। এরমধ্যে কিছু ব্র্যান্ডের কাজ করেছি মডেল হিসেবে। সামনেও কিছু কাজ আছে। সিনেমায় কাজ কম করছেন। এর কারণ কি? পিয়ার উত্তর- এখন সিনেমায় সময় দেয়া আমার জন্য কঠিন। কারণ ব্যবসা ও প্র্যাক্টিস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। সত্যি বলতে সব ধরনের কাজ করতে চাচ্ছি না। খুব বেশি পছন্দসই হলেই কাজ করবো সিনেমার ক্ষেত্রেও তাই। আসলে আমি লক্ষ্য নিয়ে চলি। আজ থেকে দশ বছর পর আমি কি করবো, কোন অবস্থানে থাকবো সেটা আমার প্ল্যান করা। পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগুচ্ছি।

জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

কোভিড অতিমারি থেকে পুনরুদ্ধারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান

নিউইয়র্ক: কোভিড-১৯ সৃষ্ট ভয়াবহ দৃশ্যপট তুলে ধরে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ফাতিমা কোভিড ভ্যাক্সিন লাভে সার্বজনীন ও সাশ্রয়ী অধিকার নিশ্চিত করতে অংশীজনদের প্রতি আহবান জানান যাতে সকলেই কোভিড সঙ্কট থেকে টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্ক পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বক্তব্য অনুসরণে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, ভ্যাকসিন উৎপাদনে সক্ষম উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে প্রযুক্তি ভাগ করে নিলে উৎপাদন ও বিতরণ পর্যায়ে বিশাল সক্ষমতা সৃষ্টি হবে যা ভ্যাকসিন সমতা নিশ্চিত করতে পারবে। গত ৬ অক্টোবর জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির সাধারণ বিতর্কে প্রদত্ত বক্তব্যে এসকল কথা বলেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।



সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটি কোভিড-১৯ অতিমারি এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দ্বৈত সঙ্কটকালে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "সঙ্কট, প্রতিকূলতা মোকবিলায় সক্ষমতা এবং পুনরুদ্ধার-এজেন্ডা ২০৩০ এর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা"। প্রতিপাদ্যের লক্ষ্য অতিমারি থেকে টেকসই ও সক্ষমতাপূর্ণ পুনরুদ্ধারের জন্য সাহসী এবং উচ্চভিলাসী বৈশ্বিক রোডম্যাপকে এগিয়ে নেওয়া এবং যথাসময়ে এজেন্ডা ২০৩০ অর্জন করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্ব সম্প্রদায় গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, আসন্ন জলবায়ু ও জীববৈচিত্র বিষয়ক রাষ্ট্র সম্মেলনে যাতে সাহসী ও উচ্চভিলাসী ফলাফল অর্জিত হতে পারে সে বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা দরকার। তিনি আরও বলেন, ৪৮টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত ক্লাইমেট ভারনারেবল ফোরাম -এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাস, জলবায়ু-অর্থায়ন বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজতর করা এবং অভিযোজন পদক্ষেপসমূহের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে আগ্রহী।

দেশের বাইরে থেকে আসা অর্থায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা রপ্তানি আয়, রেমিটেন্স, ওডিএ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি অর্থায়ন পুনরুজ্জীবিত করতে উন্নয়ন অংশীদারদের যে ভূমিকা রয়েছে তা পালনের প্রতি অনুরোধ জানান। রেমিটেন্সের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় চাকুরি পুন:প্রাপ্তিতে অভিবাসী কর্মীদেরকে অন্তর্ভূক্ত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ডিজিটাল বৈষম্য দূর কল্পে সকল অংশীজনদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়ার উদাহরণ টেনে তিনি এলডিসিসহ সদ্য উত্তরিত দেশগুলোর জন্য সাহসী ও উচ্চভিলাসী কর্মসূচি গ্রহণেরও আহবান জানান।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও উত্তরণ প্রচেষ্টায় অবশ্যই নারীদেরকে সম্মুখসারিতে স্থান দিতে হবে।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়াবলী নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটি কাজ করে থাকে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





কে পাচ্ছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদক হিসেবে বিবেচনা করা হয় নোবেল শান্তি পুরস্কারকে। সোমবার থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে ঘোষণা করা হবে ২০২১ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ীর নাম।

চলতি বছর পুরস্কারটি কার হাতে উঠবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা।

টাইম ম্যাগাজিন জানায়, চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয়ের দৌড়ে রয়েছে ৩২৯ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। তবে পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে– বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), সুইডিশ পরিবেশ আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, বেলারুশের মানবাধিকারকর্মী সেভেতলানা তিখানোভস্কায়া, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বা রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনি।

এদের যে কারও হাতে উঠতে পারে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কার, ধারণা করছে ম্যাগাজিনটি।

এর আগে ২০২০ সালে পুরস্কারটি পেয়েছিল জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)।

ক্যান্ডি ডেস্ক : সিনেটরদের এক সুতোয় বাঁধার গোপন সূত্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ডেস্কটি দেখতে একদমই সাধারণ, যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের আর দশটা আসবাবপত্রের মতোই। তবে সাধারণ এই ডেস্কটির রয়েছে এক গোপন শক্তি। আর সেই গোপন শক্তির রয়েছে গভীরভাবে বিভক্ত সিনেটরদের একত্রিত করার অনন্য ক্ষমতা।

না, দেশের কোনো গোপন বা গুরুত্বপূর্ণ নথি নেই সেই ডেস্কে। আছে চকলেট ললিপপ আর বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার। গত অর্ধ শতাব্দি ধরে সিনেটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের সময়ও সিনেটরদের নিষিদ্ধ আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে এই 'ক্যান্ডি ডেস্ক'।

সিনেটে রিপাবলিকানদের বসার জায়গার ব্যস্ত প্রবেশপথের শেষেই এই ক্যান্ডি ডেস্কের অবস্থান। এই ক্যান্ডি ডেস্কটি সবসময় ভরা আছে কী না তা দেখভালও করা হয়।

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সিনেটে যখন তীব্র বাক-বিতণ্ডা হয়, তখনও এই ক্যান্ডি ডেস্কের চাহিদা তুঙ্গে থাকে। বর্তমানে ওই ডেস্কটি প্যাট টুমির দখলে।

এ ব্যাপারে পেনসিলভেনিয়ার সিনেটর প্যাট টুমি জানান, আমি নিশ্চিত করতে পারি যে ক্যান্ডি ডেস্ক এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও এর মজুদ একই থাকবে।

২০২০ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম অভিশংসনের বিচার চলাকালে আরেকটি কাজ অগ্রধিকার ভিত্তিতে করেছিলেন সিনেটররা। তা হলো প্যাট টুমির ডেস্ক থেকে বড় এক বাক্স চকলেটের বিলি-বণ্টন।

২০১৫ সাল থেকে ক্যান্ডি ডেস্কের দায়িত্বে আছেন প্যাট টুমি। এই দায়িত্ব প্যাট টুমি যথাযথভাবেই পালন করছেন।

১৯৬৮ সালে সিনেটে এই ক্যান্ডি ডেস্ক চালু হয়েছে। প্রবেশপথের পাশের ওই ডেস্কে যে রিপাবলিকান সিনেটর বসার জায়গা পান তিনিই তার ডেস্ক ভর্তি করে অন্যদের জন্য চকলেট রাখেন।

১৯৬৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর জর্জ মার্ফি তার ডেস্কে নিজের জন্য চকলেট রাখতেন। মাঝে মাঝে তার সহকর্মীদের চকলেট সাধতেন। যদিও সিনেটে কোনো কোনো কিছু খাওয়ার অনুমতি ছিল না। তিনি তার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে চলে গেলেও তার ডেস্কে জায়গা পাওয়া আরেক সিনেটর ওই প্রথা চালু রাখেন। তখনও অবশ্য এই ক্যান্ডি ডেস্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসেনি। আশির দশকের মাঝামাঝি ওয়াশিংটনের সিনেটর স্ল্যাড গর্টন জনসম্মুখে ঘোষণা দেন তিনি ক্যান্ডি ডেস্কে বসতে যাচ্ছেন। এরপরই সিনেটের এই ক্যান্ডি ডেস্কের প্রথা সামনে আসে।

লটারিতে সোয়া ২ কোটিরও বেশি টাকা জিতলেন প্রবাসী বাংলাদেশি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক।- দুবাই প্রবাসী এক বাংলাদেশি 'আমিরাত দিরহাম মাহজুজ লাইভ ড্র'-এর সর্বশেষ বিজয়ী হয়ে লটারি জিতলেন ১০ লাখ দিরহাম। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ৩২ লাখ ৮৩ হাজার ১৬ টাকার সমান। জানা গেছে, দুবাইয়েঅনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির ৪৬তম সপ্তাহের দ্বিতীয় বিজয়ী হিসেবে তিনি এ পুরস্কার পাচ্ছেন।

গত শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত লটারির ড্রতে বাংলাদেশি ওই নাগরিক এই পুরস্কতার জেতেন। তবে প্রবাসী ওই বাংলাদেশির নাম-পরিচয় জানানো হয়নি। বাংলাদেশি ছাড়াও আরও ১০২ জন বিজয়ীর প্রত্যেকে ১ হাজার দিরহাম এবং অন্য ১ হাজার ৯৮৪ জন অংশগ্রহণকারী পেয়েছেন ৩৫ দিরহাম করে। যদিও এই লাইভ ড্র-এর প্রথম পুরস্কার ৫০ মিলিয়ন দিরহামের আকাংকিত বিজয়ীকে এখনো পাওয়া যায়নি। আগামী শনিবার আমিরাতের স্থানীয় সময় রাত ৯টার দিকে আবারও এই লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে হয়তোবা মিলে যেতে পারে প্রথম পুরস্কার বিজয়ীর নাম।

খবর খালিস টাইমসের

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ডুগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরাহ বুকিং চলছে।
ফ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সারওয়ে-এর অর্থডক্স উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law

225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights

70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন **Apps** এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর **Apps** টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: **www.sonaliexchange.com**

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মেঘ পাহাড়ে

শাহিনা নদী

শহর থেকে দূরে নির্জনতাপূর্ণ, কোলাহলমুক্ত, চারদিকে সবুজ আভায় পরিপূর্ণ শহর সীতাকুন্ড। পাখির কিচিরমিচির ডাকে মুখরিত আশপাশের পরিবেশ, শীতল বাতাসের উষ্ণ ছোঁয়া, সূয্যি মামার সঙ্গে রৌদ্রস্নাত খেলতে খেলতে দুর্গম পাহাড়ি পথ বেয়ে ওপরে ওঠা। হ্যাঁ! কথা বলছি চন্দ্রনাথ পাহাড়কে নিয়ে। ধুলোবালির এই ক্লান্তিমাখা শহর থেকে বেরিয়ে একটা দিন প্রকৃতির সঙ্গে কাটাতে পজিটিভ ঢাকার ১৫ জন সদস্য নিয়ে সীতাকুন্ড যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন আমাদের ট্যুর লিডার এমএম আরিফুল ইসলাম ভাই। তার নেতৃত্বে কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু হলো। ট্রেনে আমাদের গানের আসরও জমে উঠেছে।

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে আমরা সীতাকুন্ড স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ৫ মিনিট হেঁটে সরাসরি সীতাকুন্ড বাজারে গিয়ে হোটেল সৌদিয়াতে উঠি। ফ্রেশ হয়ে হালকা নাশতা করে নিই। পাহাড়ে উঠতে হবে তাই ভারী খাবার কেউই খাইনি। ফলে পাহাড়ে উঠতে কারোর খুব বেশি কষ্ট হয়নি। একটি লেগুনা ভাড়া করে যাত্রা শুরু হলো পাহাড় জয়ের। স্লোগান ও গানের তালে তালে আমরা এগিয়ে চলেছি চন্দ্রনাথের কাছে। চলার পথে পুরো এলাকাজুড়ে লক্ষ্য করলাম মন্দিরের আস্তানা। সেখানকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা মনোহর চন্ডালের কাছ থেকে জানতে পারলাম, পুরো সীতাকুন্ড এলাকাজুড়ে ছোট-বড় প্রায় আড়াইশ্ব মন্দির রয়েছে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দুটি রাস্তা রয়েছে। বাম দিকের রাস্তা তুলনামূলক কম সিঁড়িযুক্ত, সরু এবং শক্ত মাটি ও শিলার মিশ্রণে পাহাড়ি খাড়া পথ। অন্যদিকে ডান দিকের রাস্তা প্রায় পুরোটাই সিঁড়ি এবং প্রশস্ত। তাই বাম দিক দিয়ে ওপরে ওঠা সহজ এবং ডান দিক দিয়ে নিচে নামা কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং সহজ। বাম দিকের পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে গানের তালে, পাখির কণ্ঠে গান শুনতে শুনতে আমরা ওপরে উঠতে থাকি। প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য আমরা শুধু পজিটিভ বার্তা দিইনি, একই সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের কাছে ছোট ছোট বাস্কেট ছিল, চলতি পথের সব প্লাস্টিকের ময়লা আমরা সেই বাস্কেটে সংরক্ষণ করেছিলাম। খানিকটা গিয়ে আমাদের চুনি ভাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে; তাকে রেখেই আমরা এগিয়ে যেতে শুরু করি। এরপর আবার আমাদের আরেক সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন আমরা চুনি ভাইয়ের থেকে প্রায় অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। জান্নাতকে একা রেখে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না বলে আরিফ ভাই জান্নাতকে চুনি ভাইয়ের কাছে রেখে আসার জন্য আবার নিচের দিকে নেমে গেলেন। বাকি আমরা ১২ জন



আরিফ ভাইয়ের আসার জন্য অপেক্ষা করছি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর আরিফ ভাই ওপরে এলেন। সূয্যি মামার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমরা গন্তব্যের খুব কাছে বিরুপাক্ষ মন্দিরে পৌঁছাই। চলতি পথে আমরা চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আরও দুটি ছোট ঝরনাও দেখেছিলাম। বিরুপাক্ষ মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমরা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় চন্দ্রনাথ মন্দির দেখতে পাচ্ছি। তাই আর সময় নষ্ট না করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি চন্দ্রনাথের চূড়ার দিকে। বিরুপাক্ষ মন্দির থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা আপনাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেবে। রাস্তাটির দুই পাশ সবুজ গাছপালার ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ। রাস্তাটির আকৃতি কাল্পনিক দৃশটিতে পানির ওপর ঝুলন্ত সেতুর মতো। তারপর আবার পাহাড়ি রাস্তা। তবে নিচের তুলনায় রাস্তাটুকু আরও খাড়া এবং সরু। চন্দ্রনাথ জয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ প্রস্তুত। প্রথমে আমি, তামিম ও রিভান পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে যাই। এরপর একে একে আমাদের পজিটিভ ঢাকা টিমের আসমা, রায়হাত, শাওন, আরিফ ভাই, রিয়েল ভাই, বাবু ভাই, তানিশা, মিম, সুমি জায়গা করে নিই চন্দ্রনাথের চূড়ায়। সমতল থেকে ১২০০ ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য সত্যিই চোখ ধাঁধানো। শরতের আকাশে সাদা মেঘের মিলনমেলা, চারদিকে সবুজ গাছপালা, মেঘের মতো কালো দৈত্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট পাহাড় আর দৃষ্টির শেষ সীমানায় বঙ্গোপসাগরের পানি। আহ! এমন দৃশ্য দেখে নিমিষেই ওপরে ওঠার সব ক্লান্তি যেন ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। চূড়ায় চন্দ্রনাথ মন্দিরের একজন পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হলো।

তার কাছে জানতে পারলাম প্রতি বছর বাংলা ফাল্গুন মাসে শিবতুদর্শীকে কেন্দ্র করে এখানে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার নাম শিবতুদর্শী মেলা। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, ভুটানসহ বেশ কয়েকটি দেশ থেকে অসংখ্য সাধু ও নর-নারী এই মেলায় যোগদান করেন। পাহাড়জয়ের আনন্দের সঙ্গে আমাদের চলতি পথে ব্যবহার করা প্লাস্টিকের বোতল, চিপসের প্যাকেটগুলো ও সংরক্ষণ করা ময়লা নিয়ে আমরা নিচে নামতে শুরু করি। আমাদের দ্বারা যাতে প্রকৃতির কোনো ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারে আমরা সর্বদা সচেতন ছিলাম। যারা প্রকৃতির খুব কাছে যেতে পছন্দ করেন, তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে আপনার দ্বারা যাতে প্রকৃতির কোনো ক্ষতি না হয় সেটা নিশ্চিত করে ভ্রমণ করুন। আর আমাদের এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এই পজিটিভ মেসেজটা দেওয়া। আমরা প্রকৃতির খুব কাছে যাব কিন্তু প্রকৃতিকে ক্ষতি করে নয়। নামার রাস্তা তুলনামূলক সহজ ও প্রশস্ত। তবে খুব সাবধানে নামতে হবে। কারণ সিঁড়ির একপাশ ফাঁকা। ভুল করে কেউ যদি স্লিপ করে যায় তাহলে পাহাড়ের খাদে পড়ে যাবে। নিচে নেমে সর্বপ্রথম আমরা আমাদের সংগ্রহ করা প্লাস্টিকের ময়লাগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে পুড়িয়ে ফেলি। কারণ সেগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যেন মাটির উর্বরতা নষ্ট করতে না পারে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে ঠিক থাকে। সারাদিন সীতাকুন্ড ঘুরে সেখানকার রূপসী ঝরনায় সব ক্লান্তি ধুয়ে, বিকেলে গুলিয়াখালী বিচ থেকে সূর্যকে বিদায় জানিয়ে এক বুক মুগ্ধতা ও চন্দ্রনাথ পাহাড় জয়ের তৃপ্তি নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরি। তারপর রাত ৮টায় ঢাকার উদ্দেশে বাসে উঠি আমরা। একদিনে তিনটা জায়গা কাভার করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল আমাদের জন্য। তবে সীতাকুন্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যতা আমাদের ক্লান্তি ভুলে মুগ্ধ হতে বাধ্য করেছে। জীবনের প্রথম এই ভ্রমণের স্মৃতি সর্বদা তাড়া করে বেড়াবে প্রকৃতির আরও কাছে যাওয়ার জন্য।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধু ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ৎধরহ ঃড় ৩০ আব, ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

718-475-5686

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সুশাসন ও আইন

সৈয়দ মাসুদ মোস্তফা

সুশাসন ও আইন একে অপরের পরিপূরক। গণমুখী আইন ও এর যথাযথ প্রয়োগই সুশাসনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এ জন্য রাষ্ট্র জনস্বার্থেই সময় ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে থাকে। নতুন আইন প্রণয়নের সময় রাষ্ট্রের আইন বিভাগ বা সরকার আইনের শিরোনাম ও ব্যাখ্যায় জনস্বার্থের কথা ফলাও করে প্রচার করে থাকে। কিন্তু প্রণীত সব আইনই জনগণের স্বার্থের পুরোপুরি অনুকূলে হয় না; বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। তাই কোনো কোনো সময় এসব আইন বাতিলের জোরালো দাবি ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে তা বাতিল ও সংশোধনের রেওয়াজও আমাদের দেশে রয়েছে। ২০০০ সালে প্রণীত 'জননিরাপত্তা আইন' তার প্রকৃত প্রমাণ।

নতুন নতুন আইন প্রণয়ন বা আইনের হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। সম্প্রতি ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা সুরক্ষায় সরকার 'পারসোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট' শিরোনামীয় নতুন একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে। শুরু থেকেই প্রস্তাবিত আইনটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার অন্ত নেই। কিন্তু তার পরও আইনটি হবে; কারণ অতীতে কোনো সমালোচনার মুখে সরকার বা সংশিষ্ট বিভাগ তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে বলে অন্তত আমাদের দেশে রেকর্ড নেই। নিকট-াতীতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে কম কথা হয়নি; কিন্তু তার পরও সরকার তাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। কোনো কোনো সময় চাপে পড়ে আইন সংশোধনের কথা বলা হলেও তা কোনোভাবেই বাস্তবতা পায়নি। এমনকি আইনটি গণমাধ্যমকর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও এ আইনে অধিকসংখ্যক সম্পাদক-সাংবাদিক মামলায় পড়েছেন এবং নানাভাবে হয়রানির শিকারও হয়েছেন।

ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষাবিষয়ক আইনটি জনগণের স্বার্থের বিবেচনায় প্রণীত হচ্ছে বলে সরকার দাবি করেছে। কিন্তু আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণে তাদের কথায় কেউই আস্থা রাখতে পারছেন না। বরং আইনটি 'বিশেষ উদ্দেশ্যে' করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকেই অভিযোগ উঠেছে।

প্রতিটি আইন প্রণয়নের সময় খসড়ায় আইনের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়। যেমন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'যেহেতু ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এত দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।' এ ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি' বা 'নাগরিক' শব্দগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। তাই এ আইনটি সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় প্রণীত হয়েছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

যেকোনো প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে তাই প্রথমেই মৌলিক যেসব বিষয় জানা জরুরি; তা হলো কার প্রয়োজনে, কেন-ই-বা সেটি করা হচ্ছে? অতীতের নজির হিসেবে এখানে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বিটিআরসির আইনের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন সংশোধন করা হয় এবং এটি এখন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই সংশোধনে মূল আইনের কয়েকটি ধারায় 'টেলিযোগাযোগ' কথাটি সংশোধন করে 'টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ' করা হয়েছে। ১৬ নম্বর দফায় 'কমিশন' শব্দ সরকার দ্বারা প্রতিস্থাপন করে কার্যত ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষমতাও সরকার নিয়ে নিয়েছে। সংশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং আপাতদৃষ্টে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কমিশনের ক্ষমতা অধিগ্রহণই যে আইন তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে আইনটিতে কোনো অস্পষ্টতা থাকেনি।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল টেলিসেবার ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষাই হবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কাজ। বাস্তবে হয়েছে ঠিক উল্টো। ভোক্তার স্বার্থ এখানে রক্ষা করা হয়-ইনি; বরং সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা প্রণীত হয়েছে অভিযোগ উঠেছে। সব মহলের জোরালো বিরোধিতা সত্ত্বেও কথিত নিরাপত্তার অজুহাতে ফোনের জন্য বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন চাপিয়ে দিয়েও ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি। গ্রাহকদের তথ্য এখন কত দেশী-বিদেশী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে পৌঁছে গেছে, তার কোনো হিসাব সংশিষ্টদের কাছে নেই।

প্রস্তাবিত 'পারসোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট'-বিষয়ক আলোচনায় এই পটভূমি ও নজিরগুলো বাদ দিলে তাতে নতুন আইন তৈরির উদ্দেশ্য যেমন বোঝা যাবে না, তেমনি নাগরিক অধিকারের ওপর এর প্রভাব এবং গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতার বিষয়টিও উপেক্ষিত থেকে যাবে। এ বিষয়ে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে দেয়া তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ সরকার ফেসবুক ও ইউটিউবের কাছে যত তথ্য চেয়েছে, তার মাত্র ৪০ শতাংশ দিয়েছে ফেসবুক ও ইউটিউব। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে তারা বাকস্বাধীনতার প্রশ্ন তুলেছে। এ অবস্থায় সংশিষ্টদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যথেষ্ট নয়। এ সমস্যা সমাধানে নতুন আইন করা হচ্ছে। তার খসড়াও করা হয়েছে।' ফলে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কারো কাছেই অস্পষ্ট থাকেনি।

মূলত টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে এখন প্রধান মাথাব্যথা যেন সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ। আনুগত্য ক্রয় ও ভীতির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মূলধারার মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মোটামুটি পূরণ হওয়ার পর এখন নিয়ন্ত্রণের পরিধি বাড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিন্নমতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপই যে সরকারের লক্ষ্য, তা মন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অবশ্য সরকার পক্ষের দাবি, তারা চান না দেশের নাগরিকদের তথ্য অরক্ষিত থাকুক। সরকারের ভাষায়, ফেসবুক ও গুগল এখন নতুন ঔপনিবেশিক শক্তি। সামনের দিনগুলোয় তথ্য হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। মানুষ বুঝে বা না বুঝে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য এদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তাদের কাছ থেকে তথ্য ফাঁসের ঘটনাও ঘটেছে। অথচ বাস্ড়বতা হচ্ছে, কথিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু কোনো ধরনের বিচারিক প্রক্রিয়া ও তদারক ছাড়াই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এসব তথ্য ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে, যা আইনের শাসনের সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়ে অনেকেই ইউরোপের জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশনের (জিডিপিআর) কথা বলেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ইউরোপ আইন করেছে নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত করতে; কারো ব্যক্তিগত তথ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য নয়। সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি বা প্রযুক্তি দৈত্য হিসেবে পরিচিতি পাওয়া কোম্পানিগুলোর সার্ভার নিজেদের সীমানায় স্থাপনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নয়। ব্রিটেনে 'ব্রেক্সিট' ভোটের পর এই ডেটার রাজনৈতিক ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে এবং ব্রেক্সিটে একাধিক অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটেনের স্বাধীন তথ্য কমিশনার জরিমানাও করেছেন। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, মাস্টারকার্ড, টি মোবাইলের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার কারণে ওই সব কোম্পানিকে জরিমানা ও গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। সন্ত্রাস দমন বা গুর-তর অপরাধ মোকাবেলায় ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আছে বিচারিক তদারকের বিধান; কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা কল্পনারও অতীত। বিষয়টি 'কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষের মতোই শোনায়।

প্রস্তবিত আইন নিয়ে প্রায় সব মহলেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এ অবস্থায় প্রস্তাবিত 'ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন'-এর খসড়া ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নামে বিরুদ্ধ মত নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া এবং স্বাধীন মতপ্রকাশ বাধাগ্রস্ড় হওয়ার শঙ্কা তৈরি করছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, আইনটির মাধ্যমে কোনোভাবেই যেন সরকারের বিতর্কিত কর্মকান্ড, দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে জনমত সৃষ্টি এবং ব্যক্তির মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতা বাধাগ্রস্ড়না হয় সে বিষয়ে সংশিষ্টদের যত্নবান হওয়া দরকার। অংশীজন নিয়ে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত এ আইনকে জনবান্ধব আইনে পরিণত করা দরকার। এ বিষয়ে টিআইবির পক্ষে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত আইনটি যাতে অধিকতর জনবান্ধব, ব্যক্তিতথ্যের সুরক্ষা এবং স্বাধীন মত ও ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়, তা নিশ্চিত করতে বৃহৎ পরিসরে সব পক্ষের অংশগ্রহণে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে আইনটি চূড়ান্ত করতে সরকারকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

এ আইনের খসড়াটি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাজেন্সির সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলেও 'অজ্ঞাত কারণে' তা সরিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফলে সরকারের স্বচ্ছতা নিয়েও উঠেছে বড় ধরনের প্রশ্ন। মূলত এ পদক্ষেপকে আইনটি নিয়ে সাধারণের মধ্যে আলোচনা ও মতামতের সুযোগকে বঞ্চিত করার প্রয়াস বলে মনে করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সব সংশয় দূর করতে শিগগিরই খসড়া আইনটি সংশিষ্ট সব সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মতামতের জন্য উন্মুক্ত করার দাবি উঠেছে। জানা গেছে, প্রস্তাবিত আইনে জনসাধারণের তথ্যের দেখভাল করার জন্য 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাজেন্সি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান এবং একজন সরকারি কর্মকর্তাকে 'মহাপরিচালক' হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হবে।

তবে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য হচ্ছে, সময়ের প্রয়োজনে আইনটি যদি প্রণয়ন করা হয়, তা হলে তা দেখভাল করার দায়িত্ব মহাপরিচালকের অধীনে থাকা অ্যাজেন্সির হাতে নয়, বরং একটি স্বাধীন কমিশন গঠনের মাধ্যমে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্বার্থ সুরক্ষাসহ ব্যক্তির গোপনীয়তা ভঙ্গকারী অভিযুক্ত যেকোনো পক্ষকে যাতে আইনের আওতায় আনা যায়, তা নিশ্চিত করা দরকার। প্রস্ড়াবিত আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের 'ডাটা নিয়ন্ত্রণ' করার উদ্দেশ্যে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' নির্ধারণ ও মহাপরিচালকের প্রতি তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার কথা বলা হচ্ছে উলেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, এর ফলে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ ভী-ষণভাবে বাধাগ্রস্ত হবে, যা আইনের উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে নিঃসন্দেহে।

সরকার ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে তথ্য চেয়ে মাত্র ৪০ শতাংশ পেয়েছে- মন্ত্রীর এমন বক্তব্য সম্পর্কে টিআইবির অভিমত হচ্ছে, প্রস্ড়াবিত আইনটির মাধ্যমে কি সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়? শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে কিছুটা হলেও জনমত তৈরি ও প্রতিবাদমুখর হতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে টিআইবির বিবৃতিতে বলা হয়, আইনটির মধ্যে অনেক নিবর্তনমূলক ধারা অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনাকারীদের নির্বিচারে একহাত নেয়ার সুযোগ তৈরি হবে। বিষয়টি গণতান্ত্রিক চেতনার সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মূলত আইন সব সময়ই সাধারণ মানুষের স্বার্থের অনুকূলে হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইন তৈরির মহোৎসব শুরু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সেসব সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য সহায়ক হচ্ছে না। তাই যেকোনো আইন প্রণয়নে জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া দরকার; অন্যথায় আইনগুলো জননিবর্তনের হাতিয়ার হবে। সুশাসনের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হবে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা, যা গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজে কাঙ্ক্ষিত নয়।

smmjoy@gmail.com



সময়টা ভাল যাচ্ছে না ট্রাম্পের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সময়টা একেবারেই ভাল যাচ্ছে না ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এ বছরের জানুয়ারীতে হারিয়েছেন প্রেসিডেন্ট পদ। আর এবার ঠাঁই মেলেনি ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত আমেরিকার চারশ শীর্ষ ধনীর তালিকায়। ২৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো এই তালিকা থেকে বাদ পড়লেন ট্রাম্প। গত বছরের তালিকাতেও তার নাম ছিল একেবারে নিচের দিকে। সেবার ৩৩৯ নম্বরে রাখা হয়েছিল আবাসন ব্যবসায়ী ট্রাম্পকে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এক বছর আগে ট্রাম্পের যে সম্পদ ছিল এখনো সেই পরিমাণ সম্পদই আছে। বর্তমানে ট্রাম্পের সম্পদের পরিমাণ ২৫০ কোটি ডলার। তার সম্পদের পরিমাণ আরও ৪০ কোটি বেশি হলে এ তালিকায় স্থান হতো। করোনার কারণে ট্রাম্পের আবাসন ব্যবসায় ধস নামায় প্রায় ৬০ কোটি ডলারের লোকসান হয়েছে। এ কারণেই ধনীদের ক্লাবে এবার স্থান হয়নি সাবেক এই প্রেসিডেন্টের। ফোর্বসের প্রকাশিত তালিকায় শীর্ষ ধনীর অবস্থানটি দখল করেছেন জেফ বোজেস। দ্বিতীয়তে আছেন টেসলা ও স্পেসএক্সের মালিক এলোন মাস্ক। তার সম্পদের পরিমাণ ১৯০ বিলিয়ন ডলার। তৃতীয়তে আছেন ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ। চতুর্থ মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। পঞ্চম স্থানে আছেন গুগলের স-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ।

১৫ অক্টোবর সিরাতুন্নাবী কনফারেন্স

(শেষের পাতার পর)

থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

জ্যামাইকার ১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউতে অবস্থিত তাজমহল পার্টি হলে এই আয়োজন সম্পন্ন হবে। এতে বক্তব্য রাখবেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পরিচালক ইমাম শামশি আলী, বায়তুল মামুর মসজিদের ইমাম ও খতিব দেলোয়ার হোসাইন, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব আবু জাফর বেগ। আরও বক্তব্য রাখবেন ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অব নিউইয়র্কের ইমাম ও খতিব জাকির আহমেদ, দারুস সালাম মসজিদের ইমাম ও খতিব আবদুল মুকিত, মসজিদ আবু হুরায়রা-এর ইমাম ও খতিব মুফতি হাফিজ ফায়েকুদ্দিন এবং আল মামুর স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজের প্রধান ইমাম জাফির আলী।

কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে সম্মত হয়েছেন- দারুল কোরআন ওয়াস সুন্নাহ-এর মুহাদ্দিস মাওলানা হাম্মাদ গাজিনগরী, দারুল ইসলাম হাফিজ একাডেমির পরিচালক ও ইমাম শায়েখ ওয়ালিদ এবং খ্যাতনামা শিশুবক্তা ও ফাউন্ডার অব চাইল্ড, ইউএন অ্যান্ড হার্ভাড স্পিকার ফাতিহা আয়াত।

অনুষ্ঠানে রাসূল (সা.)-এর শানে নাশিদ পরিবেশন করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাশিদ শিল্পী ইকবাল এইচজে। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষক ও পরীক্ষক হাফিজ কারী নাজমুল হাসান।

অনুষ্ঠানে ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে আয়োজক কর্তৃপক্ষ। এছাড়া নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক বার্তায় কমিউনিটির সবাইকে সবান্ধবে কনফারেন্সটিতে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ৯১৭-৪২৮-১৫১৯ এবং ২১২-৭২৯-০৬১০ নম্বরে।

কনফারেন্সটির আয়োজক দলের প্রধান এবং আইটিভি ইউএসএ-এর সিইও মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লহ বলেন, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)। তিনি সব মানুষের জন্য আদর্শ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেই আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার মহান লক্ষ্য নিয়ে আমরা এই কনফারেন্সের আয়োজন করেছি। রাসূল (সা.)-এর জীবনকে জানতে এবং মানতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাই।

সহ-আয়োজক ইমাম আবদুল মুকিত বলেন, মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) হলের বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত। তিনি শুধু মুসলমানদের জন্য পথ প্রদর্শক নন। একজন অমুসলিমের জন্যও তিনি আদর্শ মানব। আমরা চাই, বর্তমান প্রজন্ম তার জীবন থেকে গ্রহণ করুক। সেজন্যই মূলত এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। আশাকরি, সবার সহযোগিতায় এটি সফল হবে। সিরাতুন্নাবী কনফারেন্স-২০২১ সরাসরি সম্প্রচারিত হবে আইটিভি ইউএসএ-তে। এছাড়া আইটিভির ফেসবুক পেইজ এবং ইউটিউবেও কনফারেন্সটি সরাসরি দেখা যাবে। নিউইয়র্কসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারবেন রাসূল প্রেমিকরা।

কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকাতে মুসলিম কমিউনিটির জন্য আইটিভি পরিবেশিত এ ধরনের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যার ফলে অনুষ্ঠানটিতে মুসলিম কমিউনিটির ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকবে বলে আশা প্রকাশ করছে কর্তৃপক্ষ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্কে ফ্রি ইন্টারনেট দিতে নতুন আইন

(শেষের পাতার পর)

বিদ্যুৎ, হিট বা গরম পানির মতোই এটিও একটি পরিষেবা। যেসব বাসিন্দা এই সেবা পান না তারা এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ডেভলপার, বাড়ীর মালিক ও বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী শাওন পাপাস মনে করেন এই বিলটি পাশ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, সিটি মনে করে, ইন্টারনেট সবার জন্য একটি আবশ্যিক সেবা। সিটির স্বার্থেই সুবিধাবঞ্চিত অধিবাসীদের এ সেবা দেয়া উচিৎ। তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানো প্রয়োজন। ইন্টারনেট এরই একটি অংশ। প্রাথমিকভাবে এটি তাদের দেয়া হবে। তবে স্পিড বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আপগ্রেড ব্যবহারকারীকেই নিশ্চিত করতে হবে।'

করকোরান গ্রুপের রিয়েল স্টেট ব্রোকার টারা কিং-ব্রাউন বলেন, বিলটি পাশ না হলে যেসব ল্যান্ডলড এ সেবাটি দেন তাদের বাড়ির প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বে। বাড়তি ভাড়া আদায় করে তারা ইন্টারনেটের রক্ষাণাবেক্ষণ ব্যয় মেটাতে পারেন। ইন্টারনেট এখন আর শুধু সুবিধা নয়। এটি প্রত্যেক নিউ ইয়র্কবাসীর প্রয়োজন ও প্রাপ্য।

গরুর মাংস যেভাবে রান্না করলে পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন থাকে

(শেষের পাতার পর)

ভালো। তবে প্রোটিনের পাশাপাশি গরুর মাংসে কিছুটা ফ্যাট রয়েছে। যাতে আবার স্বাস্থ্যঝুঁকিও রয়েছে। তাই স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গরুর মাংস রান্না করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউট্রিশন এবং ডায়েট কনসালট্যান্ট তাসনিম আশিক।

তিনি বলেন, গরুর মাংস বা খাসির মাংস যেটাই আমরা রান্না করি না কেন, অনেকেই চিন্তা করেন কতটুকু ভাল দিক রয়েছে আর কতটুকু খারাপ দিক রয়েছে। প্রতিটা খাবারেই কিন্তু কিছু ভালো দিক এবং খারাপ দিক রয়েছে।কিংবা কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে।

তাসনিম আশিক বলেন, ১০০ গ্রাম গরুর মাংসে ২৬ গ্রামের মতো প্রোটিন ও ২ গ্রামের মতো ফ্যাট থাকে। ভিটামিনের একটি ভালো উৎস গরুর মাংস। ভিটামিনের পাশাপাশি প্রচুর খনিজ উপাদান, মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার গরুর মাংস।

গরুর মাংস কিংবা খাসির মাংস, আমরা যেটাই বলি, কিছুটা ফ্যাট রয়েছে। এজন্য চর্বি কেটে ফেলে দিয়ে, সলিড মাংসটা রান্না করে খাব। চর্বির অংশটা কেটে ফেলে দিয়ে খেলে, স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকাংশে কমে আসবে। এছাড়াও বেশকিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টি আমরা গরুর মাংসে পাচ্ছি।

আয়রন আমরা গরুর মাংস থেকে পাচ্ছি। এর জন্য আমরা ফ্যাট যুক্ত, চর্বিযুক্ত মাংস কেটে ফেলে দিয়ে, সলিড মাংস রান্না করব। আবার অনেকের ক্ষেত্রে ডাক্তারের নির্দেশনা রয়েছে। সেজন্য যতটুকু প্রোটিন তিনি নিতে পারেন, ততটুকুই তিনি নিবেন।

সাধারণত কোরবানির সময় আমাদের গরুর মাংসটা বেশি খাওয়া হয়। এজন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রান্না করার মাধ্যমে আমরা খেয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

সূত্র: ডক্টর টিভি

স্থায়ী জামিন পেলেন পরীমনি

(শেষের পাতার পর)

পরীমনির স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রবিবার (১০ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর হাকিম সত্যব্রত শিকদারের আদালতে পরীমনির আইনজীবী তার স্থায়ী জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তার পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকায় স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে আদালতে যান পরীমনি। মাদকের মামলায় প্রতিবেদন দাখিল হওয়া পর্যন্ত তিনি জামিনে ছিলেন। গত ৪ অক্টোবর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পরিদর্শক কাজী মোস্তফা কামাল আদালতে পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযুক্ত অন্য দুজন হলেন আশরাফুল ইসলাম দিপু ও কবির হোসেন। প্রতিবেদন দাখিলের পর রোববার (১০ অক্টোবর) তিনি আইনজীবীর মাধ্যমে স্থায়ী জামিনের আবেদন করেন।

এর আগে গত ৩১ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ শুনানি শেষে পরীমনির জামিন মঞ্জুর করেন। পরদিন গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে মুক্ত হন তিনি।

গত ৪ আগস্ট সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পরীমনিকে তার বনানীর বাসা থেকে আটক করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। পরদিন ৫ আগস্ট বিকেল ৫টা ১২ মিনিটে পরীমনি, চলচ্চিত্র প্রযোজক রাজ ও তাদের দুই সহযোগীকে কালো একটি মাইক্রোবাসে বনানী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর র‍্যাব বাদী হয়ে বনানী থানায় পরীমনি ও তার সহযোগী দীপুর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে। সেই মামলায় পরীমনিকে আদালতে হাজির করলে প্রথমে চার দিনের রিমান্ড এবং পরে আরো দুই দফায় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, পরীমনি ২০১৬ সাল থেকে মাদক সেবন করতেন। এ জন্য বাসায় একটি 'মিনি বার' তৈরি করেন। সেখানে নিয়মিত 'মদের পার্টি' করতেন। চলচ্চিত্র প্রযোজক নজরুল ইসলাম রাজসহ আরো অনেকে তার বাসায় অ্যালকোহলসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকের সরবরাহ করতেন ও পার্টিতে অংশ নিতেন।

উৎসাহে বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন

(শেষের পাতার পর)

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ফলাফল পাওয়া যায়নি

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছন, সমিতির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা হলেন- হিফজুর এম রহমান, জালাল উদ্দিন আহমেদ, কামাল চৌধুরী ও মোঃ হেলাল উদ্দিন। এদিকে নির্বাচন ঘিরে প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সাজ সাজ রব ছিল নিউইয়র্কের বিয়ানীবাজার পাড়া খ্যাত ওজন পার্ক। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেলের প্রার্থী, সমর্থক আর শুভানুধ্যায়ীরা পৃথক পৃথক মিছিল করে মনোয়নপত্র দাখিল করেন। সভা-সমাবেশ করেন। সব মিলিয়ে ওজন পার্ক এলাকা পরিণত হয় একখন্ড বিয়ানীবাজারে।

সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে সাবেক উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল আলম অপু ও সদস্য নাজমুল হক মাহবুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

'মান্নান-মাহবুব' পরিষদের যারা প্রার্থী: সভাপতি পদে মো. আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক পদে নাজমুল হক মাহবুব, সহ সভাপতি পদে ফয়জুর মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুন নুর হারুন, কোষাধ্যক্ষ পদে আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আবু তৈয়ব মো. তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অনিক রাজ, দপ্তর সম্পাদক পদে আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক পদে আব্দুল হাকিম, ক্রীড়া সম্পাদক পদে কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে আক্তারুজ্জামান শাহীন মালিক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদে নাজমা আহমেদ, কার্যকরী সদস্য পদে মো. খলকুর রহমান, জামাল হোসেন, মো. রাজ্জাক মুন্না, নুর উদ্দিন, ফখরুল হক, হোসেন আহমদ ও মো. আবু তাহের।

'মিসবাহ-অপু' পরিষদের যারা প্রার্থী: সভাপতি পদে মিসবাহ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক পদে রেজাউল আলম অপু, সহ সভাপতি পদে আবুল ফজল লিটন, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে হোসেন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ পদে পারভেজ ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. আব্দুল আলীম, দপ্তর সম্পাদক পদে শামসুল আলম শিপলু, প্রচার সম্পাদক পদে মো. আজহার হুসেন রিফাত, ক্রীড়া সম্পাদক পদে হাসান খান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে মো. কমর উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদে হাফছা ফেরদৌস হোসেন, কার্যকরী সদস্য পদে সাজু আহমদ, সুহেল আহমদ, আবু রাসেল, ফয়ছল আলম, মো. সরোয়ার আহমদ মো. মেহেদী হাসান শিমুল ও ইকবাল হোসেন।

উল্লেখ্য, বিয়ানীবাজার সমিতির ইতিহাসে এবারই প্রথম সর্বোচ্চ পাঁচ হাজারেরও বেশি ভোটার নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীনতম আঞ্চলিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির এই নির্বাচন।

পার্বণের সাজ

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বছরের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা আসন্ন। পূজা মানেই হলো চারদিকে সাজ সাজ রব। কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়া, ফুর্তি, হৈ-হুল্লোড়, মন্ডপে যাওয়া, ঘোরাঘুরি, আড্ডা আর দেবী দর্শন তো আছেই। এ সময় নিজেকে প্রতিদিন নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে চান সবাই। কোন পোশাকের সঙ্গে কেমন সাজ মানাবে তা নিয়েও থাকে নানা পরিকল্পনা। পূজার সাজ নিয়ে লিখেছেন ফাতেমা তাসনিম

সময় এখন আশ্বিনের মাঝামাঝি। শুভ্র কাশফুলের দোলা, আকাশে ছেঁড়া তুলার মতো ধবধবে সাদা মেঘ আর শিউলি ফুলের সুন্দর গন্ধমাখা শরৎ প্রায় শেষের দিকে। অনেকেই ষষ্ঠী থেকে দশমী প্রতিদিনের জন্য আগে থেকেই বাছাই করে রাখেন আলাদা নতুন পোশাক। কোন পোশাকের সঙ্গে কেমন সাজ মানাবে তা নিয়ে থাকে নানা প্রস্তুতি। অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে অন্য বাড়ির পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, সব জায়গাতেই পোশাক ও সাজসজ্জা তো সবার আগে। যেহেতু বাঙালির উৎসব, তাই পোশাকের বিবেচনায় পশ্চিমা পোশাকের চেয়ে বাঙালিয়ানা মাখা পোশাকই বেশি প্রাধান্য পায়। বিশেষত, শাড়ি। যারা শাড়িতে ঠিক স্বস্তি বোধ করেন না, তারা বেছে নেন সালোয়ার-কামিজ, কুর্তিসহ ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ঘরানার বিভিন্ন পোশাক। মেকআপ বাই সিগনেচার লুক বাই সোহানার ফ্যাশন স্টাইলিস্ট আশিকুর রহমান পনি বলেন, 'গরম আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে আমরা এবারে একদম ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক মেকআপ লুককে প্রাধান্য দিচ্ছি। বিশেষত, সপ্তমীর সাজ রাখছি একেবারে সাধারণ। কিন্তু অষ্টমীর রাতের জন্য আবার থাকছে গর্জিয়াস লুক। নবমীতে একটু উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত ভাব আনার জন্য থাকছে সেমি-পার্টি লুক। এ লুকটি খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও বেশ উৎসবের ভাবই দেবে। যেহেতু পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্য, তাই এ কথাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে দশমীতে আমরা রাখছি সিঁথি সিঁদুরে রাঙানো একেবারে দেশীয় এক সাজ। কিছু বিষয় সব সময় থাকে একই রকম। জেনে নিন পাঁচ দিনের এই পার্বণে কী করে সাজাবেন নিজেকে:

স্বস্তিতে যাক ষষ্ঠী

ষষ্ঠীর সকাল কাটুক স্বস্তিতে। দিনটি সাধারণত সবার বাড়িতেই কেটে যায়। সকাল থেকেই বাড়ির টুকিটাকি কাজ করা, পূজার জরুরি জিনিসপত্র গোছগাছ করা। তাই এ দিনের জন্য বেছে নিন এমন পোশাক, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে সারাদিন। একটি হালকা তবে উজ্জ্বল রঙের সুতি শাড়ি পরে পুরোদমে চালিয়ে দেওয়া যাবে দিনটি। আপনার প্রিয় রং নীল হলে তবে তো কথাই নেই। আপনার শাড়ির মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দর যে এক টুকরো আকাশের মতো দেখতে আকাশি রঙের শাড়িটি আছে, তা বের করে পরে নিতে ক্ষতি কী! এ ছাড়া পরতে পারেন তাঁত এবং টাই-ডাই বাটিকের যে কোনো শাড়ি। শাড়িতে স্বস্তি না পেলে বেছে নিন কামিজ। সাজ রাখুন হালকা। চোখের কোল ঘেঁষে আলতো করে কাজলের ছোঁয়া, ঠোঁটে আপনার প্রিয় ন্যুড শেডের লিপস্টিকটি লাগিয়ে নিতে পারেন। চুল বেণি করতে পারেন ফ্রেঞ্চ স্টাইলে। খেজুর বেণিও মন্দ নয়।

সপ্তমী হোক স্নিগ্ধ

সপ্তমীর সকালে নিজেকে দেখতে লাগা চাই স্নিগ্ধ। সাজও হতে হবে সেই অনুযায়ী। বেছে নিতে পারেন একটু গর্জিয়াস, হালকা সুতার কাজ করা সুতি শাড়িটি অথবা সুতির কাজ করা কোনো থ্রিপিস। এ দিনের জন্য সাধারণত নীল, ধূসর, সবুজে নীল এ জাতীয় কোনো রংই নির্বাচন করেন সবাই। সঙ্গে হালকা রঙের মিশেলে দেখতে লাগে চমৎকার। সাজের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন রাখলে লাইট ওয়েট ওয়াটার বেইজড কোনো ফাউন্ডেশন বেছে নিন। নয়তো রয়েছে বিবি ক্রিম। মেকআপ সেট করে নিন কোনো প্রেসড পাউডার অথবা ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার দিয়ে। চোখে গাঢ় করে কাজল দিতে পারেন চাইলে। লিপস্টিক-এর শেড হিসেবে বেছে নিন পিচ, হালকা কমলা, ন্যুড কিংবা হালকা ব্রাউনিশ ধাঁচের কোনো শেড। কপালে টিপ পরতে পারেন। চুল বেঁধে বেলি, জুঁই, কাঠগোলাপ বা যে কোনো সাদা রঙের ফুলে চুল সাজাতে পারেন। কানে ও গলায় মুক্তা কিংবা রুপার মাঝারি সাইজের কোনো গহনা। আর গলায় যদি বেশ ভারী কোনো নেকলেস পরেন, কান না হয় খালিই রাখুন। দেখতে বেশ আকর্ষণীয় লাগবে। উল্টোটাও হতে পারে। কান ভারী গহনায় সাজলে খালি রাখুন গলা। খারাপ লাগবে না মোটেই। তবে সারাদিনের ঘোরাঘুরির প্ল্যান হলে মাঝারি গহনাই হবে আপনার উত্তম সাথি।

জমকালো অষ্টমী

অষ্টমীর দিন সকালে অঞ্জলি দিতে যাওয়ার সময় হালকা সাজই বেশি প্রাধান্য পায়। এতে সারাদিন বেশ আরামে থাকবেন এবং স্বচ্ছন্দে কাটবে আপনার। রাতের সাজে আনুন জমকালো ভাব। অষ্টমীর রাতে পরার জন্য তোলা থাকুক কাতান এবং ভারী জরিদার সিল্কের শাড়িগুলো। এসব শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে সাজও তবে হতে হবে তেমনই গর্জিয়াস। চোখের সাজ দিয়ে আনতে পারেন এই গর্জিয়াস ভাব। কালো, নীল কিংবা অন্য কোনো কাজল নিয়ে স্মাজ করে একটা স্মোকি আই লুক আনতে পারেন। নিতে পারেন কালো, ব্রাউন কিংবা মেটালিক শেডের কোনো আইশ্যাডোও। যাদের হুডেড আইস তাদের জন্য এটি সবচেয়ে সহজ এবং উপযোগী পন্থা। অন্য কোনো চোখের সাজ এ ধরনের চোখের নারীদের মানায়ও না খুব একটা। চোখের সাজ বুঝতেই পারা যায় না এককথায়। চোখ ছোট হলে ওয়াটার লাইনে সাদা বা ন্যুড কাজল দিতে পারেন। দেখতে আপাতদৃষ্টিতে বড় মনে হবে। স্মোকি আই করলে লিপস্টিক হিসেবে বেছে নিন ন্যুড শেড। চাইলে কপালে পাথরের টিপ থাকতেই পারে। আর শাড়ি না পরলে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সিল্ক, জর্জেট কিংবা স্যাটিনের কুর্তি বেছে নিতে পারেন। শাড়ি পরলে খোঁপায় সাবেকি ধরনের হেয়ার পিন লাগান। দেখতে একেবারেই অন্যরকম লাগবে। আর চুল খোলা থাকলে ব্রোচও লাগাতে পারেন।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম : বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

মুঈদ রহমান

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অনেক যৌক্তিক কারণ আছে। বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে অনেক আলোচনা-সমালোচনা করেছেন, করছেন। কেউ কেউ দিয়েছেন পরামর্শ। তবে আজ থেকে প্রায় ২১ বছর আগের আয়োজনটি ছিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ঢাকায় ১৯৯৯ সালের ১৬-২১ সেপ্টেম্বর আয়োজন করে ৬ দিনব্যাপী শিক্ষা সম্মেলন। এ শিক্ষা সম্মেলনে দেশের শিক্ষা কাঠামোর প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব স্তরের শিক্ষক, দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, আইনজীবী, সাংবাদিক, নারী নেতৃত্ব, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শ্রমিক নেতৃত্ব, কৃষক-ক্ষেতমজুর নেতৃত্ব, ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ সব শ্রেণি-পেশার নেতারা বক্তব্য রাখেন। ৬ দিনে মোট ১০টি অধিবেশনে ১২৯ জন আলোচক বক্তব্য রাখেন। সুতরাং গুরুত্ব ও আকার বিবেচনায় তা ছিল এক রকম ঐতিহাসিক। সে সম্মেলনে শিক্ষার নানা দুর্বলতা ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষানীতি ও সংকট প্রসঙ্গে যে কথা উঠে এসেছিল তা হলো : শিক্ষার প্রশ্নে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি নীতিগত। অর্থাৎ কাদের জন্য শিক্ষা, কী হবে শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য কী। নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষার একটি দর্শনভিত্তি থাকা চাই। এ বিষয়টির সঙ্গে জড়িত রয়েছে কী ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কোন শ্রেণিচরিত্রের শাসক দ্বারা শিক্ষানীতি প্রণীত হচ্ছে, তারা শিক্ষাকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং শিক্ষার ব্যয়ভার রাষ্ট্র কতখানি বহন করছে। দ্বিতীয়টি হলো শিক্ষার পদ্ধতিগত বিষয়। যেমন, শিক্ষাদান রীতি কী ধরনের হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটি কেমন বা কী রকম হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার গুণ-মান যাচাই কীভাবে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ তথা দেহে-মনে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন থাকবে। শিক্ষার সিলেবাস-কারিকুলাম কাদের দ্বারা কীভাবে রচিত হবে? পরিবর্তনশীল জগৎ- জীবন ও সমাজের বৈপ্লবিক বাস্তবতা তথা প্রগতিশীল রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে পাঠ্যসূচি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন ও রূপান্তরের বিধান ও সময়সীমা কীভাবে নির্ধারিত হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পরিচালন ব্যবস্থার নিয়ম-বিধি কী রকম হবে ইত্যাদি।

সবকিছু মিলে শিক্ষার দর্শন অর্থাৎ শিক্ষাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার ধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিরূপণ করা অত্যন্ত জরুরি। 'সবার জন্যে শিক্ষা'- এই নীতিকেই সাধারণভাবে সর্বজনীন, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বলা হয়। আর 'টাকা যার, শিক্ষা তার' অথবা শাসকদের ইচ্ছা যতখানি, শিক্ষা পাবে ততখানি'- এই নীতি পুঁজিবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক নীতির পর্যায়ে পড়ে। সেদিক থেকে বিচার করলে এ জাতি কখনোই সর্বজনীন- গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির মুখ দেখেনি।

এখন আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী চলছে। বিগত ৫০ বছরে আমরা শিক্ষার নীতিগত দিকটি স্বচ্ছ করতে পারিনি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন ধারা বর্তমান, যা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রধান অন্তরায়। একটি অভিন্ন পদ্ধতির বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। কারণ, কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের শ্রেণি দেশটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। যেহেতু ৫০ বছর যারা দেশ শাসন করেছে, তাদের মধ্যে শ্রেণিগত কোনো পার্থক্য নেই, তাই শিক্ষাতেও মৌলিক পরিবর্তন আনা যায়নি। গত ১৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের নতুন রূপরেখা অনুমোদন করেছে সরকার। এটি পদ্ধতিগত পরিবর্তন, দর্শনগত বা নীতিগত নয়। বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই এ শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনার দাবি রাখে।

বর্তমানে আমাদের পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য চারটি পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা আছে- ৫ম শ্রেণিতে পিইসি, ৮ম শ্রেণিতে জেএসসি, মাধ্যমিক পর্যায়ে এসএসসি এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এইচএসসি। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের এসএসসির আগে আর কোনো পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে না। এখনকার নিয়ম অনুসারে নবম-দশম শ্রেণিতে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা নামে যে পৃথক তিনটি বিভাগ আছে তা আর থাকবে না। জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে শিক্ষার্থীরা এইচএসসিতে বিভাগভিত্তিক লেখাপড়া করবে। আবার নবম-দশম শ্রেণির পরিবর্তে শুধু দশম শ্রেণির পাঠক্রম অনুসারে এসএসসি পরীক্ষা হবে। এইচএসসি পরীক্ষার বেলাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেখানে একাদশ শ্রেণিতে একটি পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে আরেকটি পরীক্ষা হবে। বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দুটি পরীক্ষার ফল যোগ করে হবে এইচএসসির চূড়ান্ত ফলাফল। শিশুদের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে না। নম্বর বণ্টনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এসএসসিতে প্রতি বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেবে স্ব স্ব স্কুল। বাকি ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেবে শিক্ষাবোর্ড। এইচএসসিতে ৩০ নম্বর মূল্যায়ন করবে কলেজগুলো, আর বাকি ৭০ নম্বরের পরীক্ষা নেবে শিক্ষাবোর্ড। বোর্ডের পরীক্ষায় বিষয়গুলোও হবে বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক। বাকি বিষয়গুলো মূল্যায়ন করবে কলেজ। নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী ২০২৫ সালে এসএসসি এবং ২০২৬ ও ২০২৭ সালে এইচএসসির দুই পর্বের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সবকিছু মিলে শিক্ষার দর্শন অর্থাৎ শিক্ষাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার ধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিরূপণ করা অত্যন্ত জরুরি। 'সবার জন্যে শিক্ষা'- এই নীতিকেই সাধারণভাবে সর্বজনীন, গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বলা হয়। আর 'টাকা যার, শিক্ষা তার' অথবা শাসকদের ইচ্ছা যতখানি, শিক্ষা পাবে ততখানি'- এই নীতি পুঁজিবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক নীতির পর্যায়ে পড়ে।

পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- মৌলিক ও ডিজিটাল সাক্ষরতা, সৃজনশীল ও সুক্ষচিন্তা, সমস্যা সমাধান, স্ব-ব্যবস্থাপনাসহ ১১টি দক্ষতা অর্জন। যে ধরনের জ্ঞান শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে সেগুলো হচ্ছে- পাঠ্যবই, আন্তঃবিষয়, বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান ও পদ্ধতিগত জ্ঞান। নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষার চেয়ে ক্লাসের মূল্যায়নে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী কী শিখল, তা মূল্যায়নের ভিত্তি হচ্ছে যোগ্যতা। শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থেই শিখেছে কিনা সেটা সামনে রেখেই মূল্যায়নের কাজটি করা হবে। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা হবে না, যা আগেই উল্লেখ করেছি। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে মাত্র ৪০ শতাংশ নম্বরের বার্ষিক পরীক্ষা হবে। বাকি ৬০ শতাংশের নম্বর দেওয়া হবে সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল্যায়ন করে। সেখানে মাত্র পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষা হবে। বিষয়গুলো হলো : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান। ধর্মশিক্ষাসহ অন্য বিষয়গুলোতে পরীক্ষার পরিবর্তে শতভাগই হবে মূল্যায়নের মাধ্যমে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ে ক্লাসেই ৬০ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা দিতে হবে। এসএসসিতে এসে ওই পাঁচ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন হবে ৫০ শতাংশ এবং আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হবে ৫০ শতাংশ।

নতুন পাঠক্রমে কর্মঘণ্টাও নির্ধারণ করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বছরে ৬৮৪ ঘণ্টা পাঠদান করা হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বছরে ৮৫৫ ঘণ্টা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়ানো হবে বছরে ১০৫০ ঘণ্টা। আর নবম-দশমে তা হবে ১১১৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ক্লাসে থাকবে ১১৬৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। সব মিলে বলা চলে, একটি ব্যাপক পরিবর্তনের দিকেই হাঁটতে চাচ্ছে সরকার। যারা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট তারাও এ পরিবর্তনকে ইতিবাচক দিক হিসাবেই ভাবছেন। তারা মনে করেন, এ ধরনের শিখন কার্যক্রমে ক্লাসরুমের নির্দিষ্ট ছকের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের শিক্ষায় জ্ঞানার্জনটা হবে আনন্দদায়ক। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এটিকে এক ধরনের মৌলিক পরিবর্তন হিসাবে বিশেষায়িত করছেন।

আবার শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কেউ কেউ এর বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন। তারা মনে করেন, সরকারকে এ পরিবর্তনের বাস্তব রূপ দিতে গেলে কতগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিষয়ে এখানে বিপত্তির কোনো কারণ নেই। সমস্যা হলো শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা। এখানে যেহেতু সারা বছর ধরেই একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয় আছে, সেহেতু পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, যা আমাদের নেই। কেউ কেউ মনে করেন, সর্বোচ্চ ৩০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক থাকা প্রয়োজন। দক্ষতার বিষয়টিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে আমরা সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছিলাম এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। কিন্তু এর পুরো সুফল আমরা ঘরে তুলতে পারিনি। কারণটি হলো এ ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগে যে ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষকদের মাঝে তার ঘাটতি রয়েছে। নতুন পাঠক্রম চালুর আগে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসন সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শেষ কথাটি হলো, আপনি যত ভালো পদ্ধতিই চালু করেন না কেন, যদি এ পেশাকে আকর্ষণীয় করতে না পারেন তাহলে মেধাবী শিক্ষক পাবেন না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে বেতন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে। নতুন পাঠক্রম থেকে কার্যকর সুফল পেতে হলে সরকারকে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাকে আমলে নিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-৩

(শেষের পাতার পর)

যুবক থাকেন, প্রায় প্রতিদিন কাজে যাবার সময় উনি দেখি গাছে পানি দিচ্ছেন, না হয় গাছ পরিস্কার করছেন, না হয় তার এক চিলতে উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছেন (উঠোন বলতে ভালো লাগে শব্দটা অনেক প্রিয়)। আসলে খুবই অল্প একটু জায়গা, তার মধ্যেই তিনি ২/৩ রকমের গোলাপ ছাড়াও আরো কিছু ফুল গাছ লাগিয়েছেন।

আমি যেখানে থাকি সেখানে ওরকম বাগান প্রিয় কাউকে দেখি না, কিন্তু তার যত্নটা চোখে পড়ে। এমনকি মার্চ মাসের ঠান্ডা আর বৃষ্টির দিনেও তাকে বাইরে দেখি।

তো যতদিন দেখা হয় আমি তাকে গুড মর্নিং বলি। প্রথম দিন তো তিনি অনেক অবাক হলেন। কোন রিপ্লাইও না। দ্বিতীয় দিনও না, এর পর ২/৩ দেখা হয়নি। কিন্তু এপ্রিল থেকে তিনিও আমার গুড মর্নিং এর রিপ্লাই দিতে শুরু করলেন।

কোন দিনই এর বেশি কথা হয়নি বা আমিও দাঁড়াইনি। গত বেশ কদিন ধওে তাকে দেখছিলাম না। মিস কর-ছিলাম। কাউকে জিজ্ঞেস করব সেরকম নেই, কারণ নিউইয়র্কের মানুষেরা কেমন যে অদ্ভুত। হাসতেই জানে না, মিশুক তো নয়ই।

আমার ধারণা এরা হৃদয়হীন। আবেগ-অনুভূতি এদের আছে বলে মনে হয় না।

যাই হোক, অনেক সাহস করে ৩/৪ দিন আগে তার বাসার সামনে দাঁড়ালাম, যদি কাউকে পাই জিজ্ঞেস করব। পাশের বাসা থেকে এক লোক বের হয়ে খুবই রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কাউকে খুঁজছ'। সত্যি কথাটা বললেই হতো কিন্তু আমি এমনিতেই নিউইয়র্কে ভয় পাই আর তাকে আরও ভয় পেয়ে বললাম, না। আর এত দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম যে পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেল।

যাইহোক গত পরশু শুক্রবার সেই সুদর্শন যুবকের সাথে দেখা। কি যে খুশি লাগল। শুভ সকাল বলেই, জিজ্ঞেস করলাম আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আমি আপনাকে খুঁজেছি। কতদিন ভেবেছি আপনার ডোরে নক করব, কিন্তু করিনি।

আমার কথা শুনে তিনি একই সাথে খুবই অবাক আর খুশি হলেন। এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলাম। নির্মল নিস্পাপ হাসি। মানুষের হাসি, চোখ আর কণ্ঠ আমাকে ভীষণ টানে। সাথে ব্যক্তিত্ব, সততা আরও অনেক কিছু। যাইহোক ছোট খাট, রুগ্ন মানুষ কিন্তু হাসিটা যেন ঝলমল করছিল। আমি রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি তুমি আমায় খুঁজেছ!' বললাম- হ্যাঁ। তিনি আস্তে করে একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি যে বললেন, অসুস্থ বা ব্যস্ত ছিলেন এরকম কিছু একটা।

আমারও অফিসের তাড়া ছিল সেদিন। তাকে শুভ কামনা জানিয়ে দ্রুত হাঁটা দিলাম। পরে মনে পড়ল তিনি যেহেতু সামনে ছিলেন তার অনুমতি নিয়ে তার বাগানের একটা ছবি তুলতে পারতাম। সেদিন সকালে বেশ রোদ্দুরও ছিল। আগেও তুলতে চেয়েছি কিন্তু ভয়ে তুলিনি কেউ না আবার মারতে আসে।

এই পাষাণ শহরে মানুষে মানুষে তেমন করে কথা বলতে, হাসতে দেখি না! সবাই এত ব্যস্ত আর স্বার্থপর। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু পথ চলতে জীবন দেখি আর সেই জীবনে মানুষ খুঁজি।

কিন্তু কেবলই মনে হয় এই শহরে মানুষ আছে প্রাণ নেই, জন আছে মন নেই।

(মাঝে অনেক দিন উনার সাথে দেখা হয়নি। আবার হারিয়ে ফেলেছিলাম, দুই সপ্তাহ নিজে ছুটিতে ছিলাম। অফিস যাবার পথে ৪/৫ দিন ঘন ঘন দেখা হল, এখন তিনি আগের চেয়ে সহজভাবেই কথা বলেন। সেদিন তার সাথে কথা বলার সময় বাসা থেকে জানালা খুলে একজন মহিলা আমাকে সুন্দর করে হেসে হাই বললেন, কে জানে উনার কি হয়, বয়স আন্দাজ করে মনে হল হয়তো উনার সহধর্মিণী।)

এবার ফেঁসে যাচ্ছেন মেয়র

(শেষের পাতার পর)

বেশি অর্থও ফেরত দেননি। মেয়র বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে ডিপার্টমেন্ট অব ইনভেস্টিগেশনের তদন্ত প্রতিবেদনে। ডিপার্টমেন্ট অব ইনভেস্টিগেশন জানায়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে ২০১৯ সালের প্রাইমারিতে অংশ নিয়েছিলেন নিউইয়র্কের মেয়র বিল ডি ব্লাজিও। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানের সময় সিটি প্রশাসনের অর্থ ব্যয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রাইমারিতে হেরে যাওয়ার পর সিটি প্রশাসনের তিন লাখ ১৯ হাজার ৭শ' ৯৪ ডলার ফেরত দেননি মেয়র। সংস্থাটির তদন্তে আরও বেরিয়ে এসেছে, মেয়র এনওয়াইপিডির সম্পদ ও জনবল ব্যবহার করে তার ছেলেকে কলেজে যাওয়া আসা এবং তার মেয়ের বাসা পরিবর্তনের সময় এনওয়াইপিডির ভ্যান ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থে পুলিশ বিভাগকে ব্যবহার করেছেন মেয়র। তবে, এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় মেয়র বলেছেন, এটি সম্পূর্ণ ভূল রিপোর্ট। তিনি যা যা করেছেন এনওয়াইপিডির নিয়মের মধ্যে থেকেই করেছেন।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

জাহান্নামের ছায়া ধোঁয়া ও উত্তাপ

(শেষের পাতার পর)

এবং আগুনের জিঞ্জির, আগুনে উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত কোটি কোটি টন ভারী লোহা ও গুর্জ, আগুনে উত্তপ্ত করা আসন প্রভৃতি। আর যার সৃষ্টি লেলিহান অগ্নিশিখা হবে, তার অভ্যন্তরস্থ বায়ুর ধ্বংসলীলা কত ভয়ংকর হতে পারে- তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর বাম দিকের দল কত হতভাগ্য, বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণবর্ণের ধূর্মের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আবার আরামদায়কও নয়।' (সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৪১-৪৪)

জাহান্নামীরা জাহান্নামের আজাবে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়াকর বৃক্ষের দিকে ছুটে আসবে। যখন সেখানে পৌঁছবে তখন বুঝতে পারবে যে এটা কোনো ছায়াদানকারী বৃক্ষ নয়; বরং এটা জাহান্নামের ঘনকালো ধোঁয়া। জাহান্নামের ছায়ার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চলো তার দিকে। চলো তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং যে ছায়া অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করতে পারে না। তা উৎক্ষপণ করবে অট্টালিকাতুল্য বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ, তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণিসদৃশ। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।' (সুরা মুরসালাত, আয়াত : ২৯-৩৪)

জাহান্নামের অগ্নিবায়ুর উষ্ণতা এত প্রখর, যা সব জাহান্নামিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। যে আগুন মানুষকে জীবিত থাকতেও দেবে না, আবার মরতেও দেবে না। মহান আলাহ বলেন, 'তুমি কি জানো সাকার কী? তা (মানুষকে) অক্ষতও রাখবে না, আবার ছেড়েও দেবে না। মানুষকে দগ্ধ করবে।' (সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ২৭-২৯)

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'কখনো না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কী? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, যা হৃদয়ে পৌঁছবে। এতে তাদের বেঁধে দেওয়া হবে লম্বা লম্বা খুঁটিতে।' (সুরা হুমাজা, আয়াত : ৪-৯)

জাহান্নামের আগুন অনবরত প্রজ্বালন করা হবে। তাপ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্বালানো হবে। তা কখনো নির্বাপিত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যার (নেকির) পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া। আপনি কি জানেন হাবিয়া কী? তা হলো জ্বলন্ত আগুন।' (সুরা কারিয়া, আয়াত : ৮-১১)

গ্রীষ্মকালে গরমের তীব্রতা জাহান্নামের আগুনের উষ্ণ বাষ্পের কারণেই হয়ে থাকে এবং জ্বরও জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ। হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন সালাত (বিলম্বে আদায়ের) মাধ্যমে তা ঠান্ডা করো। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়। আর জাহান্নাম আলাহর কাছে অভিযোগ করল যে হে আমার রব! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে (অতএব আমাকে নিঃশ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিন)। অতঃপর আল্লাহ তাকে বছরে দুবার নিঃশ্বাস ত্যাগের অনুমতি দেন। একটি শীতকালে আর অন্যটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা গ্রীষ্মকালে যে কঠিন গরম অনুভব করো, তা এ নিঃশ্বাস ত্যাগের কারণে আর শীতকালে যে কঠিন শীত অনুভব করো, তাও ওই নিঃশ্বাস ত্যাগের কারণে হয়ে থাকে।' (বুখারি, হাদিস : ৫৩৬-৫৩৭)

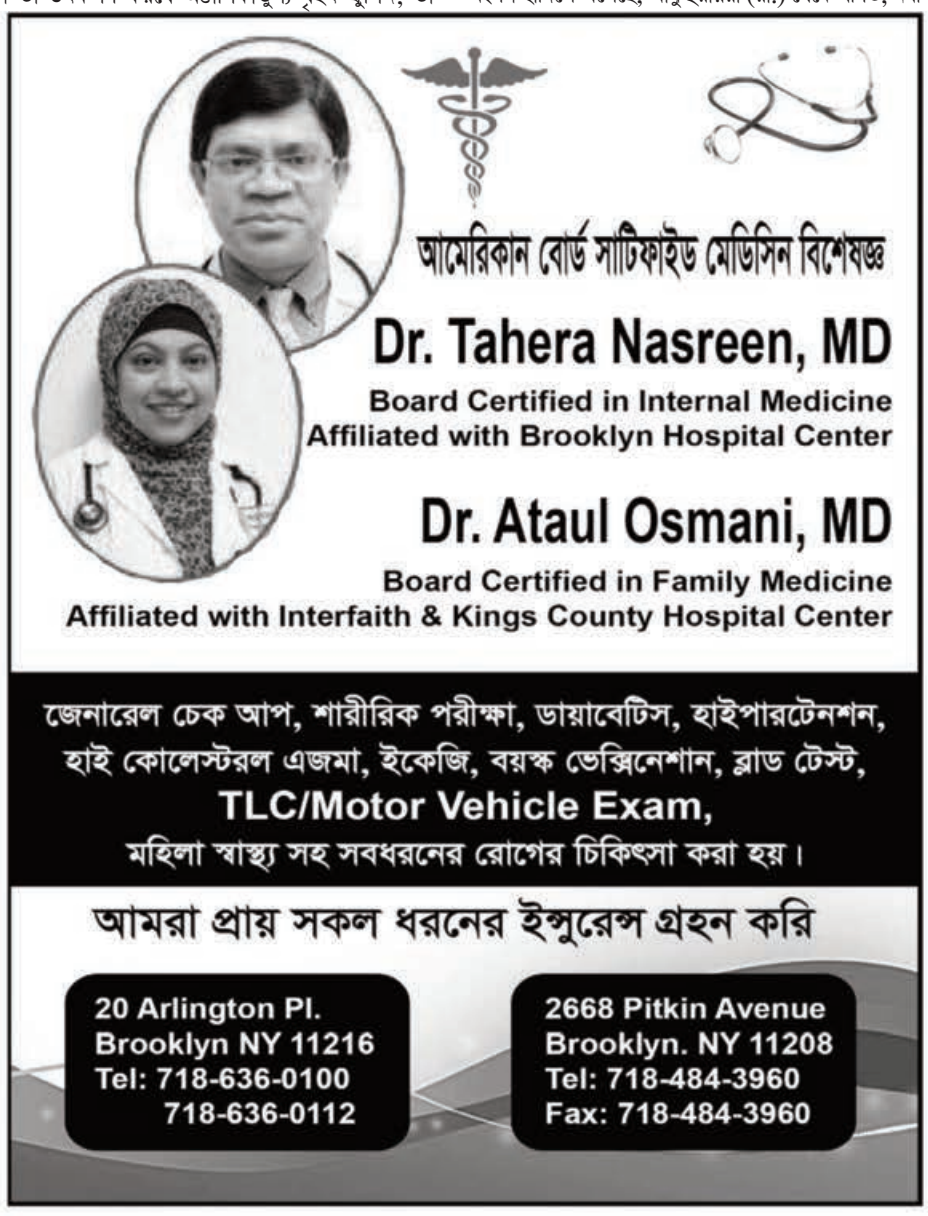
কাতার বিশ্বকাপই

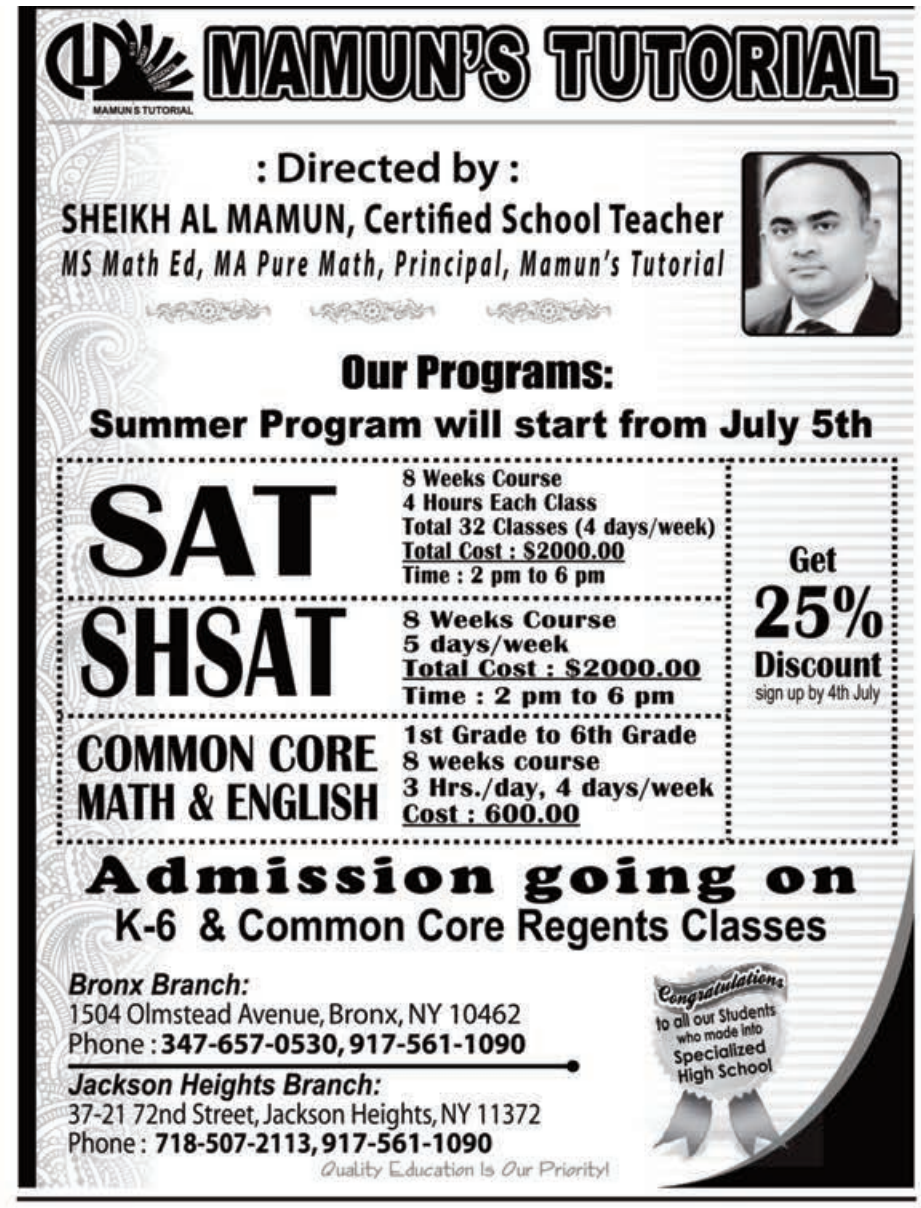
(শেষের পাতার পর)

দেয়নি। বয়স মাত্র ২৯। বর্ষসেরা হওয়া কিংবা বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অনেক সময় পড়ে আছে সামনে। কিন্তু এখনই নাকি ফুটবল থেকে মন উঠে গেছে ব্রাজিল সুপারস্টার নেইমারের! অন্য কেউ নয়, নেইমার স্বয়ং বলেছেন এই কথা! আসন্ন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপই নাকি তার ক্যারিয়ারের শেষ আসর। পিএসজির ব্রাজিলিয়ান এই সুপারস্টারের এমন মন্তব্য নিয়ে ফুটবলবিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

খেলা সম্প্রচারকারী ডিএজেডএনের নির্মিত 'নেইমার অ্যান্ড দ্য লাইন অব কিংস' তথ্যচিত্রে ব্রাজিল তারকা বলেছেন, 'আমার মনে হয় এটিই (২০২২) হতে যাচ্ছে আমার শেষ বিশ্বকাপ। আমি এটিকেই আমার শেষ বিশ্বকাপ ভাবছি, কারণ আমার মনে হয় না ফুটবলকে সহ্য করার মতো মনের জোর আর অবশিষ্ট আছে। নিজের সেরা ফর্মে থেকে বিশ্বকাপে গিয়ে চেষ্টা করব আমার দেশকে জেতাতে। ছোটবেলার সবচেয়ে বড় স্বপ্নটা (বিশ্বকাপ জয়) সত্যি করতে আমার সর্বোচ্চটা উজার করে দেব।'

২০১৮ বিশ্বকাপের পর নানাবিধ বিতর্কে জড়িয়েছেন নেইমার। মাঠে বাজে ট্যাকলের শিকার হয়ে গড়াগড়ি, গ্যালারিতে গিয়ে দর্শক পেটানোসহ নারীঘটিত অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে। বারবার চোটে আক্রান্ত হয়ে মাঠের বাইরে চলে গেছেন। তার বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার পেছনেও 'টাকার লোভ'কে কারণ হিসেবে দেখিয়েছে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া। ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা বিশ্বকাপের সময় নেইমারের বয়স হবে ৩৫। সেই বিশ্বকাপে কি দেখা যাবে নেইমারকে?







কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

এলমহার্স্টে একটি মেডিক্যাল অফিসের রিসেপশনিষ্ট হিসেবে পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৪৯-৪৭৭২
আ-১৬/২৩

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউস্থ একটি ফ্রাইড চিকেন এন্ড পিজা স্টোরের ফ্রন্ট ও ব্যাক পজিশনে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১
আ-১৬/২৩/৩০

তান্দুরী শেফ আবশ্যক

আলবেনীতে একটি বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে একজন তান্দুরী শেফ আবশ্যক। থাকা ফ্রি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মি. রহমান (৫১৮-৫০৬-৯৮৮২)
আ-১৬/২৩

সেমিবেসমেন্টভাড়া

১৯০ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউ, ইসাইবনে মরিয়ম মসজিদের পাশে ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সাথে কিচেন এবং বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬২৪-৩১৩৫

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ে থেকে দুই ব্লক দূরে একটি এপার্টমেন্টের এক বেডরুম একজন কর্মজীবির পুরুষের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার (গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটি অন্তর্ভুক্ত নয়)। বাসায় গেষ্ট নেওয়া যাবে না। যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
আ-০২

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৮৮ এভিনিউ এবং ২১২ প্লেসে ডুপ্লেক্স বাড়ী ভাড়া হবে, ১লা নভেম্বর থেকে। ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম (সেকেন্ড ফ্লোর), ১/২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন (ফানস্ট ফ্লোর)। এফ ট্রেন এর লাস্ট স্টপেজ (১৭৯ স্ট্রীট)। বাস কিউ১, কিউ৩৬ ও কিউ৪৩। যোগাযোগ: ড্যানী (৬৪৬) ৫২৯-৫২৪০।
অ-০৪/১১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাইভেট হাইজে ৭১ স্ট্রীট ও ৩৫ এভিনিউ, মাছ বাজার সংলগ্ন ২ জন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৩৩-৭২৯৬ অথবা ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
অ-০৪/১১

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ ও ৩২ এভিনিউর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ন বিক্রি

গাড়ীসহ হুইলচেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুণ। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করবার জন্য ফুল টাইম কেশিয়ার আবশ্যক। বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হলে আলোচনা সাপেক্ষে তাকে পার্টনারশীপ দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগ: **৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮**

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেডরুম/১ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। (হিন্দু হলে ভালো হয়। কারণ বাসার সবাই হিন্দু)। যোগাযোগ: গোপ (৩৪৭-৬০৫-৯৫৮২)
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

আবশ্যক

পেনসিলভানিয়াতে ভারতীয় মালিকানাধীন একটি আবাসিক হোটেলে ফ্রন্টডেস্কে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে ইংরেজীতে দক্ষ হতে হবে এবং আমেরিকায় কাজ করার বৈধ কাগজপত্র থাকতে হবে।
কাজল: ৬৩১-৭০৩-০৪৫৩।

লোক আবশ্যক

জমজমাট রেস্টুরেন্ট এবং ভালো পরিবেশে কাজের জন্য জারুরী ভিত্তিতে অভিজ্ঞ তান্দুরী শেফ আবশ্যক। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

রেস্টুরেন্ট বিক্রি

জমজমাটপূর্ণ খুবই ভালো লোকেশনে একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

আবশ্যক

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ইংলিশ জানা ৩৫ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রতি ঘন্টা ১৭ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ আবশ্যক ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
অক্টো-১১/১৮

সেমিবেমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে
সেমিবেসমেন্ট নামাজি কর্মজীবি ২ জন মহিলা অথবা স্বামী/স্ত্রীর নিকট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৮৯২৩
অক্টো-১১/১৮

পারমিট ভাড়া

দুই বৎসরের সিটিওয়াইড ফুলটাইম জায়রোর পারমিট ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ টিপু আহমেদ
৩৪৭-৪৫৯-৪৮৯১
অ-০৪/১১

জমি বিক্রয়

খুলনা শহরের বানিয়া খামার মৌজার মিস্ত্রি পাড়ায় খালপাড় রোডে ৫ কাঠা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৪৪-৪১৮১ (সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত)
অক্টো-১১/১৮

আবশ্যক

এলমহার্স্টে একটি মেডিক্যাল অফিসের রিসেপশনিষ্ট হিসেবে পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৪৯-৪৭৭২
আ-১৬/২৩

জুলি
juliehj2015@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়

216-21 104th Ave. Queens Village, NY 2 FAM, Lotsize 57X115, Only cash buyer.
Call: 917-523-4451

বাড়ি বিক্রয়

97-27, 81 St. Ozonepark, 2 Fam $568,000. Only cash buyer.
Call: 917-523-4451

বাড়ি বিক্রয়

104-31, 212th Queens Village, Lot: 60X70. Vacant. $598,000
Call: 917-523-4451

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।
যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭
জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





লং আইল্যান্ড ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশীর

(শেষের পাতার পর)

ঘটে গত ২ অক্টোবর শনিবার লং আইল্যান্ডের এলমন্টে। এই দুটি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় কমিউনিটিতে এখন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ ও ১৭০ স্ট্রিটের কাছে এক বাংলাদেশী চিকিৎসক দম্পতি ডাক্তার তারেক ও তার স্ত্রী ডাক্তার সুরভির বাসায় আগুন লাগে। নিউইয়র্কের ফায়ার সার্ভিস টিম প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুন লাগার সময় বাড়িতে ছিলেন না ডাক্তার দম্পতি। আর বাইরে খাবার আনতে যাওয়ায় বড় ধরনের অঘটন থেকে রক্ষা পান তাদের একমাত্র মেয়ে। তবে স্কুল পড়ুয়া ছোট ছেলে তখন বাড়ির ভেতরে থাকায় তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা **ইউএনএ জানায়:** নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের এলমন্ডে ভায়াবহ অগ্নিকান্ডে এক বাংলাদেশীর বাড়ী ভস্মিভূত হয়েছে। মর্মান্তিক এই অগ্নিকান্ডে ঐ বাড়ীতে বসবাসরত রিফাত আরা আলী নামের ১৪ বছরের এক কিশোরী পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আছে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে।

জানা গেছে, গত ২ অক্টোবর, শনিবার ভোর ছয়টার দিকে স্থানীয় ১৪৯৮ মার্শাল স্ট্রীটস্থ বাংলাদেশী-আমেরিকান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলীর বাসায় এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় গৃহকর্তা মোহাম্মদ আলী আর আর তার স্ত্রী সামিনা শামস তখন বাইরে কাজে ছিলেন। ঘুমিয়ে ছিলেন পরিবারের তিন সদস্য ও ভাড়াটিয়া এক চিকিৎসক। নিমিষেই পুরো বাড়ীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিদ্বন্ধে গুরুতর আহত হন মোহাম্মদ আলীর শশুর শামসুল হক (৮২), শাশুড়ী দিল আফরোজ (৭১) ও দুই ছেলেমেয়ে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকান্ডে রিফাত আরা'র একমাত্র ভাই দ্বাদশ গ্রেডের ছাত্র রাইম সাদমান জিম (১৭) হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। শামসুল হকের শরীরের ডান পাশ ঝলসে গেছে। নানী দিল আফরোজ প্রচন্ড ধোঁয়ায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

নাসাউ কাউন্টির চীফ ফায়ার মার্শাল মাইকেল উত্তারো এ সংবাদদাতাকে জানান, ২ অক্টোবর ভোর পৌনে ছয়টায় সংবাদ পেয়েই দমকল বাহিনীর কর্মীরা মোহাম্মদ আলীর এলমন্ডস্থ মার্শাল স্ট্রীটের বাসায় যান এবং আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

মোহাম্মদ আলীর কন্যা রিফাত আলী সহ আহতদের স্থানীয় স্ট্রনীব্রুক হাসপাতালে নেয়া হলে পরদিন রোববার বিকেল তিনটায় কন্যাটি মৃত্যুবরণ করেন। সে নবম গ্রেডের ছাত্রী ছিলো। অগ্নিকান্ডে আহত অপর দু'জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এদিকে ভয়াবহ এই আগুন নেভাতে গিয়ে নাসাউ কাউন্টির দুই পুলিশ অফিসার এবং ফায়ার সার্ভিসের দু'জন কর্মীও আহত হয়েছেন। অগ্নিকান্ডের কারণ সঠিক জানা জায়নি। তদন্ত চলছে।

অগ্নিকান্ডে আহত রিফাতের ভাই রাইম সাদমান জিম, শামসুল হক এবং দিল আফরোজকে নাসাউ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মোহাম্মদ আলীর বাড়ি বাংলাদেশের চাঁদপুরে। সামিনা শামসের বাড়ি কুষ্টিয়ায়। ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে এই দম্পতি লং আইল্যান্ডের ওই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। মেয়ে এবং দুই নাতিকে দেখার জন্য সামিনার বয়োবৃদ্ধ মা-বাবা গত ২৫ জুলাই বাংলাদেশ থেকে নিউইয়র্কে আসেন। আগামী ২৫ অক্টোবর তাদের দেশে ফেরার কথা ছিল। তবে আগুনে তাদের পাসপোর্ট পুড়ে গেছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ডেপুটি কন্সাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান ভিকটিম পরিবারের খোঁজ-খবর রাখছেন।

রিফাত আলীর জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন: এদিকে কিশোরী রিফাত আলীর জানাজা শেষে তার মরদেহ দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গত ৬ অক্টোবর বুধবার বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ। ঐদিনই তার মরদেহ লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মোমোরিয়াল মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়।

গর্ভপাত বিরোধী আইনের কার্যকারিতা স্থগিত

(শেষের পাতার পর)

ততোদিন আইনের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। এর আগে টেক্সাসের রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা এই আইন পাশ করেন।

হোয়াইট হাউজ বিচারকের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি টেক্সাসের নারীদের সাংবিধাবিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অস্টিনের বিচারক পিটম্যান রায়ের ১১৩ পৃষ্ঠার মন্তব্যে লেখেন, সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই নারীরা নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রন হারিয়েছে যেটি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত ছিল। তবে রাজ্য কর্তৃপক্ষ বিচারক পিটম্যানের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারে। ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই আইনটিকে নারী অধিকারের বিরুদ্ধেঅভূতপূর্ব নির্যাতন পদ্ধতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট বলেন, 'সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হচ্ছে জীবন'।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষের পাতার পর)

আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

'মাহতাব-ইয়াছিন'-এর নতুন নেতৃত্বে এনআরবি এসোসিয়েশন

(শেষের পাতার পর)

মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান। একই সঙ্গে নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ওমানের আকতার আল বেলুচি গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী।

গত ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজিক শহর দুবাইয়ের ক্রাউন প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের নেতৃত্বে ২০২১-২০২৩ সালে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এনআরবি সিআইপিদের সর্বসম্মতিক্রমে ২১ সদস্যের এই কমিটি নির্বাচিত হয়। কমিটির নির্বাচিত অন্য সদস্যরা হলেন: সিনিয়র সহ সভাপতি- থাতেইয়ামা কবির (জাপান), সহ সভাপতি মো. মনির হোসেন (আরব আমিরাত), কাজী শারওয়ার হাবিব (জাপান), রফিকুল ইসলাম মিয়া আরজু (রাশিয়া) ও মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া (ওমান), সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শফি উদ্দিন (বাহরাইন) ও মোহাম্মদ মাহাবুব আলম (আরব আমিরাত), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মাহমুদুর রহমান খান শাহিন (হংকং), যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ ইদ্রিস (ওমান), কোষাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান (ওমান), আন্তর্জাতিক সম্পাদক কাজী শাহ আলম জুনু (সুইডেন), দপ্তর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ (ওমান), সহ-দপ্তর সম্পাদক আবদুল আজিজ খান (কাতার)।

এ ছাড়া নির্বাহী সদস্যরা হলেন, মোহাম্মদ সেলিম (আরব আমিরাত), শহীদ হোসেন জাহাঙ্গীর (অস্ট্রেলিয়া), মোহাম্মদ ফরিদ আহমেদ (আরব আমিরাত) এবং আবুল কালাম (আরব আমিরাত) মোহাম্মদ আকতার হোসেন (আরব আমিরাত), কল্লোল আহমেদ ((যুক্তরাষ্ট্র)।

বৈধপথে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর সারাবিশ্বের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এনআরবি সিআইপি নির্বাচিত করে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দেওয়া এই মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রবাসী সিআইপিদের সংগঠনএনআরবি সিআইপি এসোসিয়েশন, বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশি ও তাদের পরিবারের কল্যাণে দেশে ও বিদেশে কর্মক্ষেত্রসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।





শিল্পী মামুন তনয়ায়া পারিসা'র জন্মদিন পালিত

(শেষের পাতার পর)

সংখ্যক অতিথিদের অংশগ্রহনে জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানটি মধ্যরাত পর্যন্ত চলে। ডা. চৌধুরী এস হাসান, ডা. শাহনাজ বেগম লিপি, ডা. আলম ছাড়াও প্রবাসের গায়ক গায়িকাদের অংশ গ্রহনে অনুষ্ঠানটি হয় উঠে দৃষ্টি নন্দিত ও আনন্দপূর্ণ। লাইফ মিউজিকের সাথে শিল্পীদের মন মাতানো গান, নাচ, বাচ্চাদের খেলার ছলে দৌড়াদৌড়ি, আর আনন্দ চিৎকারে অনুষ্ঠানটি রঙিন হয়ে উঠে। প্রবাসী শিল্পীরা একের পর এক মন মাতানো গান পরিবেশন করে অনুষ্ঠিনটি আনন্দ উজ্জ্বল করে তুলেন। শেষে ছিলো সুস্বাদু নৈশভোজ।





নবযুগ'র প্রীতি সম্মিলন

(শেষের পাতার পর)

নাজমুল আহসান, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কাজী রকিব এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাতনী অনিন্দিতা কাজী। সিটির লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়েট এয়ারপোর্ট হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে গত ৮ অক্টোবর, শুক্রবার রাতে আয়োজিত নবযুগ-এর প্রথম প্রীতি সম্মিলনে তিন গুণির হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক শাহাব উদ্দিন সাগর। অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিকসহ চার শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন বলে অয়োজকদের দাবী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল নবযুগ এর থিম সংগীত। ছিলো বাফার শিল্পীদের পরিবেশনায় 'বিদ্রোহী কবি' খ্যাত কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা বলবীর আবৃত্তি, নৃত্যের সাথে দেশের গান' কবি রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী' নাটক মঞ্চায়ন, নৈশ ভোজ আর প্রবাসী শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে কবি নজরুলের বলবীর কবিতা আবৃত্তি করেন রাহাত মুক্তাদির।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য রাখেন নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, ডেপুটি কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট রণদা বিন্দা, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-৩২ থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী ফিলিসিয়া সিং। অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্তরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নবযুগ পরিবারের নিয়মিত লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, শহীদ সন্তান ফাহিম রেজা নূর, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও লেখক সামছুদ্দিন আজাদ, কবি ও কথাসাহিত্যিক কাজী জহিরুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহাব উদ্দীন, কবি ও প্রাবন্ধিক ফকির ইলিয়াস, সাংবাদিক হাবিব রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহবাব চৌধুরী খোকন, তরুণ ডেমোক্র্যাট আহনাফ আলম, নবযুগ এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শামসুন নাহার নিম্মি, বাণিজ্যিক উপদেষ্টা হেলিম আহমদ, বিশেষ প্রতিনিধি শামসুল আলম লিটন, ইংরেজি বিভাগের প্রধান সাজিদ সীমান্ত, উপ প্রধান লাবীব প্রান্ত ও সম্মাননাপ্রাপ্ত তিন অতিথি মিলে কেক কাটা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন টাইম টেলিভিশন-এর নিউজ প্রেজেন্টার সাদিয়া খন্দকার।

নৈশভোজের পর সংগীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব, শশী, রানো নেওয়াজ, কামরুজ্জামান বকুল, বিউটি দাশ, রায়ান তাজ, রোকসানা মির্জা, আমানত হোসেন প্রমুখ।

নবযুগ এর প্রীতি সম্মিলন উপলক্ষে ১০০ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে সাপ্তাহিক নবযুগ। উল্লেখ্য, নবযুগ একটি ঐতিহাসিক নাম। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মোজাফফর আহমদ'র যুগ্ম সম্পাদনায় নবযুগ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মাঝপথে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই নবযুগ-এর নামানুসারেই একশো বছর পর অর্থাৎ ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারী নিউইয়র্ক থেকে সাপ্তাহিক নবযুগ প্রকাশিত হয়।



বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // October 11 // 2021

কাউন্সিলম্যান প্রার্থী শাহ্ শহীদুল হকের ফান্ডরাইজিং ডিনার ১১ অক্টোবর



নিউইয়র্ক: মূলধারার রাজনীতিবিদ, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্টের সভাপতি, মানবাধিকার নেতা, প্রেসিডেন্ট মেডেল প্রাপ্ত, শাহ শহীদুর হক আগামী ২ নভেম্বর নিউইয়র্ক সিটির ডিষ্ট্রিক-২৫ (জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্ষ্ট, ইস্ট এলমহার্ষ্ট) থেকে সিটি কাউন্সিল পদে লড়তে যাচ্ছেন। এই আসনে শাহ্ শহীদুল হক একমাত্র বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী। তিনি সকলের নিকট দোয়া এবং ভোট প্রার্থী। তার নির্বাচনী ব্যয়ের সাহায্যর্থে আগামী ১১ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে নবান্ন পার্টি হল সেন্টারে এক ফান্ডরাইজিং ডিনার-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই আয়োজনে সমন্বয়ের দায়িত্বে আছেন বাংলাদেশ সোসাইটি, জেবিবিএ, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী সংগঠনসহ আরো অন্যান্য বাংলাদেশী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। উক্ত ফান্ডরাইজিং ডিনারকে সাফল্যমন্ডিত করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বিয়ানীবাজার সমিতির 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের শেষ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের শেষ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ওজনপার্কের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা তারুন্য ও যুব সমাজের প্রতীক হিসেবে 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলকে একটি যোগ্য প্যানেল হিসেবে দাবী করে সমিতির কল্যাণে কাজ করার সুযোগ দানের জন্য এই প্যানেলের সকল প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আগামী ১০ অক্টোবর বিয়ানীবাজার সমিতির দ্বি-বার্ষিক (২০২১-২০২২) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সিটির রিগো পার্কস্থ উডহ্যাভেন বুলেভার্ডস্থ জয়া হলে এদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোট গ্রহণ চলবে। খবর ইউএনএ'র।

বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি ও 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক মস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যাংকার আপ্তাব আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাওয়াদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল, আব্দুল মতলিব নুনই, আব্দুল চৌধুরী শাহীন, আব্দুল মুহিত, ফখরুল ইসলাম, বজলুর রহমান, মোশাররফ হোসেন, আলতাফ মিয়া চৌধুরী এছবাহ, হাজী আবুল হোসেন, আকমল হোসেইন, জিয়াউল হোসেন, হাজী জামাল উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, আব্দুল মুমিত চৌধুরী, ফখর উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন মঞ্জু, ফয়জুল হক, রিয়াজ উদ্দিন, আছাদ উদ্দিন, ইউনুছ খান, নুরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন, আবুল হোসেন, ফারুক উদ্দিন, এখলাছ মেম্বার, তাহির আলী, মোহাম্মদ হেলালুর রহমান, আহমেদুল হক কুনু, শাহিদুল ইসলাম দুখু, আবিদুর রহমান হেলাল, আব্দুল হাছিব, তারিক আহমদ শাহান, রকীব আলী, শাহাব উদ্দিন, আব্দুল ফাত্তাহ, জাকির জয়, ময়নুল ইসলাম, মাহদি আহমদ, আহমদ মুস্তফা বঠুল, নজরুল ইসলাম সহ বিয়ানীবাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আমিনুল হোসেন ও যুগ্ম সদস্য সচিব শামীম আহমেদ।

সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী মিসবাহ আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী রেজাউল আলম অপু ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফজলে রাব্বীর সেবুল, সরওয়ার হোসেন, ছফর উদ্দিন, কমর উদ্দিন, কাউছার মারুফ, মোহাম্মদ আলীম, হেলিম উদ্দিন, গোলাম মর্তুজা, শামীম আহমদ, বজলুর রহমান, বেলাল উদ্দিন ফখরুল, আলতাফ মিয়া চৌধুরী ইছবাহ প্রমুখ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সদরুল লোদী। এরপর দেশ ও প্রবাসের সকল বাংলাদেশীদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রয়াত সমিতির সাবেক কর্মকর্তা ও প্রয়াত বিয়ানীবাজারবাসী সকলের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন মৌ: ক্বারী আব্দুন নূর। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন 'মিসবাহ-অপু' প্যানেল অভিজ্ঞ, তারুণ্যনির্ভর ও প্রতিশ্রুতিশীল একটি পরিষদ। তাদের নির্বাচিত করে বিয়ানীবাজার সমিতিকে আরো গতিশীল করতে ভোটারদের প্রতি আহবান জানিয়ে বক্তারা বলেন, বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভাসহ ১০ ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে এই প্যানেল গঠিত হয়েছে। এতেই বোঝা যায় তারা ঐক্য এবং সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী। বক্তারা বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাদের ষড়যন্ত্র সফল হবে না। তারা যতই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করুক তা কখনো সফল হবে না।

সভার এক পর্যায়ে হলভর্তি সমর্থক আর শুভানুধ্যায়ীদের তমুল করতালি ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের ১৯ প্রার্থীকে পরিচয় করে দেওয়া হয়। এই প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- মিসবাহ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক- রেজাউল আলম অপু, সহ সভাপতি- আবুল ফজল লিটন, সহ সাধারণ সম্পাদক- হোসেন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- পারভেজ ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মো. আব্দুল আলীম, দপ্তর সম্পাদক- শামসুল আলম শিপলু, প্রচার সম্পাদক- মো. আজহার হুসেন রিফাত, ক্রীড়া সম্পাদক- হাসান খান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মো. কমর উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- হাফছা ফেরদৌস হোসেন এবং কার্যকরী সদস্য- সাজু আহমদ, সুহেল আহমদ, আবু রাসেল, ফয়ছল আলম, মো. সরোয়ার আহমদ মো. মেহেদী হাসান শিমুল ও ইকবাল হোসেন।







বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন-২০২১

মান্নান-মাহবুব প্যানেলের শেষ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের শেষ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওজনপার্কের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে গঠিত 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলকে একটি যোগ্য প্যানেল হিসেবে দাবী করে সমিতির কল্যাণে কাজ করার সুযোগ দানের জন্য এই প্যানেলের সকল প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, আগামী ১০ অক্টোবর বিয়ানীবাজার সমিতির দ্বি-বার্ষিক (২০২১-২০২২) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সিটির রিগো পার্কস্থ উডহ্যাভেন বুলেভার্ডস্থ জয়া হলে এদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোট গ্রহণ চলবে। খবর ইউএনএ'র।

'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সমিতির সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতির সাবেক কর্মকর্তা ও বিয়ানীবাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া সভায় সমিতির সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সমিতির সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল, উপদেষ্টা হাজী শামসুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাহিদুল ইসলাম এবং 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী নাজমুল হক মাহবুব সহ আমন্ত্রিত অতিথি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও যুব নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুবনেতা আতিকুল হক আহাদ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন আব্দুল বাসিত খান বুলবুল ও জহির উদ্দিন জুয়েল।

সভায় বক্তারা বিয়ানীবাজার সমিতিতে 'সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও নতুন নেতৃত্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলকে জয়যুক্ত করার পাশাপাশি নির্বাচন ঘিরে সমিতির মধ্যকার একটি মহলের ষড়যন্ত্র, ভোট কেন্দ্র নিয়ে স্বজনপ্রীতি, কোন কোন কর্মকর্তার অপর প্যানেলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অভিযোগের কথাও তুলে ধরেন। তারা বলেন, সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে ১০ অক্টোবরের নির্বাচনে জয়া হল থেকে জয় নিয়ে ওজনপার্কেই ফিরবেন 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেল। এজন্য সকল ভোটারের ভোট নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। সভায় কোন কোন বক্তা বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করা হলে তা প্রতিহত সহ দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন।

সভায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসী উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সহ সভাপতি- ফয়জুর রহমান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক- নাজমুল হক (মাহবুব), সহ সাধারণ সম্পাদক- আবদুন নূর হারুন, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবু তৈয়ব মোহাম্মদ তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, দপ্তর সম্পাদক- আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক- আব্দুল হাকিম, ক্রীড়া সম্পাদক- কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- আকতরারুজ্জামান শাহীন মালিক, মহিলা সম্পাদক- নাজমা আহমেদ এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে- মোহাম্মদ খলকুর রহমান, জামাল হোসেন, মোহাম্মদ রাজ্জাক মুন্না, নূও উদ্দিন, ফখরুল হক, হোসেন আহমদ ও মোহাম্মদ আবু তাহের।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.
IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
We Provide
• Individual Tax
• Corporation Tax
• Partnership Tax
• Non-profit Tax
• Gift Tax
• Sale & Payroll Tax
• IRS & State Tax audit Representation
• Immigration
• Accounting
• Bookkeeping
• Business License
• Business Incorporation
Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাটোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472



যুক্তরাষ্ট্র: মহামারিতে অভিভাবক হারিয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার শিশু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড মহামারির সময় অভিভাবক হারিয়েছে লাখো আমেরিকান শিশু। নতুন এক গবেষণা বলছে, অভিভাবক হারানো শিশুর সংখ্যা পূর্বে যা ধারণা করা হয়েছিল বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিক আমেরিকানদের মধ্যে এ হার আরো বেশি বলেও জানানো হয়েছে ওই গবেষণায়। যুক্তরাষ্ট্রে যত শিশু তাদের অভিবাবক হারিয়েছে তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা হিস্পানিক আমেরিকান। অথচ তারা দেশটির নাগরিকদের ৪০ শতাংশ। মেডিকেল জার্নাল পেডিয়াট্রিক্সে বৃহস্পতিবার ওই গবেষণাটি প্রকাশ করা হয়।

লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষক আলেক্সান্দ্রা ব্লেন-কিনশপ বলেন, এই গবেষণায় সেসব শিশুদের কথা উঠে এসেছে যারা মহামারির কারণে সবথেকে বড় ঝুঁকিতে পড়েছে। তিনি নিজেও ওই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। গবেষণায় জানা গেছে, মহামারির ১৫ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ২০ হাজার শিশু তাদের প্রাথমিক অভিবাবক হারিয়েছে। অর্থাৎ, বাবা-মা, দাদা কিংবা আর্থিক সমর্থন দিতো এমন অভিবাবকদের এখানে হিসাবে আনা হয়েছে। এছাড়া ২২ হাজার শিশু তাদের 'অপ্রধান' অভিবাবকদের হারিয়েছে। যেমন অনেক শিশুই তার দাদার বাড়িতে থাকে কিন্তু তার ব্যয় বহন করে মূলত তার বাবা-মা।

গবেষণায় জানানো হয়েছে, এই ১ লাখ ২০ হাজার শিশুর সকলেই অনাথ হয়েছে এমন নয়। তাদের বাবা কিংবা মা-এর একজন বেঁচে আছেন কিংবা অন্য আত্মীয়রা তার ব্যয় বহন করছে। কিন্তু এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত কত শিশুর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে তা খুঁজে বের করা। গত বছর কত শিশু ফস্টার কেয়ারে এসেছে সে বিষয়ে এখনও ফেডারেল জরিপ প্রকাশিত হয়নি। গবেষকরা ধারণা করছেন, এ বছর অনাথ শিশুর সংখ্যা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। এর আগে এক গবেষণায় ধারণা করা হয়েছিল যে, ৪০ হাজার শিশু তার বাবা বা মায়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে বা উভয়কেই হারিয়েছে। তবে সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে এই সংখ্যা অন্তত ৩ গুণ বেশি। (সূত্র: মানবজমিন)

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES AA American Airlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

১৫ অক্টোবর সিরাতুন্নাবী কনফারেন্স

নিউইয়র্ক: গ্লোবাল দাওয়াহ চ্যানেল আইটিভি ইউএসএ-এর উদ্যোগে সিরাতুন্নাবী কনফারেন্স-২০২১ এর আয়োজন করা হয়েছে। 'বিশ্ব মানবতার কল্যাণে মুহাম্মদ (সা.)' শিরোনামে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ অক্টোবর শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টা (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



'মাহতাব-ইয়াছিন'

'মাহতাব-ইয়াছিন'-এর নতুন নেতৃত্বে এনআরবি এসোসিয়েশন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসী বাংলাদেশীদের শীর্ষ সংগঠন এনআরবি সিআইপি এসোসিয়েশনের দ্বিতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এনআরবি ব্যাংক ও আমিরাতের আল হারামাইন গ্রুপের চেয়ারম্যান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

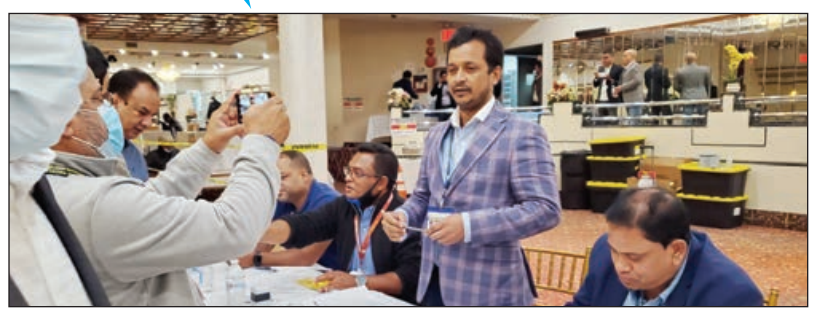


এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে ফ্রি ইন্টারনেট দিতে নতুন আইন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক শহরের প্রতিটি ঘরে ফ্রি ইন্টারনেট দিতে নতুন আইনের প্রয়োজন। শিগগিরি সিটি বাসিন্দাদের জন্য এই আইন পাশ হতে যাচ্ছে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। কাউন্সিল সদস্য বেন ক্যার্লোস একটি নতুন বিলের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাতে ১০ বা এর বেশি ইউনিটের মালিক ল্যান্ডলডদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ওই বিলে বলা হয়েছে,'এক্ষেত্রে অধিবাসীদের অতিরিক্ত কারিগরি ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ইথারনেট পোর্ট স্থাপন এবং ইন্টারনেট পাওয়ার প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটি। এর অন্যথা হলে হাউসিং মেইনটেনেন্স কোডে শাস্তি দেয়া হতে পারে।' ক্যার্লোস চান, নিউ ইয়র্কের সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তার জন্য বিলটি পাস করা হোক। বর্তমানে পাঁচ লাখ বাসিন্দা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন না। ক্যার্লোস মনে করেন, (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

উৎসাহে বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন



বিশেষ প্রতিনিধি: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হলো বহুল প্রতীক্ষিত যুক্তরাষ্ট্রস্থ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন। রোববার (১০ অক্টোবর) সিটির রিগো পার্কস্থ উডহ্যাভেন বুলেভার্ডস্থ জয়া হলে এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'মিসবাহ-অপু' আর 'মান্নান-মাহবুব' দুই প্যানেল থেকে সমিতির কার্যকরী পরিষদের ১৯ পদে ৩৮জন প্রার্থী (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

এবার ফেঁসে যাচ্ছেন মেয়র ব্লাজিও

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক গভর্নর এন্ড্রু কুমোর পর এবার ফেঁসে যাচ্ছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র বিল ডি ব্লাজিও। নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে সম্প্রতি গভর্নরের পদ হারানো এন্ড্রু কুমো'র সমালোচনায় পঞ্চমুখ এই মেয়র ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সেই সঙ্গে সিটির প্রশাসনের তিন লাখ ১৯ হাজার ডলারের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

গর্ভপাত বিরোধী আইনের কার্যকারিতা স্থগিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে জারিকৃত নতুন গর্ভপাত বিরোধী আইনের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে আদালত। ইউএস ডিস্ট্রিক্টের বিচারক রবার্ট পিটম্যান বাইডেন প্রশাসনের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইনটি স্থগিত করেন। এই আইনের বৈধতা নিয়ে যতোদিন মামলা চলবে, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

১৪ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু : আহত ৫

লং আইল্যান্ড ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশীর বাড়িতে আগ্নিকান্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গেলো সপ্তাহে নিউইয়র্কে চারদিনের ব্যবধানে আবারও অগ্নিকান্ডের ঘটনায় দুই বাংলাদেশীর বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১৪ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু এবং ৫জন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেলে জামাইকায় এক বাংলাদেশীর বাড়ীতে আগুন্ডের ঘটনা ঘটে। অপর অগ্নিকান্ডের ঘটনা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



জাহান্নামের ছায়া ধোঁয়া ও উত্তাপ

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

জাহান্নামের আগুনের তীব্র তাপদাহ ও উষ্ণতা অত্যন্ত প্রখর হবে। সেখানে আছে আগুন থেকে প্রস্তুতকৃত পোশাক, বিছানা, ছায়া, ভারী বেড়ি (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

খেলার খবর

কাতার বিশ্বকাপই আমার শেষ বিশ্বকাপ : নেইমার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তার স্বপ্ন ছিল বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই স্বপ্ন ধরা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

হেলথ টিপস

গরুর মাংস যেভাবে রান্না করলে পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন থাকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গরুর মাংস প্রোটিনযুক্ত খাবার। যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিনোদন

স্থায়ী জামিন পেলেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত নায়িকা (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং, আই অব এল এবং স্টেট অডিট সমাধান, পে-রোল এবং বুককিপিং, সিটিজেনশিপ কেস/ এনাইলাম কেস/ ফ্যামিলি ভিসা, সেলস ট্যাক্স ফাইলিং, এবং বিজনেস পরামর্শ
929-207-1518
www.zakircpa.com

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-৩

মুক্তা বেগম: আমার বাসা থেকে সাবওয়ে যেতে কিছুটা পথ হাটতে হয়। হাঁটার পথে সাবওয়ের ঠিক আগেই একটা ব্লকে পাশাপাশি বেশ কটা বাসা। তারই মাঝে একটা বাসায় এক ৭০/৭৫ বছরের এক সুদর্শন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

শিল্পী মামুন তনয়ায়া পারিসা'র জন্মদিন পালিত

অপু: শিল্পী মামুনের মেয়ে পারিসা তাসমিম আরার জন্মদিন গত ৮ অক্টোবর শুক্রবার জ্যামাইকা মার্কেট হলে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

সম্মাননা পেলেন নাজমুল আহসান, কাজী রকিব ও অনিন্দিতা কাজী

নবযুগ'র প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবযুগ-এর বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো প্রীতি সম্মিলন। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে 'নবযুগ সম্মাননা' পেয়েছেন তিন গুণিজন। তারা হলেন- প্রবীণ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা ৬৪৯+ Tax নিউইয়র্ক
ওমরাহ
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com